দুর্গাদাস

(নাটক)

[চতুর্থ সংস্করণ]

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত

কলিকাতা।

১৩২[illegible]

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা

যাহার দেবচরিত্র সম্মুখে রাখিয়া

আমি এই

দুর্গাদাস-চরিত্র

অঙ্কিত করিয়াছি,

সেই চিরারাধ্য পিতৃদেব

৺কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় দেবশর্ম্মার

চরণকমলে

এই ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

অর্পণ করিলাম।

নাটকের প্রধান নায়ক-নায়কাগণ।

পুরুষ।

ঔরংজীব ... ... ভারতসম্রাট্।

রাজসিংহ ... ... মেবারের রাণা।

শ্যামসিংহ ... ... বিকানীর-পতি।

শম্ভুজী ... ... মারাঠাধিপতি।

দুর্গাদাস ... ... মাড়বারের সেনাপতি।

দিলীর খাঁ
তাহবর খাঁ } ... ... মোগল সেনাপতিদ্বয়।

মৌজাম
আজীম
আকবর
কামবক্স } ... ... ঔরংজীবের পুত্রচতুষ্টয়।

ভীমসিং
জয়সিং } ... ... রাজসিংহের পুত্রদ্বয়।

সমরদাস (সোনিং) ... ... দুর্গাদাসের ভ্রাতা।

অজিতসিংহ ... ... যশোবন্তসিংহের পুত্র।

কাশিম ... ... জনৈক মুসলমান।

স্ত্রী।

গুলনেয়ার ... ... ঔরংজীবের সম্রাজ্ঞী।

মহামায়া ... ... যশোবন্তের বিধবা পত্নী

কমলা
সরস্বতী } ... ... জয়সিংহের পত্নীদ্বয়।

রাজিয়া উৎ উন্নিসা ... ... আকবরের দুহিতা।

দুর্গাদাস

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—দিল্লীর প্রাসাদভবনে সম্রাটের দরবার-কক্ষ। কাল—প্রহরাধিক প্রভাত। সিংহাসনে ভারত সম্রাট্ ঔরংজীব উপবিষ্ট ছিলেন। বামপার্শ্বে বিকানীরের মহারাজ শ্যামসিংহ আসীন। তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে তাঁহার জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ তাহবর খাঁ এবং দুই জন প্রহরী নিবিষ্টভাবে দণ্ডায়মান। সম্মুখে রাঠোর সেনাপতি দুর্গাদাস ও তাঁহার ভ্রাতা সমরদাস দণ্ডায়মান।

ঔরংজীব। দুর্গাদাস! যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু মোগল-সাম্রাজ্যের দুর্ভাগ্য।

দুর্গাদাস। জাঁহাপনা! সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য, রাজাজ্ঞা পালনের জন্য মরা প্রত্যেক প্রজার গৌরবের বিষয়।

ঔরংজীব। তুমি উচিত কথা ব'লেছো, দুর্গাদাস! যশোবন্ত সিংহ ভিন্ন আর কে সেই দুর্জ্জয় বিদ্রোহী কাবুলীদের দমন ক'র্ত্তে পার্ত্ত? তাঁর কাছে যে আমি কতদূর ঋণী—সে ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ ক'র্ত্তে পার্ব্বো না—[শ্যামসিংহকে] কি বলেন, মহারাজ?

শ্যাম। নিঃসন্দেহ।

সমর। কেন? জাঁহাপনা ত সে ঋণ যশোবন্ত সিংহের পুত্র পৃথ্বী সিংহের প্রাণ সংহার ক'রে পরিশোধ ক'রেছেন!

ঔরংজীব। আমি তার প্রাণ সংহার ক'রেছি! যুবক! তুমি কি ব'ল্‌ছো তুমি জানো না। আমি তার প্রাণ সংহার ক'রেছি! আমি পৃথ্বী সিংহকে নিজের পুত্রের ন্যায় ভালো বাস্‌তাম। আমি তাকে স্বহস্তে সম্মান-পরিচ্ছদ পরিয়ে দিয়েছিলাম।

সমর। সম্রাট্! সেই অবোধ বালকও তাই ভেবেছিল। কিন্তু সে সম্মান-পরিচ্ছদ যে বিষাক্ত, তা সরল বেচারী পৃথ্বী সিংহ জান্‌ত না।

শ্যামসিংহ। যুবক! তুমি কার সঙ্গে কথা ক'চ্ছ—জানো?

সমর। জানি, মহারাজ বিকানীর! আপনার প্রভুর সঙ্গে—আমার নয়।

ঔরংজীব একটু চমকিত হইলেন। তাঁহার সম্মুখে এরূপ দোষারোপে তিনি কোনকালে অভ্যস্ত ছিলেন না। তাঁহার ভ্রূযুগল ঈষৎ আকুঞ্চিত হইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন—

—"কে বলে যে সে সম্মান-পরিচ্ছদ বিষাক্ত?"

দুর্গা। না, জাঁহাপনা! তার কোন প্রমাণ নাই। সে সম্মান-পরিচ্ছদ যে বিষাক্ত তা সাধারণের অনুমান মাত্র।

সমর। [সক্রোধে] অনুমান! তার পরদণ্ডেই বিষে জর্জ্জরিত হ'য়ে দারুণ যন্ত্রণায় বেচারীর মৃত্যু হয়। আমি কি সে মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিনি?—অনুমান! তবে যশোবন্ত সিংহকে আফগানিস্থানে পাঠিয়ে হত্যা করাও অনুমান! আর আজ তাঁর রাণী আর পুত্রকে দিল্লীতে অবরোধ করাও অনুমান! তবে তুমি অনুমান; আমি অনুমান; সম্রাট্

ঔরংজীব অনুমান; মোগল সাম্রাজ্য অনুমান; এ নিখিল বিশ্ব অনুমান। এ অনুমান নয়, দুর্গাদাস!—এ ধ্রুব, স্থূল, প্রত্যক্ষ।

দুর্গা। ক্ষান্ত হও, দাদা—মনে কর, কি প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছিলে।

সমর। আচ্ছা! এই চুপ ক'ল্লাম! কিন্তু এক কথা ব'লে রাখি, জনাব! মনে ভাব্বেন না যে, আমরা একেবারে দুগ্ধপোষ্য শিশু, কিছুই বুঝি না! কিছু কিছু বুঝি।

দুর্গা। রাজাধিরাজ! আমার উগ্র ভ্রাতাকে ক্ষমা করুন।—জাঁহাপনা, আমরা আজ এক বিনীত প্রার্থনা সম্রাট্পদে নিবেদন ক'র্ত্তে এসেছি।

ঔরং। উত্তম! নিবেদন কর।

শ্যাম। বল, দুর্গাদাস! ভয় কি? সম্রাট্ উদার। তিনি তোমার ভাইয়ের উগ্র ব্যবহার ক্ষমা ক'রেছেন। তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই।

দুর্গা। আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, মৃত যোধপুরের মহারাণী তাঁর শিশু পুত্রকন্যাদের নিয়ে স্বরাজ্যে ফিরে যেতে চান। সে সম্বন্ধে সম্রাটের অনুমতি ভিক্ষা করি।

ঔরং। আমার অনুমতির প্রয়োজন?

দুর্গা। জাঁহাপনার অনুমতির প্রয়োজন কি, তা আমিও জানি না। কিন্তু মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ—তাহবর খাঁ—সম্রাটের বিনা অনুমতিতে তাঁকে ছেড়ে দিতে চাইছেন না।

ঔরংজীব তাহবরের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি জন্য তাহবর খাঁ?"

তাহবর। জাঁহাপনার সেইরূপ আজ্ঞা ব'লেই জেনেছিলাম।

ঔরং। ও—হাঁ, আমি ব'লেছিলাম বটে যে যশোবন্ত সিংহের পরিবারকে তাঁদের দিল্লী হ'তে যাবার পূর্ব্বে আমি পুরস্কৃত কর্ত্তে চাই। যে অনুগ্রহ মহারাজ যশোবন্ত সিংহের প্রতি দেখাতে কার্পণ্য করি নাই সে অনুগ্রহ হ'তে তাঁর পরিবারবর্গকে বঞ্চিত ক'র্ব্ব না।—কি বলেন মহারাজ?

শ্যাম। সম্রাটের চিরদিনই এই যশোবন্তের পরিবারের প্রতি অসীম অনুগ্রহ।

সমর। সম্রাট্!—আমি না ব'লে থাকৃতে পার্চ্ছি না, দুর্গাদাস—সম্রাট্! অনুগ্রহ ক'র্ব্বেন না, এইটুকু অনুগ্রহ করুন। আপনাদের ভ্রূকুঞ্চন দেখে বড় ভীত হই না, কারণ সেটা বুঝ্‌তে পারি। কিন্তু হাসি দেখে বড় ভয় পাই, জনাব! কারণ সেটা বুঝ্‌তে পারি না।—সোজা ভাষায় বলুন যে যশোবন্ত সিংহের প্রতি প্রতিহিংসা চান, তাঁকে যেমন বধ ক'রেছেন, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র পৃথ্বী সিংহকে যেরূপ বধ ক'রেছেন, সেইরূপ তাঁর রাণী আর কনিষ্ঠ পুত্রকে বধ ক'র্ব্বেন। বলুন সোজা ভাষায় যে, যশোবন্ত সিংহের কুলের কাউকে রাখ্‌বেন না। বলুন—আমরা বুঝ্‌তে পার্ব্বো। কেবল অনুগ্রহ ক'র্ব্বেন না, জনাব, এই ভিক্ষা চাই। আপনাদের শত্রুতার চেয়ে বন্ধুত্ব ভয়ঙ্কর!

দুর্গা। দাদা! তুমি কি আমার প্রার্থনা ব্যর্থ ক'র্ত্তে এসেছো?—তুমি ফিরে যাও।

সমর। যাচ্ছি, দুর্গাদাস। আর এক কথা—একটি কথা মাত্র। মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ আকবরের চেয়ে মহাশয়কে এক বিষয়ে অধিক শ্রদ্ধা করি। কারণ, মহাশয় আকবরের মত ভণ্ড নহেন। মহাশয়

খাঁটি মুসলমান—সরল গোঁয়ার ধার্ম্মিক মুসলমান। সম্রাট্ তাঁর মত বিবাহচ্ছলে হিন্দুর হিন্দুত্ব নাশ করেন না। সোজা পরিষ্কার শাণিত সনাতন মুসলমান প্রথায় স্বধর্ম্ম প্রচার করেন।—করুন, তাতে ডরাই না। তবে অনুগ্রহ ক'র্ব্বেন না। যা অনুগ্রহ ক'রেছেন, যথেষ্ট! তাতে এখনো জর্জ্জরিত হ'য়ে আছি। আর অনুগ্রহ ক'র্ব্বেন না। দোহাই—

[প্রস্থান।

তাহবর খাঁ তাঁহাকে রোধ করিতে যাইলে ঔরংজীব নিষেধ করিলেন।

ঔরং। দুর্গাদাস! তোমার খাতিরে তোমার উগ্র ভাইকে ক্ষমা ক'র্লাম। কিন্তু তোমার ভাই একটি কথা সত্য ব'লেছেন যে আমি ভণ্ড নহি। আমি অন্তরে বাহিরে মুসলমান। এই সনাতন ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রচার কর্ব্বার জন্য এই রাজ্যভার নিইছি! রাজ্যভার গ্রহণ কর্ব্বার পূর্ব্বে যা'ই ক'রে থাকি—রাজ্যভার গ্রহণ ক'রে অবধি এই ধর্ম্মের ফকিরী ক'র্চ্ছি।

দুর্গা। তা সম্পূর্ণ মানি, জাঁহাপনা!—তার পরেও যদি আপনি কখন শাঠ্য ক'রে থাকেন, সে শঠের প্রতি। তা গর্হিত হয় নি।—উদার না হ'তে পারে, অনুচিত হয় নি।

ঔরং। স্বীকার কর?

দুর্গা। করি! কিন্তু জাঁহাপনা! মহারাজ যশোবন্ত সিংহ যদি ভ্রমবশে কখন আপনার প্রতিকূল আচরণ ক'রে থাকেন, তাঁর বিধবা পত্নী ও নিরীহ সন্তান সম্রাটের প্রতিহিংসার পাত্র নয়। তা'রা কোন অপরাধ করে নি।

ঔরং। দুর্গাদাস! আমি তাঁদের পীড়ন ক'র্ত্তে চাই না। পুরস্কৃত ক'র্ত্তে চাই।

শ্যাম। সম্রাট্ তাঁদের পুরস্কৃত ক'র্ত্তে চান, দুর্গাদাস।

দুর্গা। সম্রাটের ইচ্ছায়ই মহারাণী পুরস্কৃত হয়েছেন।—এখন অনুমতি দি'ন।

সম্রাট্ মহারাজ বিকানীরকে কহিলেন—"মহারাজ, এখন আপনি আমার নিভৃত কক্ষে অপেক্ষা করুন গিয়ে। আমি আস্‌ছি।"

শ্যামসিংহ চলিয়া গেলে ঔরংজীব দুর্গাদাসকে কহিলেন—"দুর্গাদাস! তুমি দেখ্‌ছি শুদ্ধ প্রভুভক্ত ভৃত্য নও; তুমি চতুর রাজনৈতিক। তোমার সঙ্গে চাতুরী নিষ্ফল। শোন তবে সত্য কথা! আমি যশোবন্ত সিংহের রাণীকে আর তাঁর সন্তানকে চাই।

দুর্গা। জাঁহাপনা! তা পূর্ব্বেই জানি। কিন্তু কারণ কি জানি না। মহারাণী নারী, আর যশোবন্তের পুত্র সদ্যোজাত শিশু। তাঁদের নিয়ে সম্রাটের কি প্রয়োজন হ'তে পারে?

ঔরং। দুর্গাদাস! ভারতসম্রাট্ তাঁর প্রত্যেক প্রজার কাছে প্রত্যেক কার্য্যের প্রয়োজন ব্যক্ত ক'র্ত্তে বাধ্য নহেন বোধ হয়।

দুর্গাদাস ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন—"তবে, জাঁহাপনা, আমার যাজ্ঞা নিষ্ফল?"

ঔরং। সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

দুর্গা। তবে আমার আর কিছু বক্তব্য নাই।

ঔরং। তুমি যশোবন্তের রাণীকে আমার হাতে সমর্পণ কর্ত্তে প্রস্তুত নও?

দুর্গা। প্রাণ থাকৃতে নয়।

ঔরং। শোন, দুর্গাদাস! তুমি যশোবন্তের রাণীকে আর তার সন্তানকে আমার হাতে দাও। প্রচুর পুরস্কার দিব।

দুর্গাদাস হাসিয়া কহিলেন—"সম্রাট্—আমি সে শ্রেণীর লোকের একটু উপরে। দুর্গাদাস জীবনে কর্ত্তব্য মাত্র চেনে। দুর্গাদাস জীবিত থাকতে কারো সাধ্য নাই যে তার মৃত প্রভু যশোবন্ত সিংহের পরিবারস্থ কাহারো গায়ে কেহ হস্তক্ষেপ করে।—তবে আসি, জাঁহাপনা! আদাব!"

ঔরং। দাঁড়াও।—দুর্গাদাস জীবিত থাকতে তা সম্ভব না হ'তে পারে। কিন্তু দুর্গাদাসের মৃত্যুর পর তা ত সম্ভব। তাহবর খাঁ—বন্দী কর।

তাহবর অগ্রসর হইলে দুর্গাদাস সহসা তরবারি খুলিয়া কহিলেন—"খবর্দ্দার!—এর জন্যও প্রস্তুত হয়ে এসেছি, সম্রাট্"—এই বলিয়া দুর্গাদাস কটিবিলম্বিত তুরী তুলিয়া বাজাইলেন।

মুহূর্ত্তে পাঁচজন সশস্ত্র ব্যক্তি নগ্ন তরবারি হস্তে দরবার কক্ষে প্রবেশ করিল।

দুর্গা। এই পাঁচজন দেখ্‌ছেন সম্রাট্!—আর এক তুরীধ্বনিতে পাঁচ শ সৈনিক দরবার-কক্ষে প্রবেশ ক'র্ব্বে—বুঝে কাজ ক'র্ব্বেন।

ঔরং। যাও।

সসৈনিক দুর্গাদাস চলিয়া গেলেন।

ঔরংজীব মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন; পরে কহিলেন—"দুর্গাদাস! জান্তাম তুমি প্রভুভক্ত, চতুর, সাহসী, বীর! কিন্তু তোমার যে এতদূর স্পর্দ্ধা হবে তা ভাবি নি।" তিনি পরে তাহবরকে ডাকিলেন—"তাহবর খাঁ!"

তাহবর। খোদাবন্দ্‌!

ঔরংজীব। সেনাপতি দিলীর খাঁকে বল যে, আমার হুকুম—সেনাপতি এই মুহূর্ত্তেই সসৈন্যে যশোবন্তের গৃহ অবরোধ করেন। যাও।

পট পরিবর্ত্তন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—দিল্লীর প্রাসাদ-অন্তঃপুরে সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ারের বসিবার কক্ষ। কাল—দ্বিপ্রহর। সম্রাজ্ঞী সেই কক্ষে পাদচারণ করিতেছিলেন।

সম্রাজ্ঞী। যোধপুর-মহিষী!—তুমি একদিন গর্ব্বিত হয়ে আমাকে ক্রীতদাসী যবনী সম্রাজ্ঞী ব'লে ডেকেছিলে। সে গর্ব্ব চূর্ণ ক'রেছি কি না? তোমার স্বামীকে কাবুলে পাঠিয়ে হত্যা করিইছি; তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিইছি; তোমার সমক্ষে তোমার কনিষ্ঠ পুত্রকে হত্যা ক'র্ব্ব। তোমাকে আমার পাদোদক খাওয়াবো। পরে তোমায় জীবন্তে কবর দিব। জেনো, যোধপুররাণি! যে এই ক্রীতদাসী যবনা সম্রাজ্ঞীই আজ এই সুবিস্তীর্ণ মোগল সাম্রাজ্য শাসন ক'চ্ছে।—ঔরংজীব? ঔরংজীব ত আমার এই তর্জ্জনীসংলগ্নরশ্মি-সঞ্চালিত কাষ্ঠপুত্তলিকা। লোকে জানে অন্যরূপ। সে লোকের মূঢ়তার পরাকাষ্ঠা। নহিলে এই যশোবন্তের রাণী আর তার সদ্যোজাত শিশুকে ঔরংজীবের কি প্রয়োজন? এ কথা একবার লোকে নিজেকে জিজ্ঞাসাও করে না।

এই সময়ে ঔরংজীব সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

গুল। কে! সম্রাট্?—বন্দিগি জাঁহাপনা!

ঔরং। গুলনেয়ার তুমি এখানে একা?

গুল। এই যে যোধপুরের রাণীর অপেক্ষা ক'র্চ্ছি।—কোথায় সে?

ঔরং। এখনো ধরা পড়েনি।

গুল। পড়েনি?

ঔরং। না!—দুর্গাদাস তাকে দিতে অস্বীকৃত হয়ে ফিরে গিয়েছে।

গুল। জীবিতাবস্থায়?

ঔরং। হাঁ।—তার সঙ্গে সৈন্য ছিল।

গুল। আর মোগল সাম্রাজ্যে কি সৈন্য নাই!—ধিক্!

ঔরং। প্রিয়তমে—

গুল। আমি কোন কথা শুন্তে চাই না, সম্রাট্! আমি আজই সন্ধ্যার পূর্ব্বে যোধপুরমহিষীকে চাই।

ঔরং। গুলনেয়ার! আমি মহারাণীর আবাসগৃহ অবরোধ ক'র্ত্তে দিলীর খাকে পাঠিয়েছি।

গুল। আচ্ছা!—সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি তাকে চাই। মনে থাকে যেন।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

ঔরংজীব যাইতে যাইতে কহিলেন—"কি অদ্ভুত স্পর্দ্ধা এই দুর্গা-দাসের! এখনো তাই ভাব্‌ছি।—আমার সম্মুখে দরবার কক্ষে তরবারি খুলে নেমে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে' গেল!—এরূপ সাহস পূর্ব্বে কাহারও হয় নাই;—তার প্রভু যশোবন্ত সিংহেরও না।"—এই বলিয়া সম্রাট্ ধীরে সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মোগল সেনাপতি দিলীর খাঁর বহির্ব্বাটী ; কাল—অপরাহ্ণ। দিলীর খাঁ বর্ম্ম পরিতেছিলেন ; সম্মুখে তাঁহার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ তাহবর খাঁ দাঁড়াইয়াছিলেন।

দিলীর। কি ব'ল্‌ছো খাঁ সাহেব? রাঠোর সেনাপতি দুর্গাদাস সম্রাটের নাকের কাছ দিয়ে তরোয়াল ঘুরিয়ে চ'লে গেল?

তাহবর। তা গেল বৈ কি!

দিলীর। আর তুমি তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে?

তাহবর। তা দেখ্‌লাম বৈ কি!

দিলীর। সোজা হয়ে?

তাহবর। যতদূর সম্ভব।

দিলীর। যতদূর সম্ভব কি রকম?

তাহবর। এই তার তলোয়ারখান নাকের উপর দিয়ে ঘুর্‌লো কিনা—

দিলীর। ঘুর্‌লো না কি?

তাহবর। ঘুর্‌লো ব'লে ঘুর্‌লো!—বেশ একটু ঘুর্‌লো!

দিলীর। তাই তুমি বুঝি একটু কাৎ হ'লে?

তাহবর। হ'লাম বলে' হ'লাম! আমি বলে'ই কাৎ হ'লাম! আর কেউ হলে' চীৎ হ'তেন।

দিলীর। নিজের তরোয়াল খানা বের ক'র্লে না কেন?

তাহবর। ফুর্সৎ পেলাম কৈ?

দিলীর। ফুর্সৎ পেলে না বুঝি?

তাহবর। আরে! সে বেটা এমনি হঠাৎ তরোয়াল বের কর্লে যে কোন ভদ্রলোকে সে রকম করে না। তার পরে সে চলে' গেলে—

দিলীর। তখন তরোয়াল বের ক'র্লে বুঝি?

তাহবর। তখন আর বের ক'রে কি কর্ব্ব?

দিলীর। তবে সে চলে' গেলে কি ক'র্লে?

তাহবর। নাকে হাত দিয়ে দেখ্‌লেম—নাকটা আছে কিনা!

দিলীর। সন্দেহ হ'ল বুঝি?

তাহবর। একটু হ'ল বৈ কি! বেটা এমন ধাঁ করে' তরোয়াল ঘুরোলে যে তাতে তার সঙ্গে নাকের খানিকটা যাওয়া আশ্চর্য্য কি?

দিলীর। [সস্মিত মুখে] নূতন রকম ব্যাপার বটে! লোকটাকে দেখ্‌তে হ'চ্ছে ত!

তাহবর। তাকে দেখ্‌বার জন্যই ত সম্রাট্ তোমাকে ডেকেছেন। নাও, তোমার যে বর্ম্ম পরা শেষই হয় না!

দিলীর। আরে রোস! দুপর বেলায় কোথায় একটু বিশ্রাম ক'র্ব্ব, না, ছোটো এখন সৈন্য নিয়ে একটা উন্মাদের পিছুনে।—এ সামান্য কাজটা তুমি ক'র্ত্তে পার্ত্তে না?

তাহবর। না! তার সঙ্গে সমধিক পরিচয় কর্ব্বার আমার ইচ্ছা নাই!—তার উপরে—

দিলীর। তার উপরে?

তাহবর। তার উপরে এই রাজপুত জাত্‌টার উপর আমার কেমন একটা অভক্তি আছে। তা'রা যুদ্ধ ক'র্ত্তেই জানে না।

দিলীর। কি রকম?

তাহবর। আরে! তা'রা যুদ্ধ করে—কোন প্রথা মেনে করে না। ফস্ ক'রে তরোয়াল বের কোরেই কোপ্। নিজের মাথার দিকে লক্ষ্য নেই। তার নজর দেখ্‌ছি বরাবর আমার এই মাথাটার উপরে। এরকম বেকুফের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্ত্তে আছে?

দিলীর। নজর বুঝি তোমার মাথার উপরে?

তাহবর। হাঁ—আরে নিজের মাথা বাঁচিয়ে যুদ্ধ কর্—না ধপাধপ্ কোপ্ দিচ্ছে। যেন শত্রুগুলোকে কচুবন পেয়েছে!

দিলীর। রাজপুত সৈন্য কত?

তাহবর। আড়াই শ হবে।

দিলীর। যাও, তাহবর! পাঁচ হাজার মোগল সৈন্য তৈয়ের হ'তে আজ্ঞা দাও! যা'রা প্রাণ তুচ্ছ ক'রে যুদ্ধ করে, তারা ভয়ঙ্কর জাত; তাদের সঙ্গে ভেবে চিন্তে যুদ্ধ ক'র্ত্তে হয়। পাঁচ হাজার মোগল অশ্বারোহী—বুঝ্‌লে?—যাও।

তাহবর চলিয়া গেলে দিলীর নিজমনে কহিলেন—"অসমসাহসিক এই রাজপুত জাতি!—কিন্তু সম্রাটের এ আদেশের অর্থ বুঝি না। তিনি যশোবন্ত সিংহকে বধ করিয়েছেন, কেননা তাকে ভয় ক'র্ত্তেন! কিন্তু তার পরিবারবর্গের প্রতি আক্রোশ কেন?—যাই, বাড়ীর মধ্যে গিয়ে বিদায় নিয়ে আসি! ফিরে এসে বিদায় নেবার অবসর যদি নাইই পাই। আগে নিয়ে রাখা ভাল।"—এই বলিয়া দিলীর অন্তঃপুরাভিমুখীন হইলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—মেবারের রাণা রাজসিংহের অন্তর্বাটী। কাল—অপরাহ্ণ। রাজকুমার জয়সিংহের নবোঢ়া দ্বিতীয়া স্ত্রী—কমলা একাকিনী দাঁড়াইয়াছিলেন।

কমলা। কেমন তোমাকে পেঁচের মধ্যে ফেলেছি, স্বামী! ঘোরো এখন। দিদি অবাক্ হয়ে গিয়েছে! এত অল্পদিনের মধ্যে এসে আর একজন তার মুখের গ্রাস খপ্ কোরে' কেড়ে নিলে গা! কি দুঃখ!—হাঃ হাঃ হাঃ—মন্ত্র জানি দিদি, মন্ত্র জানি! খুব হয়েছে! এমন একটা স্বামীর মত স্বামী, রাণা রাজসিংহের পুত্র;—এমন একটা স্বামী লুকিয়ে একা একা ভোগ ক'র্ব্বে ঠিক ক'রেছিলে দিদি! লজ্জাও করে না!—রাণার এই পুত্রই ত মেবারের রাণা হবে। আর তুমি একা রাণী হবে মনে ক'রেছিলে! তা হ'চ্ছে না দিদি! কেমন চিলের মত ছোঁ মেরে খপ্ করে' কেড়ে নিইছি।—কেমন! রাণী হবে? হও!—আর ভীমসিংহ! তুমি রাজা হবে? হ'লে আর কি! রাণা নিজ হাতে আমার স্বামীর হাতে রাজবন্ধনী বেঁধে দিয়েছিলেন, জানো? ব'ল ও ভাসুর! তার খবর রাখো কি? তার উপরে আমার স্বামীই ত রাণার প্রিয়পাত্র। ক'র্ব্বে কি ভীম সিং!—দুই ভায়ে খুব ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছি। ভীম সিংহ এখন থেকেই যাক্, দূর হোক্! এমনি কল পেতেছি বাবা!—প'ড়্তেই হবে। তারপর শ্রীজয়সিংহ মেবারের রাজা, আর শ্রীমতী কমলা দেবী মেবারের রাণী;—আর তুমি দিদি—সরে' পড়—দিদি!—সরে' পড়!

চীৎকার করিতে করিতে জনৈক ধাত্রী কক্ষে প্রবেশ করিল।

ধাত্রী। ওরে বাবা রে!

কমলা। কি হয়েছে?

ধাত্রী। ওরে বাপ! একেবারে কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড রে—ওরে কি হবে রে!

কমলা। মর্! বলি, হয়েছে কি?

ধাত্রী। আরে একেবারে দক্ষিযজ্ঞি। ওরে বাবা! এমন কাণ্ড কেউ দেখিনি গো—একেবারে নিশুম্ভ বধ!

কমলা। বলি, হয়েছে কি?

ধাত্রী। আর হয়েছে কি—ওরে—একেবারে লঙ্কাকাণ্ড রে!

কমলা। বল্‌না, কি হয়েছে?

ধাত্রী। তবে শুন্‌বা!—ঐ ছোট রাজপুত্তুর—ঐ যে জয়সিং—তোমার সোয়ামী গো।

কমলা। হাঁ—কি ক'রেছে?

ধাত্রী। সে ঐ যে বড় রাজপুত্তুর ভীমসিং—তার পায়ে তরোয়াল খুলে এক কোপ্—ওরে একেবারে রক্তগঙ্গা ভগীরথ রে!

কমলা। য়্যাঁ! তার পর?

ধাত্রী। তার পর আবার কি?—বড় রাজপুত্তুর ভীমসিং ঐ ছোট রাজপুত্তুর জয়সিংএর গলা টিপে ধ'রেছে, এমন সময় রাণা এসে হাজির। এসে বড় রাজপুত্তুরকে কি বকুনিটাই ব'ক্‌লে গা—একেবারে সাত কাণ্ড রামায়ণ, ন ভূতি ন ভবিষ্যতি শুনিয়ে দিলে! ভীম সিংহের মুখে রা-টি নেই। চুপ করে' বেরিয়ে এলো! মুখখানি চূণ করে' চলে' গেল।

কমলা। বেশ হয়েছে।

ধাত্রী। ওমা সে কথা বোলো না! বড় ছেলে বড় ভালো গো, বড় ভালো! দেশশুদ্ধু লোক তাকে ভালো বলে! আর ছোট ছেলেও ত ছেলে ভালো! মুই ত তারে হাতে করে' মানুষ ক'রেছি।—যত গোল পাকালি ত এ সংসারে এসে তুই সর্ব্বনাশী!

কমলা। চুপ্ হারামজাদী!

ধাত্রী। "ওরে বাবা! একেবারে তাড়কা রাক্ষসী রে!"—বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

কমলা। কি! এতদূর গড়িয়েছে? এতদূর গড়াবে তা ভাবিনি! তা মন্দই কি! দিন থাক্‌তেই মীমাংসা হ'য়ে যাক্ না।

এই সময়ে তাঁহার সপত্নী সরস্বতী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সরস্বতী। এই যে কমলা—কমলা! এই কি তোমার উচিত কাজ হ'চ্ছে? জানো আজ কি হয়েছে?

কমলা। জানি! তবে আমার কি উচিত কাজ হচ্ছে না দিদি?

সর। স্বামীকে ক্রমাগত তাঁর বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা?

কমলা। কে ক'চ্ছে?

সর। তুমি!

কমলা। মিথ্যা কথা! ভাসুরই ত ঝগড়া বাধান—তাঁর লক্ষ্য চিরকাল দেখ্‌ছি এই মেবারের সিংহাসনের দিকে। এ ত তাঁর দোষ।

সর। তিনি এ রাজ্য চান না, কমলা! আমি বেশ জানি।—আর যদিই বা চান!—তিনি ত বড় ভাই!

কমলা। হাঁ, ঘণ্টা খানেকের বড় বটে! রাণা নিজে স্বামীর হাতে তাঁর জন্মাবার সময় হ'ল্‌দে সূতো বেঁধে দেন নি?—ঐ নিয়েই ত ঝগড়া।

দুর্গাদাস।

সর। যদি তা'ই হয়—আমাদের চেষ্টা করা উচিত নয় কি বোন্, যাতে সে বিরোধ ভ্রাতৃস্নেহে পরিণত হয়, যাতে সে কালো মেঘ বিদ্যুৎ উদ্গার না করে' জল হ'য়ে নেমে যায়, যাতে সে বহ্নি দাহ না করে' দুইটি হৃদয়কে যুক্ত করে?

কমলা। সে কথা আমি তোমার সঙ্গে বিচার ক'র্ত্তে চাই না। আমার স্বামীর বিষয় আমি বুঝ্‌বো।

সর। বোন্! তিনি তোমারই স্বামী, আমার কি কেউ ন'ন?

কমলা। "তবে তুমি তাঁকে বুঝিয়ে বোলো। আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'র্ত্তে আসো কেন?"—বলিয়া দ্রুত পদক্ষেপে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

সর। আমি তাঁকে বুঝিয়ে ব'ল্‌বো! হা কপাল!—একদিন ছিল, যখন তিনি আমার কথা শুন্তেন। তার পরে তুমি এসে তাঁকে যে কি মন্ত্রে যাদু ক'র্লে বোন্, তুমিই জানো!

জয়সিংহ কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

জয়। কে? সরস্বতী? আমি ভেবেছিলাম কমলা।

সর। ভেবেছিলে সত্য? এতখানি ভুল ক'রেছিলে? কিন্তু কেন সে ভুল এত শীঘ্র ভেঙ্গে গেল! সে ভুল ভাঙ্‌বার আগে কেন একবার আমায় কমলা ভেবে প্রাণেশ্বরী বলে' ডাক্‌লে না? আমি ভুলেও একবার ভাব্‌তাম যে, আমাকে ডাক্‌ছো! সে ভুল ভাঙ্‌তো; কিন্তু একবার এক মুহূর্ত্তেরও জন্য স্বর্গসুখ অনুভব ক'র্ত্তাম!

জয়। সরস্বতি, আমি এখন যাই। আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

সর। দাঁড়াও!—আমি তোমাকে আমার হৃদয়ের আবেগ জানাবার

জন্য ডাক্‌ছি না। যা গিয়েছে তা আর ফির্‌বে না!—শোন! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। বড় ভায়ের সঙ্গে আজ আবার বিবাদ ক'রেছিলে?

জয়। সে আমার দোষ নয়।

সরস্বতী। তাঁর দোষ?

জয়। আমি রাগে তাঁর পায়ে তরোয়াল দিয়ে মেরেছিলাম; তিনি আমার গলা টিপে ধ'রেছিলেন।

সরস্বতী। তাঁরই ত দোষ বটে!—প্রভু, তুমি ত এরকম ছিলে না! কমলা তোমায় নিয়ে খেলাচ্ছে। ভায়ে ভায়ে বিরোধ কর'না, প্রভু! যদি কমলা বুঝিয়ে থাকে যে ভাসুর মেবারের সিংহাসনপ্রার্থী, সে মিথ্যা কথা। ভাসুর উদার, মহৎ।

জয়। আর আমি নীচ!—বেশ!—

সরস্বতী। আমি তা বলি নাই। তবে আমি বলি যে, যে তোমার কাণে এই মন্ত্র দিচ্ছে সে নীচ, সে তোমার হিতার্থিনী নয়। সে তোমার সর্ব্বনাশ ক'চ্ছে!—ঐ ভাসুর আস্‌ছেন, আমি যাই।—"নাথ, তোমার যদি মনুষ্যত্ব থাকে, ত এইক্ষণেই এই ভায়ের ক্ষমা প্রার্থনা কর।"—বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

তৎপরেই ভীমসিংহ কক্ষে প্রবেশ করিয়া জয়সিংহকে মৃদুস্বরে ডাকিলেন—"জয়সিং—ভাই!"

জয়সিংহ নীরব রহিলেন।

ভীম। জয়সিং—ভাই—আমারই অন্যায় হয়েছিল! আমাকে ক্ষমা কর।

জয়সিংহ তথাপি নীরব রহিলেন।

ভীম। হাঁ জয়সিংহ! আমি সম্যক্ ক্রোধ সংবরণ ক'র্ত্তে শিখিনি।

দুর্গাদাস।

আমার উচিত ছিল, ছোট ভাইকে ক্ষমা করা।—ভাই! আমায় ক্ষমা করো।

এই সময়ে রাণা রাজসিংহ আসিয়া ভীমসিংহকে কহিলেন—"ভীমসিং! জয়সিং তোমাকে তরবারি দিয়ে আঘাত ক'রেছে?"

ভীম। না, পিতা, বিশেষ কিছু নয়।

রাজ। আমি তা জান্তাম না। পরিচারিকার মুখে শুন্‌লাম। পরে কক্ষে রক্তের রেখা দেখে বুঝ্‌লাম যে এ সত্য কথা।—দেখি, কোথায় আঘাত ক'রেছে?

ভীম। বিশেষ কিছুই নয়।

রাজ। দেখি—

ভীমসিংহ দক্ষিণ পদ দেখাইলেন।

রাজ। হুঁ!—ভীম! পুত্র! আমি না দেখেই বিচার ক'রেছিলাম. অন্যায় বিচার ক'রেছিলাম। শাস্তি তোমাকে দেওয়া উচিত ছিল না, জয়সিংহকে দেওয়া উচিত ছিল। এই নাও আমার তরবারি—আমার হয়ে তুমি তার শাস্তিবিধান কর।

ভীম। না, পিতা, অন্যায় আমার। জয়সিংহ অবোধ।

রাজ। না, ভীমসিং! আমি ন্যায় বিচার ক'র্ব্ব। লোকে বলে যে আমি জয়সিংহের পক্ষপাতী। তা হ'তে পারে। কিন্তু ন্যায় বিচার ক'র্ব্ব।

ভীম। আমি তাকে ক্ষমা ক'র্লাম।

রাজ। না, ভীমসিং! শাস্তিবিধান কর। আরো আমি একটা দেখ্‌ছি যে, কিছুদিন থেকে তোমাদের যে কারণেই হোক বনে না। ভবিষ্যতেও বোধ হয় বন্‌বে না। দুই জনেই রাজ্যের জন্য যুদ্ধ ক'র্বে।

আমি মরে' গেলে তা হওয়ার চেয়ে আমার জীবিতাবস্থায়ই সে যুদ্ধ হয়ে যাক্। রাজ্যের অমঙ্গল হবে না। এই নাও তরবারি। যুদ্ধ কর।

ভীম। পিতা, আমি রাজ্য চাহি না, এর জন্য বিবাদ ক'র্ব্ব না,—শপথ ক'চ্ছি।

রাজ। প্রমাণ কি?

ভীম। আমি এই দণ্ডেই রাজ্য পরিত্যাগ করে' যাচ্ছি।—প্রতিজ্ঞা ক'চ্ছি যে, এই রাজ্যে যদি আর জলগ্রহণ করি, ত আমি আপনার পুত্র নই।

[রাজসিংহ কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ রহিলেন; পরে কহিলেন—] "তুমি আজ বড় কঠোর প্রতিজ্ঞা ক'রেছ, ভীম!—তুমি নির্দ্দোষী; জয়সিংহের দোষের জন্য তুমি স্বদেশ হ'তে চিরনির্ব্বাসিত হবে। তবে আমি যখন ভ্রমবশে রাজবন্ধনী জয়সিংহের হাতে বেঁধে দিয়েছি, এখন বোধ হয় রাজ্যের মঙ্গলের জন্য তোমার এ রাজ্য পরিত্যাগ করাই ঠিক! কিন্তু মনে রেখো, ভীম! যে, এই স্বার্থত্যাগ রাজ্যের মঙ্গলের জন্য ক'চ্ছ, রাজ্যের প্রতি বিদ্বেষবশে নয়।"

ভীম। এই রাজ্যের কল্যাণেই যেন আমি ম'র্ত্তে পারি। 'পিতা, প্রণাম হই।' [—পরে জয়সিংহকে কহিলেন—] "ভাই, আশীর্ব্বাদ করি, জয়ী হও, যশস্বী হও।"

এই বলিয়া ভীমসিংহ চলিয়া গেলেন।

রাজ। আমার পুত্র বটে।—জয়সিং! শিক্ষা কর—বীরত্ব কারে বলে।

উভয়ে বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—দিল্লী নগরীতে যশোবন্তসিংহের গৃহের দ্বিতল কক্ষ। কাল—অপরাহ্ন। দুর্গাদাসের ভ্রাতা সমর ও যোধপুরের সামন্তগণ উত্তেজিত ভাবে দণ্ডায়মান।

বিজয়সিংহ। তুমি তা হ'লে উদ্দেশ্য বিফল করে' এসেছো?

সমর। বিজয়সিংহ! আমি ক্রোধ সংবরণ ক'র্ত্তে শিখিনি।

মুকুন্দসিংহ। তবে গেলে কেন?

সমর। এক উদ্দেশ্যে!—একবার পাপিষ্ঠকে দেখ্‌তে—মুখোমুখি দেখ্‌তে। সম্রাটের কাছে কোন ভিক্ষা ক'র্ত্তে যাইনি। সে কাজ দুর্গাদাস করুক। আমার কৌশল নাই, চাতুরী নাই। আমার সহায় ভগবান্, আর এই তরবারি।

সুবলদাস। সেনাপতি এখনো এলেন না কেন?

বিজয়সিংহ। সম্রাট্ তাঁকে ছলে বন্দী করেননি ত?

সমরদাস চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"কি! তাও কি সম্ভব?"

সুবল। না, সমর! সেনাপতি সম্যক্ সতর্ক না হয়ে কোন কাজে হাত দেন না।

মুকুন্দ। এ দুর্দ্দিনে তিনিই আমাদের ভরসা। ঐ তূরীধ্বনি।—ঐ যে সেনাপতি ঘোড়া ছুটিয়ে আস্‌ছেন!—উঃ, কি ভয়ানক ছুটিয়ে আস্‌ছেন!

বিজয়। এসে পঁহুছিলেন ব'লে'। চল, নীচে যাই। শুনি কি সংবাদ।

সুবল। দরকার কি? সেনাপতি এখানে আসুন না।

নেপথ্যে দুর্গাদাসের স্বর শ্রুত হইল—"প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও।"

সমর। প্রস্তুত! কিসের জন্য?

সুবল। ঐ যে দুর্গাদাস উপরে আস্‌ছেন।

ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দুর্গাদাস কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দুর্গা। সকলে প্রস্তুত হও।

সমর। কিসের জন্য?

দুর্গা। আত্মরক্ষার জন্য।

বিজয়। কি সংবাদ শুনি।

দুর্গা। বিস্তারিত বল্‌বার এখন সময় নাই, বিজয়সিং! যশোবন্তের পরিবারকে ছাড়্‌বে না সম্রাট্; সে তাঁদের চায়।—মহারাণী আর তাঁর পুত্র-কন্যাদের বাঁচাতে হবে।—এক্ষণেই মোগলসৈন্য এসে এ বাড়ী ঘেরাও ক'র্ব্বে।

বিজয়। উপায়?

দুর্গা। এক মাত্র উপায় আছে, আপনাদের প্রাণদান করা। বন্ধু-গণ! মহারাণীর জন্য কে কে প্রাণ দিতে প্রস্তুত?

সকলে। সকলেই প্রস্তুত।

দুর্গা। কিন্তু শুদ্ধ প্রাণ দিলেই হবে না। মহারাণীকে আর তাঁর সন্তানদের নিরাপদ করা চাই।

ঠিক এই মুহূর্ত্তে যশোবন্তের রাণী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া স্থিরস্বরে কহিলেন—"যশোবন্তের রাণী নিরাপদ। তার জন্য চিন্তা নাই, দুর্গাদাস! তার পুত্রকে—যোধপুর বংশের প্রদীপকে বাঁচাও। সে বংশ রক্ষা কর। রাণীর জন্য ভয় নাই। সে মর্ত্তে জানে।—শিশুকে বাঁচাও, দুর্গাদাস!

দুর্গা। সে চেষ্টার ত্রুটি হবে না, মা!—মা, শিশুকে আনুন।

যশোবন্তের রাণী প্রস্থান করিলেন।

দুর্গা। বিজয়! কাশিমকে ডাকো।

বিজয় প্রস্থান করিলেন।

দুর্গা। দাদা! বাহিরে একটা মিষ্টান্নের ঝুড়ি আছে, নিয়ে এসো।

সমর। মিষ্টান্নের ঝুড়ি! কি জন্য?

দুর্গা। তর্কের সময় নাই, দাদা!—যাও।

সমরসিংহ প্রস্থান করিলেন।

দুর্গা। মুকুন্দদাস—এই যে কাশিম।

এই সময়ে বিজয় ও কাশিম সেই কক্ষে প্রবেশ করিল ও কাশিম দুর্গাদাসকে অভিবাদন করিল।

কাশিম। হুজুর, কি আজ্ঞে হয়?

দুর্গা। কাশিম! তোমায় একটা কাজ ক'র্ত্তে হবে। মহারাজ-কুমারকে বাঁচাতে হবে। মোগলসৈন্য এখনি আস্‌বে তাকে ছিনয়ে নিতে!—তোমায় তাকে বাঁচাতে হবে।

কাশিম। আজ্ঞে করুন, হুজুর।

সমর একটি ঝুড়ি লইয়া প্রবেশ করিলেন।

দুর্গা। এই যে—তুমি এই মেঠায়ের ঝুড়ি করে' যশোবন্তের শিশুকে নিয়ে যাবে। তুমি মুসলমান, তোমাকে কেহ সন্দেহ ক'র্ব্বে না।—বুঝ্‌লে?

কাশিম। কোথায় যেতে হবে, হুজুর?

দুর্গা। দূরে ঐ মন্দিরের চূড়া দেখ্‌ছো?

কাশিম। দেখ্‌ছি।

দুর্গা। ঐ মন্দিরের পুরোহিতের কাছে দিয়ে আস্‌বে, তার পর

যা ক'র্ত্তে হবে, তিনি জানেন। মোগলসৈন্য এসে প'ড়্‌লো বলে'—এই ক্ষণেই যেতে হবে।

কাশিম। যে আজ্ঞা, হুজুর! আমি লেড়্‌কার জন্য জান দিতি পার্ব্ব।

দুর্গা। তা জানি, কাশিম!—নৈলে এ কাজ তোমাকে দিতাম না।

শিশুকে লইয়া রাণী প্রবেশ করিলেন।

দুর্গা। মহারাণী! শিশুকে কাশিমের হাতে দিউন।—কোনও ভয় নাই, মা—আমি ব'ল্‌ছি।

রাণী। তুমি যখন ব'ল্‌ছো, দুর্গাদাস—কাশিম! তোমারও একটা ধর্ম্ম আছে।

কাশিম। কোন ভয় নেই, মা! আমি তাকে নিজের জানের চেয়ে যতন করে' নিয়ে যাবো, মা!

কাশিম শিশুকে রাণীর হস্ত হইতে লইল।

রাণী। পুনর্ব্বার শিশুকে কাশিমের হাত হইতে লইয়া চুম্বন করিয়া গদগদস্বরে কহিলেন—"বাছা আমার!"

দুর্গা। দেন।—আর সময় নাই।

রাণী। পুনর্ব্বার চুম্বন করিয়া কাশিমের হস্তে দিলেন—"ধর্ম্ম সাক্ষী, কাশিম।"

কাশিম। ধরম সাক্ষী, মা! কোন ভয় নাই, মা!"—বলিয়া কাশিম শিশুকে ঝুড়িতে পূরিল ও ঝুড়ি মাথায় করিল।

সমর। যদি ধরা পড়ে?

রাণী। যদি ধরা পড়ে, ত এই ছুরী ওর বুকে বিঁধিয়ে দিও। জীবিতাবস্থায় ওকে কেউ যেন ঔরংজীবের কাছে নিয়ে যেতে না পারে। [ছুরিকা প্রদান]

দুর্গাদাস।

দুর্গা। কোন ভয় নেই, মা!—যাও, এই পিছনের দরোজা দিয়ে যাও।—এস, দেখিয়ে দিচ্ছি।

কাশিম ঝুড়ি লইয়া প্রস্থান করিল। পশ্চাৎ দুর্গাদাস, ও তাঁহার পশ্চাৎ রাণী বাহির হইয়া গেলেন।

বিজয়। দুর্গাদাস! ধন্য তোমার উপস্থিত বুদ্ধি!

সুবল। এ সব দুর্গাদাস সম্রাটের কাছে যাবার পূর্ব্বে ঠিক ক'রে গিয়েছিল, আমি নিশ্চয় ব'ল্‌তে পারি।

মুকুন্দ। ঐ মোগল সৈন্য আস্‌ছে!

বিজয়। এ যে অসংখ্য সৈন্য!

সুবল। সঙ্গে স্বয়ং সেনাপতি দিলীর খাঁ!

দুর্গাদাস পুনঃ প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"ব্যাস্! এখন নিশ্চিন্ত; মোগলসৈন্য এসে প'ড়েছে—এখন তোমরা মর্ব্বার জন্য প্রস্তুত হও।"

বিজয়। আর স্ত্রী কন্যারা?

দুর্গা। তাদের উপায় আমি ক'চ্ছি! সম্রাটের কাছে যাবার আগে কেন সে বিষয়ে ভাবিনি?—ডাকো তাঁদের, দাদা!

সমরদাস আবার বাহির হইয়া গেলেন।

মুকুন্দ। ঐ মোগল সৈন্য এসে প'ড়্‌লো!

বিজয়। গুলি চালাচ্ছে!

সুবল। দরোজা ভাঙ্‌বার চেষ্টা ক'চ্ছে!

মুকুন্দ। আগুন জ্বাল্‌ছে, বাড়ীতে আগুন দেবে বোধ হয়।

দুর্গা। না, হ'লো না; আর সময় নাই।

নারীগণের সঙ্গে সমরদাস কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

দুর্গা। মা সকল! আজ তোমাদের জন্য বড় কঠোর বিধান ক'র্ত্তে হচ্ছে। আজ তোমাদের পুড়ে' মর্ত্তে হবে।

জনৈক প্রৌঢ়া নারী। সে আমাদের পক্ষে কিছু নূতন নয়, সেনাপতি! আমরা ক্ষত্রিয়-নারী, মর্ত্তে জানি।

দুর্গা। অন্য উপায় নাই, মা! আমরাও মর্ত্তে যাচ্ছি—যাও মা সকল! ঐ ঘরে যাও; ঐ ঘর বারুদে পোরা। তাতে তোমাদের দাঁড়াবার মাত্র স্থান আছে। বারুদের উপর গিয়ে দাঁড়াও, তার পর আর কি ব'ল্‌ব, মা!—

উক্ত নারী। তার পর আমি স্বহস্তে তাতে আগুন দেবো। চল সব!

আলুলায়িতকেশা রাণী সেই কক্ষে পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

নারীগণ। রাণীমার জয় হউক!

রাণী। জয়? আমাদের জয় মৃত্যু! মর্ত্তে যাচ্ছো!—যাও!—যাও স্বর্গধামে!—আমি তোমাদের সঙ্গে আজ যাব না। আমি আজ পারি যদি, বাঁচ্‌বো।—এখনি মর্ত্তে চাচ্ছিলাম, দুর্গাদাস! না, আমি মর্ব্ব না। উপর থেকে কে আমাকে ডেকে ব'ল্লে—"সময় হয় নাই—তোমার কাজ বাকি আছে।" আমায় বাঁচ্‌তে হবে। দুর্গাদাস! পারো ত আমায় এই দিন—এই একদিন মাত্র আমাকে বাঁচাও। [জানু পাতিয়া করযোড়ে] ঈশ্বর! আজ আমাকে রক্ষা কর। [উঠিয়া] তারপর—তারপর—দেশে আগুন জ্বাল্‌বো—এমন আগুন জ্বাল্‌বো—যে, সপ্তসমুদ্রের বারি তাকে নেবাতে পার্ব্বে না।

দুর্গা। মা! পারি ত আজ আমাদের প্রাণ দিয়ে মহারাণীকে বাঁচাবো।—তোমরা যাও, মা! দরোজা ভাঙ্‌লো বলে'!

অন্যান্য নারীগণ প্রস্থান করিলেন।

দুর্গাদাস।

রাণী। চল তবে, দুর্গাদাস।—রোসো। আমি কন্যাকে নিয়ে আসি। তাকে ফেলে যাবো না। বুকে করে' নিয়ে যাবো।—তোমরা এসো।

এই বলিয়া মহারাণী প্রস্থান করিলেন।

দুর্গা। দাদা!

সমর। ভাই!

দুর্গা। চল তবে মর্ত্তে।

সমর। চল।

দুর্গা। একটু অপেক্ষা কর, এদের শেষ দেখে যাই। ঐ—ঐ—[দূরে ভীষণ শব্দ] ঐ যাক্। হয়ে গিয়েছে; সব শেষ!—চল।

সমর। চল।

দুর্গা। ভাই! ভাই বুঝি শেষ দেখা। মর্ব্বার আগে এসো একবার কোলাকুলি করি!

উভয়ে কোলাকুলি করিলেন।

পটপরিবর্ত্তন।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—(*)—

স্থান—সম্রাটের অন্তঃপুর কক্ষ—প্রভাত। ঔরংজীব একাকী।

ঔরংজীব। কি!—যশোবন্তের রাণী আড়াই শ মাত্র সৈন্য নিয়ে পাঁচ হাজার মোগল সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করে' চলে' গেল!—আর সে মোগল সৈন্যের সৈন্যাধ্যক্ষ স্বয়ং দিলীর খাঁ!—এর মধ্যে কিছু রহস্য আছে!—দৌবারিক!—

নেপথ্যে। খোদাবন্দ!

ঔরংজীব। সেনাপতি দিলীর খাঁ।—

নেপথ্যে। যো হুকুম।

ঔরংজীব। এখন সম্রাজ্ঞীর কাছে মুখ দেখাবো কি করে'?—অপমানে আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জ্ব'ল্‌ছে।

বেগে গুলনেয়ার কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

গুলনেয়ার। সম্রাট্? এ যা শুন্‌ছি, তা কি সত্য?

ঔরংজীব। কি সত্য?

গুল। এই সংবাদ—যে যশোবন্তের রাণী আড়াই শ মাত্র সৈন্য নিয়ে মোগল কটক ভেদ করে' চলে' গিয়েছে?

ঔরংজীব। হাঁ প্রিয়ে, সত্য।

গুল। তোমার এই সৈন্য, এই সেনাপতি, এই শক্তি নিয়ে তুমি ভারতবর্ষ শাসন ক'র্ত্তে ব'সেছো?

ঔরংজীব। প্রিয়তমে—

গুল। আর কাজ নেই সোহাগে, সম্রাট্! আমার একটা যৎ-সামান্য ইচ্ছা পূর্ণ কর্ব্বার জন্য তোমাকে ব'লেছিলাম—তার এই পরিণাম!

ঔরংজীব। আমার যথাসাধ্য ক'রেছি।

গুল। তোমার যথাসাধ্য তুমি ক'রেছো?—তোমার সাধ্য এই টুকু? তুমি ব'ল্‌তে চাও—আজ তোমার হাতে প'ড়ে, মোগল রাজশক্তি এমন ক্ষীণ হ'য়ে গিয়েছে যে, এক নারী—সঙ্গে আড়াই শ মাত্র সৈন্য—সেই শক্তি দীর্ণ, চূর্ণ, দলিত করে' চলে' গেল! হা ধিক্!

ঔরংজীব নীরব হইলেন।

গুলনেয়ার। যশোবন্তের রাণী এখন কোথায়?

ঔরংজীব। সম্ভবতঃ তিনি রাণা রাজসিংহের আশ্রয়ে—মেবারে।

গুলনেয়ার। মেবার আক্রমণ কর—আমি যশোবন্তের রাণীকে আর তার পুত্রকে চাই।

ঔরংজীব। গুলনেয়ার, এ বিষয়ে বিবেচনা করা যাবে।

গুলনেয়ার। বিবেচনা?—বেগম গুলনেয়ারের ইচ্ছাই সম্রাট্ ঔরংজীবের কাছে যথেষ্ট নয় কি?—বিবেচনা?—শোন, আমার এক কথা শোন; আমি যশোবন্তের রাণীকে চাই-ই। সে স্বর্গে থাকুক, মর্ত্ত্যে থাকুক, পাতালে থাকুক, আমি তাকে চাই। মেবার আক্রমণ কর।

ঔরংজীব। প্রিয়তমে—

গুলনেয়ার। শুন্তে চাই না। মেবার আক্রমণ কর!—

এই বলিয়া সম্রাজ্ঞী গভীর অভিমানে কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। ঔরংজীব সেই কক্ষে একাকী পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

ঔরংজীব। আমি এ কথা বিশ্বাস ক'র্ত্তে পারি না। আড়াই শ মাত্র রাজপুত সৈন্য ৫০০০ মোগলের ব্যূহ ভেদ করে' গেল! নিশ্চয় এর মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা আছে।—কিন্তু সেনাপতি দিলীর খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা ক'র্ব্বে এই বা কি বলে' বিশ্বাস করি? দিলীর খাঁ আমার বাল্যের বন্ধু, যৌবনের সহায়, বার্দ্ধক্যের মন্ত্রী—দিলীর খাঁ—সরল, মহৎ, উদার দিলীর খাঁ—আমার বিশ্বাসঘাতক হবে!—আমি বিশ্বাস ক'র্ত্তে পারি না। কিন্তু আড়াই শ রাজপুত সৈন্য ৫০০০ মোগল সৈন্য কেটে বেরিয়ে গেল! আর সে মোগল সৈন্যের সেনাপতি স্বয়ং নির্ভীক পরাক্রান্ত বীরবর দিলীর খাঁ! —তাই বা কি বলে' বিশ্বাস করি—নিশ্চয় এর ভিতর কোন গূঢ় রহস্য আছে।—এই যে দিলীর খাঁ!

দিলীর খাঁ প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিলেন।

দিলীর। বন্দিগি, জাঁহাপনা!

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ! তোমায় ডেকে পাঠিইছি জান্তে যে, এ কথা সত্য কি না যে—

দিলীর। সম্রাট্ যা শুনেছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য।

ঔরংজীব। আমার কথা শেষ ক'র্ত্তে দাও—এ কথা সত্য কি না যে, আড়াই শত মাত্র রাজপুত ৫০০০ মোগল সৈন্য ভেদ করে' চলে গিয়েছে?

দিলীর। হাঁ জাঁহাপনা, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য।

ঔরং। আর সে সৈন্যের সেনাপতি তুমি!

দিলীর। হাঁ, জনাব!

ঔরংজীব। যুদ্ধ ক'রেছিলে?

দিলীর। জনাব! এই যুদ্ধে আমাদের পাঁচ হাজার সৈন্যের মধ্যে পাঁচ শ বেঁচেছে; রাজপুতদের মধ্যে বোধ হয় পাঁচটি।

ঔরংজীব। আর যশোবন্তের রাণী?

দিলীর। তিনি সামন্তদের সঙ্গে উদয়পুর অভিমুখে গিয়েছেন।

ঔরংজীব। শিশু?

দিলীর। শিশুকে সেই সৈন্যদের মধ্যে দেখি নাই, জনাব! তবে যশোবন্তের রাণীর বুকের উপর একটি তিন বৎসরের কন্যা ছিল।

ঔরংজীব। মোগল সৈন্য কি মেষের অধম হ'য়েছে যে, একটা নারীর গতি প্রতিরোধ ক'র্ত্তে পার্‌লে না?—সঙ্গে তার আড়াই শ মাত্র সৈন্য?

দিলীর। জানি না, জাঁহাপনা। কিন্তু যখন সেই নারী মোগলসৈন্য-ব্যূহের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন—নিরবগুণ্ঠনা, আলুলায়িতকেশা, বক্ষে সুপ্ত

কন্যা ;—তখন মহারাণীর আড়াই শ সৈন্য আড়াই লক্ষ বোধ হ'ল। সেই মোগলসৈন্য-কৃষ্ণমেঘের উপর দিয়া তিনি বিদ্যুতের মত এসে চ'লে গেলেন! কেউ তাঁকে স্পর্শ ক'র্ত্তে সাহস ক'ল্লে না।

ঔরংজীব। আর তুমি?

দিলীর। আমি দূরে দাঁড়িয়ে সে অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি দেখ্‌লাম! ব'ল্‌তে চেষ্টা ক'র্‌লাম—"ধর যশোবন্তের রাণীকে।"—কণ্ঠ রুদ্ধ হোল! তরবারি খুল্‌তে চেষ্টা ক'র্‌লাম—তরবারি উঠ্‌লো না। পিস্তল নিলাম—পিস্তল হাত থেকে পড়ে' গেল।

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ! তুমি কি পাগল হোয়েছো?

দিলীর। হয় ত হয়েছি। জানি না। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই যেন বোধ হোল যে, আমি আর একটা মানুষ হয়ে গেলাম! এক মুহূর্ত্তে কে যেন এসে আমার হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করে' রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিলে। একটা নূতন জগৎ দেখ্‌লাম!

ঔরংজীব। তাই তুমি ৫০০০ সৈন্য নিয়ে সঙের মত খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে?

দিলীর। হাঁ, জনাব! দেখ্‌লাম সে এক মহিমাময় দৃশ্য! কি সে মহিমা! আশ্চর্য্য!—আলুলায়িতকেশা নারী! বুকের উপর তার ঘুমন্ত শিশু। কি সে দৃশ্য, জাঁহাপনা!—নির্মেঘ উষার চেয়ে নির্ম্মল, বীণার ঝঙ্কারের চেয়ে সঙ্গীতময়, ঈশ্বরের নামের চেয়ে পবিত্র—সেই মাতৃমূর্ত্তি! —আমি বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়িয়ে রৈলাম।

ঔরংজীব। তারপর?

দিলীর। তারপর সে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হ'লে জ্ঞান হোল। চেঁচিয়ে উঠ্‌লাম, "আক্রমণ করো।" আমাদের ৫০০০ তরবারি সেই সন্ধ্যালোকে

ঝল্‌সে উঠ্‌লো। বিপক্ষ ফিরে দাঁড়ালো। যুদ্ধ বাধ্‌লো। মানুষ প'ড়্‌তে লাগ্‌লো—ভূমিকম্পে বালুস্তূপের মত। যুদ্ধ শেষ হ'লে দেখ্‌লাম—আমাদের পাঁচশ সৈন্য অবশিষ্ট; বিপক্ষ পক্ষের একজনও না। মৃতদের মধ্যে দুর্গাদাস আর তার ভাইকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

ঔরংজীব। দিলীর! তুমি মেয়ে মানুষেরও অধম! যাও।

উভয়ে বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—রাণা রাজসিংহের বহির্ব্বাটী। কাল—অপরাহ্ণ। উচ্চ আসনে রাণা রাজসিংহ। সম্মুখে শিশুহস্তে যশোবন্তসিংহের রাণী মহামায়া জানু পাতিয়া উপবিষ্ট। দক্ষিণে দুর্গাদাস ও কাশিম।

রাণী। রাণা! আমার এই শিশুকে আপনার দুর্গে স্থান দিউন, বেশী দিনের জন্য নয়, রাণা! সামান্য কিছুদিনের জন্য।

রাজসিংহ। মহামায়া, তোমার পুত্র আমার পর নয়। এর জন্য মিনতির প্রয়োজন কি?—দুর্গাদাস! ঔরংজীব কি এরও প্রাণবধ ক'র্ত্তে চান?

দুর্গা। নইলে আর কি উদ্দেশ্য হ'তে পারে, মহারাণা?

রাণী। রাণা! এক পুত্র আর এক কন্যা—শুদ্ধ এই সম্পত্তি নিয়ে সে দিন দিল্লী থেকে বেরিয়েছিলাম। পথে কন্যাটি হারিইছি। আমার সম্পত্তির অবশিষ্ট মাত্র আছে এই সদ্যোজাত পুত্রটি। আমার এই শেষ, একমাত্র, সর্ব্বস্বধন পুত্রটিকে রক্ষা করুন, রাণা! ঈশ্বর আপনার মঙ্গল কর্ব্বেন।

রাজসিংহ। তোমার পুত্রের জন্য কোন চিন্তা নাই, মহামায়া! আমি তাকে নিজের প্রাণ দিয়ে রক্ষা ক'র্ব্ব।

রাণী। রাণার জয় হোক।

রাজসিংহ। দুর্গাদাস! ঔরংজেবের অত্যাচারের মাত্রা ক্রমেই বাড়্ছে। তিনি হিন্দুদের উপরে আবার এই জীজীয়া কর স্থাপিত ক'রেছেন। তার পরে মাড়বারপতি যশোবন্ত সিংহের পরিবারের প্রতি এই দারুণ অবিচার!—দেখি পত্র লিখে সাবধান করে' দিয়ে, যদি তাঁকে নিবৃত্ত কর্ত্তে পারি।

মহামায়া। পত্র লিখে? অনুনয় করে'? নতজানু হ'য়ে ভিক্ষা চেয়ে? না, মহারাণা! আর না! আর না! এবার যবনরাজ্য উচ্ছেদ ক'র্ব্ব।

রাজসিংহ। না মহামায়া! বিনা বহুরক্তপাতে তা সিদ্ধ হবে না। যখন একটা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে, তাকে তখন ধ্বংস ক'র্ত্তে চেষ্টা করা অন্যায়। বরং তাকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে চেষ্টা করা উচিত।

মহামায়া। বিজাতি-শাসনকে রক্ষা?—এই কি ক্ষত্রধর্ম্ম?

রাজসিংহ। ক্ষত্রধর্ম্ম কেবল বধ করার ধর্ম্ম নয়, মহামায়া! বধ করা বিদ্যাটা একটা উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা নয়। আর্ত্তরক্ষার্থ কিংবা আত্মরক্ষার্থ ভিন্ন উদ্দেশ্যে বধ করার নাম হত্যা।

পরে রাজসিংহ কাশিমের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কে?"

দুর্গা। এ কাশিমউল্লা। আমাদের পুরাতন বন্ধু। এ নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে' আমার প্রভুর পুত্রকে রক্ষা ক'রেছে।

কাশিম। রাণা! মুই এদের পুরাণো চাকর। মহারাণা একবার মোরে বড় বিপদে বাঁচান। মুই সেই থেকে এদের ঘরে খায়ে মানুষ।

রাজসিংহ। দুর্গাদাস! মুসলমান জাতের মধ্যে কাশিমও ত জন্মায়!

কাশিম। মহারাণা, মোদের জাতের নিন্দা করো না। মোরা জাত খারাপ নই। মোরা সব হ'তি পারি! নেমকহারাম নই।

রাজসিংহ। না, কাশিম! তোমার জাতির নিন্দা ক'র্চ্ছি না। তবে বাদশাহের সঙ্গে তোমার তুলনা ক'চ্ছি। বাদশাহ এই ছোট ছেলেটির প্রাণ নিতে চান—আর তুমি—

কাশিম। আহা, দেখ দেখি! আহা এই চেংড়া! এখনো চোখ ফুটেনি।—আহা, বাছা মোর শীতে রোদ্দুরে বড় দুক্ষু পেয়েছে। বাছা মোর!—হুঁ—এখন পুট পুট কোরে তাকানো হ'চ্ছে। আহা! চোক ত নয়—নীলপদ্দ।

রাজসিংহ। ঔরংজীব! তুমি দিল্লীর সিংহাসনে ব'সে এক নিরীহ শিশুকে হত্যা করবার জন্য ব্যগ্র; আর তোমারই জাতের এই কাশিম তাকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা কর্ত্তে প্রস্তুত!—ঈশ্বরের চক্ষে কে বড়, ঔরংজীব?

রাণী। রাণা! আমি এই বিরাট অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবো!—এর প্রতিহিংসা নেবার জন্যই সে দিন অন্যান্য নারীদের সঙ্গে পুড়ে মরেনি! তার জন্যই এখনও বেঁচে আছি।—আপনি কেবল এই শিশুকে রক্ষা করুন।

রাজ। আমি ব'লেছি, এর জন্য কোন চিন্তা নাই, মহামায়া! তুমি আর তোমার পুত্র এখানে নিশ্চিন্ত হৃদয়ে বাস কর।

রাণী। না, রাণা! আমি এখানে বাস ক'র্ব্বো না! আমার এ ঘর নয়। আমি আমার মৃত স্বামীর রাজ্যে ফিরে যাবো। সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, শান্তিতে বিগ্রহে, জীবনে মরণে, স্বামীর ঘরই নারীর ঘর;—পিতৃগৃহ পর। আমি মাড়বারে ফিরে যাবো।

দুর্গাদাস।

রাজ। কিন্তু সে স্থান ত এখন তোমার পক্ষে নিরাপদ্ হবে না, মা!

রাণী। নিরাপদ্! আমি কি এখানে নিরাপদ্ খুজ্‌তে এসেছি? না, রাণা, আমি আর নিরাপদ্ খুঁজি না। আমি আপদ্ খুঁজি। আপদের ক্রোড়ে আমি লালিত, ভূমিকম্পে আমার জন্ম, ঝঞ্ঝার আমার আবাস, প্রলয়মেঘে আমার শয্যা।—বিপদ্! তার সঙ্গে ত সই পাতিয়েছি, রাণা। আমার বিপদ্!—বিধবা, পুত্রহারা, হৃতসর্ব্বস্বা, পথের ভিখারিণী আমি! আমার আবার বিপদ্! রাণা, আমার একমাত্র বিপদ্ অবশিষ্ট আছে—সে এই শিশুর হত্যা। তাকে রক্ষা করুন, রাণা! আর কিছু চাই না, তাকে রক্ষা করুন। আমি মাড়বারে ফিরে যাবো! আগুন জ্বাল্‌বো—আগুন জ্বাল্‌বো! এমন আগুন জ্বাল্‌বো—যাতে ঔরংজীব ত ছার—যাতে সমস্ত মোগলসাম্রাজ্য ধ্বংস, চূর্ণ, ভস্ম হয়ে উড়ে যাবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—দিল্লীর প্রাসাদের অন্তঃপুরস্থ উদ্যান। কাল—সন্ধ্যা। ঔরংজীবের পৌত্রী ও আকবরের কন্যা রাজিয়া একাকিনী সে উদ্যানে বেড়াইয়া বেড়াইয়া গাহিতেছিলেন ঃ—

কোথা যাও হে দিনমণি, আমায় সঙ্গে নিয়ে যাও ভাই।
যখন নিয়ে গেলে চ'লে, তোমার সর্ব্ব গরিমাই।
চাহে কেবা রৈতে ভবে আঁধার ছেয়ে আসে যবে!
—চাহে যে সে থাকুক পড়ে' আমি ত না রৈতে চাই।
তুফান মাঝে, সিন্ধুনীরে, আশা ভেলায় বেঁধে বুক,
থাকুক তা'রা যা'দের কাছে বেঁচে থাকাই পরমসুখ;
যতদিন এ জীবন রাখি, আমি যেন সুখে থাকি;
সুখের বেলা ফুরিয়ে গেলে আমি যেন চলে' যাই।

নিকটস্থ একটি বকুল গাছে একটি কোকিল ডাকিয়া উঠিল। রাজিয়া একাগ্রমনে তাহা শুনিতে লাগিলেন।

এই সময়ে গুলনেয়ার প্রবেশ করিয়া রাজিয়াকে ডাকিলেন,—"রাজিয়া!"

রাজিয়া। চুপ্!—কোকিল ডাক্‌ছে।

গুল। কি হাবা মেয়ে!—কোকিলের ডাক আর কখন শুনিস্‌নি?

রাজিয়া। শুনিছি। শুনিছি ব'লে কি আর শুন্তে নেই?—ঐ

দুর্গাদাস।

শোন! আবার—ঐ চুপ কর্ল! দাদুমা—এই জগৎটা যদি একটা অশ্রান্ত ঝঙ্কার হোত, বেশ হোত, না?

গুল। বেশ হোত? তা হ'লে প্রাণ ওষ্ঠাগত হোত। একটা কথা কইবার অবসর পেতাম না।

রাজিয়া। কথা!—কথার জ্বালায় ত অস্থির, ঠান্‌দি! তার উপরে বড্ড বোঝা যায়! একটা কথা ব'ল্লেই তা'র পিছনে অমনি একটা মানে।—অস্থির! দু'পা এগিয়ে যাবার যো নাই।—সঙ্গে সঙ্গে মানে পুচ্ছে।

গুল। আর গান?

রাজিয়া। মানে ধর্ব্বার ছোঁবার যো' নাই। কেবল একটা উদাস ভাব মনে এনে দেয়। বোঝ্‌বার যো নাই। এই যেমন 'চামেলিয়া বেলা চম্পা'। এর মানে বেশ বোঝা যায়—কি না তিনটে ফুল—চামেলিয়া, বেলা আর চম্পা। কিন্তু [হাম্বিরে সুর করিয়া] 'চামেলিয়া বেলা চম্পা'—ধর দিখিনি মানে!

গুল। তা বটে—ওর মানে ধর্ব্বার যো' নাই। ভারি সুন্দর!

রাজিয়া। না, দাদুমা! তুমি গান কিছু ভালবাসো না, তা আমি জানি। কিন্তু আমি গানে ডুবে আছি, মজে' আছি, বিভোর হয়ে আছি।"—সুরে গুন্‌-গুন্‌ করিতে লাগিলেন—"চামেলিয়া বেলা চম্পা"।

গুল। রাজিয়া, তুই গান শিখেছিলি কার কাছে?

রাজিয়া। বাবার ওস্তাদের কাছে। বাবা গান বড় ভাল বাসেন। বাবা নিজে কটা গান তৈয়ের ক'রেছেন। ওস্তাদজি সুর দিয়ে দিয়েছেন। এই আমি একটা তাঁরই গান গাচ্ছিলাম;—রাগিণী পূরবী; ভারি মিষ্ট রাগিণী! [পূরবী সুরে] 'তা রি না তোম তোম তোম না দে রে তোম্‌"—উঃ কি মিষ্ট!

গুল। মোরোব্বার চেয়ে?

রাজিয়া। দাদ্‌মা! তুমি একেবারে একটা জন্তু! একটা গাধার মধ্যে যতটুকু সুর জ্ঞান আছে—তাও তোমার নেই।—আচ্ছা, ঠান্‌দি, এই গাধাগুলো কি বিশ্রী ডাকে! নীচেকার গান্ধার থেকে একেবারে উপরকার কোমল রেখাব।

গুল। তা হবে!

রাজিয়া। আচ্ছা, ঠান্‌দি, কোকিলের স্বর এত মিষ্ট, আর কাকের স্বর এত কর্কশ কেন?—আমার বোধ হয় কোকিলের স্বর থেকে গানের সৃষ্টি হ'য়েছিল। সা, রে, গা, মা, পা—ঠিক কোকিলের স্বর।—শোন—কু, কু, কু, কু, কু—ঠিক কোকিল!

গুল। তোদের বাঙলাদেশে খুব গানের চর্চ্চা হয় বুঝি?

রাজিয়া। তা হয়। তবে তা'রা কীর্ত্তন গায় বেশী। আমি একটা একটু শিখ্‌ছিলাম—শুনবে? শোন—

বঁধুয়া কি আর কহিব আমি!
জীবন মরণে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ হৈয়ো তুমি।
তোমার চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমে ফাঁস,
মন প্রাণ দিয়ে সব সমর্পিয়ে নিশ্চয় হইনু দাসী।
একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে কে আর আমার আছে,
রাধা ব'লে আর শুধাইতে নাম দাঁড়াবে আমার কাছে।—

তারপরটা জানিনা।—বেশ!—না?—আচ্ছা, দাদ্‌মা! ঠাকুর্দ্দা গানের উপর এত চটা কেন?—তিনি আমাকে খুব ভালো বাসেন। কিন্তু যদি দৈবাৎ একটা তান ধ'রিছি—ত আমার দিকে চেয়ে বলেন "য়্যাঁ" ;—আর ঘাড় নাড়েন।

দুর্গাদাস।

গুল। তোর ঠাকুর্দ্দা তোকে খুব ভালো বাসেন?

রাজিয়া। উঃ! কি ভালই বাসেন! [সুর করিয়া] "বঁধুয়া—" তোমাকে বাসেন?

গুল। আমায়?—তোর ঠাকুর্দ্দাকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখিস্।

রাজিয়া। [সুর করিয়া] "কি আর কহিব আমি—" তুমি যা ক'র্ত্তে বল তাই করেন?

গুল। করেন? দেখছিস্ না যে আমার জন্যে একটা যুদ্ধই বাধ্‌লো।

রাজিয়া। যুদ্ধ!—যুদ্ধ কা'রে বলে, ঠান্‌দি!

গুল। লড়াই।

রাজিয়া। ওঃ!—এ একখান তরোয়াল নেয়, ও একখান তরোয়াল নেয়। তার পরে দু'জনে বাজনার সঙ্গে তালে তালে নাচে, আর ঘোরে—আমি দেখেছি বাঙলাদেশে। যুদ্ধ কার সঙ্গে হবে, দাদিমা!

গুল। মেবারের সঙ্গে।

রাজিয়া। মেবার পুরুষ মানুষ, না মেয়ে মানুষ?

গুল। দুর্ হাবা মেয়ে!—মেবার একটা দেশ।

রাজিয়া। বাবা! একটা দেশের সঙ্গে যুদ্ধ হবে।—কেন, ঠান্‌দি, যুদ্ধ হবে কেন?

গুল। এক রাণীকে ধরে' নিয়ে আস্‌বার জন্য।

রাজিয়া। তুমি বুঝি তাঁকে তাই ব'লেছো?

গুল। হাঁ।

রাজিয়া। ধরে' নিয়ে এসে কি ক'র্ব্বে? তা'কে ভাল বাস্‌বে?

গুল। তা'র শ্রাদ্ধ ক'র্ব্ব।

রাজিয়া। বেঁচে থাকৃতে থাকৃতেই? আমি ত শুনেছি মরে' গেলেই শ্রাদ্ধ হয়।—ঐ যে ঠাকুর্দ্দা আর বাবা আস্‌ছেন।—দেখ্‌বে মজা!

ঔরংজীব ও আকবর প্রবেশ করিলেন।

রাজিয়া কীর্ত্তন ধরিল—"বঁধুয়া"—

ঔরংজীব। য়্যাঁ—রাজিয়া!—আবার!

রাজিয়া। ঐ শোন—হাঃ হাঃ হাঃ—হাসিতে হাসিতে পলায়ন করিল।

ঔরংজীব। আকবর! তোমাকে বঙ্গদেশে পাঠিইছিলাম—শাসন করা শেখ্‌বার জন্য। তা তুমি দেখ্‌ছি নৃত্য গীতেই কাল হরণ ক'রেছো! আর এই মেয়েটাকে পর্য্যন্ত গান শিখিয়েছো!—এত অপদার্থ তুমি, তা জান্তাম না।

গুল। সত্য কথা। মেয়েটার গান ভিন্ন আর কথা নেই। দিবা-রাত্রিই গুন-গুন ক'চ্ছে। জ্বালাতন!

ঔরং। ওর পরকাল খেয়েছো। সে যাক্, সে বিষয়ে যথাবিহিত করা যাবে। এখন আকবর, তুমি মেবার যুদ্ধে যাও। আমি তোমার অধীনে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য পাঠাচ্ছি। মেবার আক্রমণ কর।

আকবর। যে আজ্ঞা।

ঔরং। আমি শুনেছি, তুমি অত্যন্ত অলস, বিলাসী, আর সম্ভোগ-প্রিয় হ'য়েছো। জীবনের কঠোরতা কিছু শিক্ষা করা তোমার দরকার। মেবার যুদ্ধে যাবার জন্যেই আমি তোমাকে ডেকে পাঠাই নি, তোমার সংস্কারের জন্য তোমায় প্রধানতঃ ডেকে পাঠিইছি। যাও—প্রস্তুত হওগে। সেনাপতি দিলীর খাঁকে তোমার সাহায্যে

পাঠাচ্ছি। আর আমি আর আজীম দোবারীতে গিয়ে তোমাদের জয়ের প্রতীক্ষা ক'র্ব্ব।—যাও।

আকবর নীরবে প্রস্থান করিলেন।

ঔরংজীব। গুলনেয়ার! তোমার অনুরোধে আজ একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধে হস্তক্ষেপ ক'রেছি।

গুল। প্রকাণ্ড যুদ্ধ!—একটা সামান্য জনপদ মেবারের সঙ্গে যুদ্ধ একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধ!—আমি ত জানি, ভারতসম্রাট্ ঔরংজীবের কাছে এ একটা অতি তুচ্ছ ব্যাপার!

ঔরংজীব। তা নয়, সম্রাজ্ঞী! যে দিন আড়াই শ রাজপুত সৈন্য ৫০০০ মোগল সৈন্যকে মথিত করে' চলে' গিয়েছে, সেই দিন জেনেছি যে, রাজপুত জাতি একটা অসমসাহসিক জাতি। আমি তাই এ যুদ্ধে বঙ্গদেশ হ'তে যুবরাজ আকবর আর কাবুল হ'তে কুমার আজীমকে ডেকে পাঠিইছিলাম।—মেবার-জয় নিতান্ত সহজ ও স্বতঃসিদ্ধ নয়।

গুলনেয়ার। আমি মেবার জয় চাহি না। আমি যশোবন্তের রাণীকে চাই।—আর কিছু নয়। তা'র সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ চাই।

ঔরং। এবার সাক্ষাৎ হবে।—ভিতরে চল, গুলনেয়ার! বৃষ্টি প'ড়্ছে।—এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—আবুর গিরিদুর্গ। কাল—দ্বিপ্রহর দিবা। দুর্গাদাস ও রাঠোর সামন্তদ্বয়—মুকুন্দ ও শিব দণ্ডায়মান।

দুর্গাদাস। শিবসিং, মুকুন্দসিং! রাণীর পুত্রকে তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণে রেখে যাচ্ছি। এ আবাসস্থানের অস্তিত্ব মাত্র যেন প্রকাশ না হয়।

উভয়ে। তা হবে না, সেনাপতি।

দুর্গাদাস। সম্রাট্ সসৈন্যে মেবার আক্রমণ ক'রেছেন। কুমারকে আর উদয়পুরে রাখা শ্রেয় নয় ব'লেই রাণার উপদেশক্রমে এখানে নিয়ে এসেছি।

মুকুন্দ। সম্রাট্ মেবার আক্রমণ ক'রেছেন কেন?

দুর্গাদাস। সেখানে যোধপুরের রাণী ও রাজকুমারকে আশ্রয় দেওয়াই তার প্রধান কারণ। তবে আর এক কথা শুনেছি যে, ঔরংজীবের অত্যাচারের, বিশেষতঃ হিন্দুর উপর এই জীজীয়া করের প্রতিবাদ ক'রে রাণা যে পত্র লিখেছিলেন, সেই পত্রই এর কারণ। কিন্তু সেটা একটা ওজোর মাত্র। সে পত্র সতেজ, নির্ভীক বটে; কিন্তু সে অতি নম্র, সরল। তা'তে সম্রাটের ক্রুদ্ধ হবার কোন কারণ ছিল না। আমি সে পত্র দেখেছি।

শিব। আপনি এই যুদ্ধে যাচ্ছেন?

দুর্গাদাস। আমার প্রভুকে আশ্রয় দেবার জন্যই এ যুদ্ধ। আমি এখানে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে' থাক্‌লে চলে না, শিব! তোমরা এ দুর্গে থাক্‌বে। এখান থেকে এক পা ন'ড়্‌বে না। এ দুর্গ খুব নিভৃত, খুব

গুপ্ত, খুব নিরাপদ্। তবু এই দুর্গ পাহারা দিবার জন্য ২০০ সৈন্য রহিল। যদি কোন বিপদের সম্ভাবনা মাত্র দেখ, আমাকে তৎক্ষণাৎ জানাবে।

মুকুন্দ। সম্রাট্ কি মেবার আক্রমণের জন্য রওনা হয়েছেন?

দুর্গাদাস। হাঁ। তার সৈন্য পঙ্গপালের মত মেবার রাজ্য ছেয়েছে। চিতোর, মণ্ডলগড়, মন্দশূর ও জীড়ন দুর্গ সম্রাটের হস্তগত হ'য়েছে। রাণা তাঁর সৈন্য সব পার্ব্বত্য প্রদেশে টেনে এনেছেন।

শিব। আমাদের মহারাণী কোথায়?

দুর্গাদাস। মাড়বারে। তিনি ১০০০০ মাড়বার সৈন্য—সৈন্যাধ্যক্ষ গোপীনাথের অধীনে মেবারে পাঠিয়েছেন! নিজে আরো সৈন্য সংগ্রহ করে' নিয়ে আস্ছেন।—আচ্ছা যাও, তোমরা আহারাদি করগে যাও।

মুকুন্দ ও শিব প্রস্থান করিলেন।

দুর্গাদাস। আজ মুষ্টিমেয় রাজপুত সৈন্য নিয়ে বিরাট মোগলসৈন্য-সমুদ্রে নাম্ছি। ঈশ্বর জানেন এর পরিণাম কি! এক আশা যে, মিলিত মাড়বার আর মেবার আজ প্রাণ তুচ্ছ করে' এ সমরে নাম্ছে। এই মাত্র আশা। দিগন্তব্যাপি-ঘনীভূত-মেঘসজ্ঘে—এই মাত্র জ্যোতির ক্ষীণ রেখা।—যদি একবার এই সঙ্গে মারাঠা শক্তির সাহায্য পেতাম! এই বিচ্ছিন্ন হিন্দুশক্তিকে যদি একবার একত্রিত ক'র্ত্তে পার্ত্তাম!—কি অদ্ভুত জাতি। ৩০ বৎসরে একটা জাতির সৃষ্টি হ'য়ে গেল!

এই সময়ে সেখানে কাশিম প্রবেশ করিল।

দুর্গাদাস। কি কাশিম! রাজকুমার কোথায়?

কাশিম। এতক্ষণ মোর সাথে খেলা কর্চ্ছিল। এই ঘুমায়ে প'ল! তাকে আয়ির কাছে রাইখে আলাম। মুই নাবোনা, খাবোনা?

দুর্গাদাস। হাঁ! যাও, স্নানাদি করগে যাও—বেলা হ'য়েছে।

কাশিম। আর—তুমি—আপনি নাবানা, খাবানা ?

দুর্গাদাস। না, আমার শরীরটা আজ ভালো নেই।

কাশিম। ঐ ত আপনার দোষ। নৈলে ত আপনি নোক খারাপ নও।—ঐ ত দোষ !

দুর্গাদাস। হাঁ, ঐ আমার দোষ।

কাশিম। মোর ইস্তিররও ঐরকম ছেল। আজ কাসি, কা'ল জ্বর, পরদিন শূলবেদনা। মোর ওরকম নয়। জ্বরে পলাম ত পলাম! নৈলে ত খাসা আছি। খাচ্ছি দাচ্ছি—কোন ন্যাঠাই নেই।

দুর্গাদাস। তোমার স্ত্রীর কিসে মৃত্যু হয়, কাশিম ?

কাশিম। আরে! কে জানে! একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি মরে' রয়েছে। হাকিমে বল্ল যে বুকের ব্যামো।

দুর্গাদাস। আর তোমার ছেলে ?

কাশিম। মোর পুতির কতা কৈবান না, হুজুর। টুক্‌টুকে ছাওয়াল! হেঁটে ঘ্যাতো, যেন আঁদারির মদ্দে দিয়ে একটা পিরদিম চলি' যাচ্ছে। কতা কৈত, যেন বাঁশী বাজ্‌তো। হাস্‌তো যেন নদীর কিনারায় ছাপিয়ে ঢেউ উঠ্‌তো।—ঠিক এই মোদের রাজপুত্তুরের মত। তবে রংএর এত জেল্লা ছেল না। আহা! মুই একদিন কাম করে' বাড়ী ফিরে এসে অ্যাখি—বাছা মোর শুয়ে পড়ে' রয়েছে। বাছার রং একেবারে কালাবরণ। পুছ কল্লাম কি হয়েছে ? জবাব নেই।—চাচীকে ডাক্‌লাম. চাচী কাঁদ্‌তি লাগ্‌লে! হাকিম ডাক্‌লাম, হাকিম মাতা নেড়ে চলে' গেল।

দুর্গাদাস। কি হয়েছিল ?

কাশিম।—আরে সেইটেই ত মুই কইতে নার্‌লাম। তার পরে খ্যাশে একরকম জ্বর এলো; তার নাম কালাজ্বর। ধড়াধ্বড় মানুষ

দুর্গাদাস।

মর্ত্তি নাগ্‌লো। ভাগ্যির দোষে মুই মলাম না।"—এই বলিয়া কাশিম চক্ষু মুছিল।

দুর্গাদাস। সংসারের এই নিয়ম, কাশিম!—তুমি কি ক'র্ব্বে?—যাও—এখন স্নান করগে!

কাশিম। এই যাই।—বলিয়া কাশিম চলিয়া গেল।

দুর্গাদাস। এই কাশিমের সঙ্গে দুদণ্ড কথা কইলে মন পবিত্র হয়, সরলপথে চলা সহজ হয়, ঈশ্বরে ভক্তি বাড়ে।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—জয়সিংহের স্ত্রী কমলার শয়ন কক্ষের প্রাঙ্গণ। কাল রাত্রি। কমলা দেওয়ালে হেলিয়া উপবিষ্ট। তাঁহার মুখে জ্যোৎস্নালোক আসিয়া পড়িয়াছিল; অদূরে কমলার মুখে নিবদ্ধদৃষ্টি, করতলন্যস্তগণ্ড, বাম-পার্শ্বোপরি অর্দ্ধশয়ান জয়সিংহ।

জয়সিংহ। কি সুন্দর রাত্রি, কমলা!

কমলা। অতি সুন্দর, অতি সুন্দর, অতি সুন্দর—নাও, তিনসত্যি ক'র্ল্লাম।

জয়সিংহ। প্রিয়ে!

কমলা। নাথ! প্রাণেশ্বর!

জয়সিংহ। না, আমার কিছু বক্তব্য নাই! তুমি অমনি ভাবে বসে' থাকো, আমি তোমার সৌন্দর্য্য পান করি।

কমলা। দেখো যেন একচুমুকে শেষ ক'রে দিও না; আমার জন্যও একটু রেখো।

জয়সিংহ। কমলা! সৌন্দর্য্য কি সুরা! নহিলে দেখ্‌তে দেখ্‌তে এ মাদকতা আসে কোথা থেকে? অঙ্গ শিথিল হয়ে আসে কেন? চক্ষু মুদে আসে কেন?

কমলা। তোমার ঐ রকম হয় বুঝি!—আমার ত ঠিক বিপরীত। তোমাকে দেখ্‌লেই আমার নেশা ছুটে যায়।

জয়সিংহ। তবে তুমি আমায় ভালো বাসো না।

কমলা। [কটাক্ষ করিয়া] বাসি না?—আচ্ছা বেশ—বাসি না।

জয়সিংহ। বাসো বোধ হয়। কিন্তু আমি তোমায় যেমন বাসি?—দেহের প্রত্যেক লোমকূপ দিয়ে, হৃদয়ের সমস্ত শোণিত দিয়ে, প্রাণের সমস্ত আবেশ দিয়ে, ইহকাল দিয়ে, পরকাল দিয়ে—সেই রকম ভালো বাসো?

কমলা। হাঁ, বাসি! তবে অত গুলো সংস্কৃত কথা দিয়ে ভালো বাসি না।

জয়সিংহ। না, কমলা! ততখানি প্রাণ তোমার নেই।

কমলা। তা না থাকুক। কিন্তু তোমার নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছি ত!

জয়সিংহ। তা ঘোরাচ্ছ। তোমাকে বিয়ে করে' অবধি, প্রিয়ে, আমি সংসারটাকে একটা যেন নূতন ভাবে দেখ্‌ছি।

কমলা। কেমন!—দেখ্‌ছো কি না?

জয়সিংহ। দেখ্‌ছি।—যেন একটা অশ্রান্ত ঝঙ্কার,—যেন একটা অনন্ত বিশ্রান্তি, যেন একটা অসীম মোহ;—অর্দ্ধ সুপ্তি, অর্দ্ধ জাগরণ।

কমলা। যেমন আপিং খেলে হয়, না? আমার ঠান্‌দির মুখে শুনেছি।

জয়সিংহ। কি রকম, আমি বোঝাতে পারি না—যেন একটা আকাঙ্ক্ষা, অথচ কিসের বোঝা যায় না। হাসি অধরে বিকসিত হয়, অথচ দেখা যায় না! যেন গানের মূর্চ্ছনা, উপরে উঠে মিলিয়ে যায়। কি রকম একটা অবাধ সুখস্বপ্ন, অগাধ সৌন্দর্য্য, অনন্ত তৃপ্তি।

কমলা। কেমন? প্রথম পক্ষে এ রকম হয়েছিল?—ঐ যে ব'ল্‌তে না ব'ল্‌তে প্রথম পক্ষ এসে হাজীর!

এই সময়ে সরস্বতী সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"এখানে প্রভু! আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি!

জয়সিংহ। কেন সরস্বতী?

কমলা। তবে তুমি এখন প্রথম পক্ষের সঙ্গে বাক্যালাপ কর—আমি আসি।—এই বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

জয়সিংহ। না, যেও না—শোন!—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সরস্বতী। আমি তোমার সুখে বাধা দিতে আসিনি, নাথ!—বিশেষ প্রয়োজন আছে।

জয়সিংহ। কি প্রয়োজন?

সরস্বতী। স্বামীর কি স্ত্রীর প্রতি এই উচিত প্রশ্ন, নাথ? যাক সে কথা। এখন তোমার আদর কাড়াবার জন্য আমি আসিনি—যদিও তার উপর কমলারই মত আমারও দাবী আছে। যাক্—যা গিয়েছে, তা গিয়েছে।

জয়সিংহ। কি প্রয়োজন?

সরস্বতী। বড় ব্যস্ত হয়েছো? তবে শোন। মোগল মেবার আক্রমণ ক'রেছে, শুনেছো?

জয়সিংহ। না

সরস্বতী। তোমার পিতা তবে তোমাকে সে সংবাদ দেওয়া দরকার বিবেচনা করেন নি।

জয়সিং। বুদ্ধির কাজ ক'রেছেন।

সরস্বতী। তিনি এই যুদ্ধে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রকে যোধপুর থেকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

জয়সিংহ। তার পর?

সরস্বতী। শুনে লজ্জা হোল না? তুমি ক্ষত্রিয়, রাজপুত, মেবারের ভাবী রাণা! রাণা তোমাকে মেবার আক্রমণের সংবাদও দিলেন না। আর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সুদূর যোধপুর থেকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এতে কি প্রমাণ হয়, প্রভু?

জয়সিংহ। কি প্রমাণ হয়?

সরস্বতী। এতে এই প্রমাণ হয় যে, রাণা তোমাকে কাপুরুষ মনে করেন। যোধপুর থেকে দুর্গাদাস, রূপনগর থেকে বিক্রম সোলাঙ্কি, রাঠোর বীর গোপীনাথ—সকলে মেবারের সাহায্যে এসেছেন। তাঁরা এখন রাণার মন্ত্রণাকক্ষে। আর তুমি মেবারের ভাবী রাণা—তুমি বিলাসকুঞ্জে বসে' প্রেমের স্বপ্ন দেখ্‌ছো! শুনে লজ্জা হ'চ্ছে না? শোণিত উষ্ণ হ'চ্ছে না? নিজের প্রতি ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হ'চ্ছে না?—কি! চুপ ক'রে রৈলে যে?

জয়সিংহ। সব বুঝ্‌তে পার্চ্ছি। কিন্তু সরস্বতী!—কে যেন আমার সমস্ত উদ্যম ভেঙে দিয়েছে; আমাকে নারীরও অধম ক'রেছে।

সরস্বতী। তা যদি বুঝে থাকো, তবে এখনও আশা আছে। নাথ! কমলাকে ভালো বাসো। সেও তোমার অনুচিত নয়।—কিন্তু যখন বিজাতি সৈন্য এসে স্বদেশ ছেয়েছে, যখন শত্রু দ্বারদেশে, যখন কঠোর কর্ত্তব্য সম্মুখে, তখন নারীর অধরসুধা পান করা ক্ষত্রিয়ের কাজ নয়!

জয়সিংহ। সত্য কথা। সরস্বতী! তুমি চিরদিন সত্য, উচিত, সঙ্গত কথা বল—কিন্তু শুন্তে চাই না। কর্ত্তব্যপথ বুঝি, কিন্তু সে পথে চ'ল্‌তে পারি না।

সরস্বতী। যদি কর্ত্তব্যপথ বুঝে থাকো? নাথ, তবে ওঠো! একবার প্রাণপণ উদ্যমে এই বিলাস—পুরাতন ছিন্নবস্ত্রখণ্ডসম প্রাণ থেকে ঝেড়ে ফেলো দেখি, নাথ! দেখ্‌বে কর্ত্তব্য সহজ হবে। একবার কর্ত্তব্যকে আমার বলে ডাকো দেখি, তার পর সে তোমার হাত বাড়িয়ে টেনে নেবে, তোমাকে বাহু দিয়ে ঘেরে রক্ষা ক'র্ব্বে। কর্ত্তব্যকে যত কঠোর ভাবছ, সে ত কঠিন নয়! একবার সবলে, উদ্যমভরে, উঠে দাঁড়াও দেখি, নাথ!

জয়সিংহ। তুমি ঠিক ব'লেছো, সরস্বতী! উত্তম! দেখি একবার চেষ্টা কর।—কি ক'র্ত্তে বল, সরস্বতী!

সরস্বতী। এই ত আমার স্বামীর উপযুক্ত কথা। শোন তবে, নাথ! এসো—বীরবেশ পর। তার পরে যাও তোমার পিতার মন্ত্রণা-কক্ষে। সেখানে গিয়ে তোমার পিতাকে বল "আমাকে এ যুদ্ধে কেউ ডাকো নাই, আমি স্বয়ং এসেছি।" তোমার পিতা সগর্ব্বে স্নেহে তোমাকে বীরপুত্র বলে' বক্ষে ধ'র্ব্বেন; সমস্ত মেবার সাহঙ্কারে ব'ল্‌বে—এই ত আমাদের ভাবী রাণা; সমস্ত রাজস্থান মাথা উঁচু করে' চেয়ে সে দৃশ্য দেখ্‌বে। সে কি গৌরবময় মুহূর্ত্ত!—নাথ! ধিক্কৃত হ'য়ে চিরজীবন ধারণ করার চেয়ে পূজ্য হয়ে একদিনও বাঁচা বড় সুখের।

জয়সিংহ। সরস্বতী! আমি এই মুহূর্ত্তেই যাচ্ছি।

সর। হাঁ, এই মুহূর্ত্তেই চল। আমি স্বহস্তে তোমায় বীরবেশ পরিয়ে দিই! চল।

জয়সিংহ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

সরস্বতী। যাও, নাথ, এই যুদ্ধে। আমার গাঢ় স্নেহ তোমাকে অভেদ্য বর্ম্মের মত ঘিরে থাক্‌বে। শত্রুর তরবারি তোমাকে স্পর্শ ক'র্ত্তে পার্ব্বে না।—সরস্বতী এই বলিয়া জয়সিংহের পশ্চাদগামিনী হইলেন।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—উদয়পুর। রাণা রাজসিংহের মন্ত্রণাকক্ষ। কাল—মধ্যরাত্র। রাণা রাজসিংহ, মহারাণী মহামায়া, দুর্গাদাস ও অন্যান্য রাজপুত সামন্তগণ সমাসীন।

বিক্রম সোলাঙ্কি। আমরা সম্মুখ যুদ্ধে মোগলসৈন্য আক্রমণ ক'র্ব্ব।

রাজসিংহ। সেটা উচিত নয়। মুক্ত ক্ষেত্রে অসংখ্য মোগল সৈন্যের সম্মুখে দাঁড়ানো যুক্তিসঙ্গত নয়।

গোপীনাথ। আমি বলি—অল্পসংখ্যক সৈন্যের অনেকগুলি দল বাঁধা যাক্‌। তা'রা মোগল সৈন্যের গতি-পথ দুরূহ করুক।

রাজসিংহ। তুমি কি উপদেশ দাও, গরিবদাস? তুমি এ পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রত্যেক পথ, উপত্যকা, অরণ্যের সঙ্গে পরিচিত আছো।—তোমার কি মত?

গরিব। আমি বলি—মোগলেরা এ পার্ব্বত্য পথে আসুক। আমরা কোন বাধা দেবো না। কেবল কৌশলে তাদের সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ পথে টেনে আন্‌বো। সেখানে তাদের সৈন্যসন্নিবেশ করা কঠিন হবে। তা'রা পর্ব্বতপথে বিশৃঙ্খল হয়ে প'ড়্‌লে, তাদের আক্রমণ ক'র্ব্ব।

দুর্গাদাস। এ অতি উত্তম প্রস্তাব, রাণা! মোগলসাম্রাজ্যের সঙ্গে শুদ্ধ আজ নয়—অনেক বৎসর ধরে' এখনো যুদ্ধ ক'র্ত্তে হ'বে ;—যতদূর সাধ্য আমাদের দেখ্‌তে হ'বে যাতে শক্তির অপব্যয় না হয়।

গোপীনাথ। সে কথা মন্দ নয়।

বিক্রম। খুব ভালো! তা'রা সেখানে দল বাঁধ্‌বার সুযোগ পাবে না :

রাজসিংহ। সকলেরই কি এই মত? তুমি কি বল, মহামায়া?

রাণী। সকলের মতেই আমার মত। কিন্তু সম্রাট্ স্বয়ং যুদ্ধে আসেন নি?

রাজ। না, তিনি আর আজীম দোবারীতে। সম্রাটের পুত্র আকবর উদয়পুরে আস্‌ছেন ;—এই ত ঠিক সংবাদ, দুর্গাদাস?

দুর্গাদাস। হাঁ, মহারাণা। শত্রুসৈন্য তিন ভাগে অবস্থিত—এক, আকবরের অধীনে উদয়পুর পথে ; এক, দিলীর খাঁর অধীনে দাসুরী পথে ; আর এক সম্রাটের অধীনে দোবারীতে।

রাণী। আমি বলি—আমরা সসৈন্যে সম্রাটকে আক্রমণ করি।

রাজসিংহ। না। তা হ'লে আকবরের অগণিত সৈন্য পশ্চাতে রেখে আস্‌তে হবে। সেটা উচিত নয়। কি বল, দুর্গাদাস?

দুর্গাদাস। না, তা উচিত নয়।

রাজসিংহ। তবে গরিবদাসের প্রস্তাবে সকলেই সম্মত?

সকলে। হাঁ, সকলেই সম্মত।

রাজসিংহ। উত্তম! এখন এই মিলিত সৈন্যের অধিনায়ক কা'কে করি?

গরিব। কেন, দুর্গাদাসকে।

রাজসিংহ। তাই সকলের মত?

রাণী ও দুর্গাদাস ব্যতীত সকলেই কহিলেন "নিশ্চয়ই"।

রাজসিংহ। তবে, দুর্গাদাস! তোমাকে এই মিলিত রাজপুত সৈন্যের সেনাপতিরূপে বরণ ক'র্লাম।

দুর্গাদাস। আমি সে সম্মান গ্রহণ ক'র্লাম, রাণা। এই যে কুমার ভীমসিংহ!

ভীমসিংহ আসিয়া রাণার চরণবন্দনা করিলেন ও অন্যান্য সকলকে অভিবাদন করিলেন।

রাজসিংহ। এসো, বৎস—তোমাকে বুঝি 'এসো' বল্‌বারও আমার অধিকার নাই।

ভীম। কেন, পিতা?

রাজসিংহ। আমি তোমাকে নির্ব্বাসিত ক'রেছি।

ভীম। না, পিতা, আমি স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসিত হ'য়েছি।

রাজসিংহ। আমার প্রতি তোমার ক্রোধ নাই, ভীম সিং?

ভীম। আপনার প্রতি ক্রোধ! আপনার ইচ্ছা পূর্ণ ক'র্ত্তে আমি প্রাণ দিতে পারি। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য রক্ষা কর্ব্বার জন্য বনবাসী হয়েছিলেন। আমি ক্ষুদ্র নর। কিন্তু আমি সেই ক্ষত্রিয় বলে' আপনাকে পরিচয় দিই।

রাণী। তোমাকে আজ তোমার পিতা ডেকেছেন—তোমার জন্মভূমি রক্ষার জন্য।

ভীম। সে আমার গৌরবের কথা, মহারাণী!

বিক্রম। তোমার জন্মভূমিকে ভোলোনি, ভীম সিং?

ভীম। জন্মভূমিকে ভুল্‌বো?—বিক্রম সিং! এ কয় বৎসর, আহারে, বিহারে, জাগ্রতে, নিদ্রায়, এই কঠিন পর্ব্বতসঙ্কুল ধূমধূসর মেবারভূমি

সর্ব্বদাই আমার চক্ষে ভাসতো। আজ সেখানে ফিরে আস্‌তে, পথে সেই চিরপরিচিত অরণ্যপথ, উপত্যকা, শৈলমালা দেখ্‌তে পেলাম, আর আমার চক্ষু জলে ভরে' এলো; আবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এলো।

রাণী। [স্বগত] রাণা রাজসিংহের অবিকল প্রতিচ্ছবি!

সশস্ত্র জয়সিংহ প্রবেশ করিলেন।

রাজসিংহ। কে? জয়সিংহ!

জয়। হাঁ, পিতা, আমি! পিতা আমায় এ যুদ্ধে ডাকেন নি।—আমি নিজে এসেছি।

রাণা রাজসিংহ অতি বিস্মিতভাবে ক্ষণেক জয়সিংহের পানে চাহিয়া রহিলেন। পরে কহিলেন—"সত্য কথা, জয়সিংহ? স্থিরচিত্তে এ কথা ব'ল্‌ছো?"

জয়। হাঁ, পিতা! মেবার বিপন্ন; আমি মেবারের ভাবী রাণা;—এ সময় আমার নিশ্চিন্ত ভাবে থাকা শোভা পায় না।

ভীম। দীর্ঘজীবি হও, ভাই! এই ত তোমার উপযুক্ত কথা!

রাজসিংহ। ভীমসিংহকে প্রণাম কর, জয় সিং।

জয়সিংহ ভীমসিংহকে প্রণাম করিলেন। ভীমসিংহ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

রাজসিংহ। দুর্গাদাস! আমার এই পুত্রদ্বয়কে তোমার অধীনে দিলাম।

দুর্গাদাস। এ আমার মহৎ সম্মান, রাণা!

রাজসিংহ। তবে আজ সভাভঙ্গ হ'ল। তোমরা সকলে যাও।—যাও, রাণী, অন্তপুরে যাও।

রাজসিংহ ও তাঁহার পুত্রদ্বয় ভিন্ন আর সকলে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা সকলে চলিয়া গেলে রাজসিংহ মৃদুস্বরে ডাকিলেন—"ভীম!"

ভীম। পিতা!

রাজসিংহ নীরব রহিলেন।

ভীম। বুঝেছি, পিতা! আমি সে প্রতিজ্ঞা ভুলি নাই। আমি এই মুহূর্ত্তেই মেবার পরিত্যাগ ক'র্চ্ছি। তবে আসি, পিতা! আসি ভাই!

ভীম যথাক্রমে রাজসিংহকে ও জয়সিংহকে প্রণাম ও আশীর্ব্বাদ করিয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

রাজসিংহ ক্ষণেক নীরব রহিলেন—পরে জয়সিংহকে কহিলেন—"জয়সিং—পারো যদি তোমার এই ভায়ের উপযুক্ত হও।—যাও, বৎস, শয়ন করগে যাও।"

জয়সিংহ চলিয়া গেলে রাজসিংহ কহিলেন—"ভীম! ভীম! আর আমায় তুমি ভালোবাসো না। জন্মভূমির কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে তোমার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এলো। আর আমার প্রাপ্য এক শুষ্ক প্রণাম—নিজ দোষে কি পুত্রই হারিইছি!"—বলিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—চিতোরের সন্নিহিত কানন; মোগল শিবির। কাল—অপরাহ্ন। সম্রাট্ ঔরংজীব উত্তেজিতভাবে দণ্ডায়মান। সম্মুখে দিলীর খাঁ ও সম্রাট্‌পুত্র আজীম। পার্শ্বে শ্যামসিংহ।

ঔরং। কি, দিলীর খাঁ! তুমিও যুদ্ধে হেরে এসেছো?

দিলীর। হাঁ, জনাব! শুদ্ধ হেরে আসিনি। সর্ব্বস্ব হারিয়ে এসেছি!

দুর্গাদাস।

ঔরং। আর কুমার আকবর?

দিলীর। তাঁর বিষয়ে যা শুনেছি, তা বিশেষ শুভ নয়। তিনি আরাবলি গিরিসঙ্কটে রাণা রাজসিংহের পুত্র জয়সিংহের হস্তে বন্দী!

ঔরং। বন্দী!—আকবর—ভারতের ভাবী সম্রাট্ রাজপুতের হাতে বন্দী!—এবার মোগলের অবমাননার মাত্রা পূর্ণ হোল!

আজী। [স্বগত] কি? ভারতের ভাবী সম্রাট্ আকবর!

দিলীর। এখন জাঁহাপনার নিজের সংবাদ কি?—জাঁহাপনা দোবারী ছেড়ে যে চিতোরের দুর্গমূলে আশ্রয় নিয়েছেন?

ঔরং। দিলীর খাঁ! আমি রাঠোর সেনাপতি দুর্গাদাসের হাতে সম্পূর্ণ পরাজিত হ'য়েছি। আমার খাদ্যভাণ্ডার, উট, হস্তী, প্রাণাধিকা বেগমকেও এই যুদ্ধে হারিইছি।

দিলীর। তা'হলে বোঝা হাল্কা হয়ে গিয়েছে, বলুন জনাব! এখন দিল্লী ফিরে যাওয়া অনেকটা সোজা হবে!

ঔরং। দিল্লী ফিরে যাব এই অপমান নিয়ে? কি বলেন, মহারাজ?

শ্যামসিংহ। অসম্ভব!

দিলীর। যেমন অপমান নিয়ে যাচ্ছেন, তেমনি অনেক জিনিষ রেখেও ত যাচ্ছেন—উট, হস্তী, গো, মহিষ, বেগম। ফিরে যাওয়া এখন খুব সহজ।

ঔরং। এ দুঃখের সময় তোমার পরিহাস ভালো লাগে না, দিলীর খাঁ!

শ্যাম। হাঁ, সেনাপতি, পরিহাসের সময় অসময় আছে।

দিলীর। সম্রাট্! পরিহাসটা আমার দুঃখেই বড় ভাল লাগে। দুঃখেই সেটা আমার মুখে বেরোয় ভালো! করুণ হাস্য বলে' একটা জিনিষ আছে জানেন, জনাব?

ঔরং। মোগলের এরূপ অপমান কখন হয়নি—যেমন—

দিলীর। যেমন আপনার হাতে হোল। তা মানি, সম্রাট্!

ঔরং। আমার হাতে না তোমার হাতে? দুর্ভাগ্যক্রমে আজ দিলীর খাঁ মোগলের সেনাপতি। আজ যদি যশোবন্ত সিংহ জীবিত থাক্‌তো—

শ্যাম। যদি রাজা যশোবন্ত সিংহ জীবিত থাক্‌তো, জাঁহাপনা!

দিলীর। সম্রাট্ ইচ্ছা ক'র্লে তিনি আজ জীবিত থাক্‌তে পার্ত্তেন।

ঔরং। কি? তুমি কি বিবেচনা কর যে—?

দিলীর। বিবেচনা কিছু করি না, সম্রাট্!—জানি। জানি যে, সম্রাট্ তাকে আফগানিস্থানে হত্যা ক'রেছেন। এই হত্যার অবিচার আর নিষ্ঠুরতা তেমন করে' কখন অনুভব করি নাই—যেমন সেই দিন ক'রেছিলাম, যে দিন মোগল সৈন্যব্যূহের সম্মুখে সেই নির্ভীক, ঈশ্বরের উপর অভিমানিনী বিদ্যুজ্জ্বালাময়ী বিধবা মহারাণীকে দেখি—কন্যার সঙ্গে নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত। সেই দিনই বুঝেছিলাম, জনাব, যে, এই যশোবন্ত সিংহের হত্যা মোগল সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ ক'র্ব্বে। সম্রাট্ যদি ইচ্ছা কর্ত্তেন, ত এই সাহসী বীর সম্রাটের শত্রু না হ'য়ে মিত্র হোত; আর এই রাজপুত জাতি। (মহারাজ শ্যামসিংহের মত আত্মাভিমানবর্জ্জিত স্বদেশদ্রোহী কাপুরুষ রাজপুত নয়—দুর্গাদাসের ন্যায় প্রকৃত, উদার, সরল, বীর রাজপুত যা'রা তা'রা) মোগল রাজ্যের ঝঞ্ঝাস্বরূপ না হ'য়ে রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ হোত।

ঔরং। কিরূপে দিলীর খাঁ?

দিলীর। কিরূপে? ভারতের অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা ওল্টান।

দুর্গাদাস।

দেখ্‌তে পাবেন কিরূপ? মানসিংহ, ভগবান্ দাস, টোডরমল, বীরবল—এঁরা না থাক্‌লে আজ মোগলসাম্রাজ্যের অস্তিত্বও থাকৃত না; আর ঔরংজীবও তার সিংহাসনে ব'স্‌তে পেতেন না। যে ভিত্তি আকবর দৃঢ় করে' গিয়েছিলেন, আপনি আজ আপনার আত্মঘাতী নীতিতে সে ভিত্তি জীর্ণ করে' তুল্‌ছেন।

ঔরং। আমি!

দিলীর। হাঁ, আপনি। জীজীয়াকর স্থাপিত না ক'র্লে এদিকে রাজপুত এক হোত না, ওদিকে মারাঠা হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌তো না। রাণা রাজসিংহ আপনারই হিতার্থে এই কথা লিখেছিলেন। আপনি তাঁকে তুচ্ছ করে' নিজের এই সর্ব্বনাশ টেনে আন্‌ছেন। রাজাধিরাজ! জান্‌বেন যে, ভয় দেখিয়ে এই প্রকাণ্ড জাত্‌কে কেউ শাসন ক'র্ত্তে পার্ব্বে না। তা'রা ইচ্ছা করে' যদি অধীন থাকে ত থাক্‌বে আর যদি সমস্ত জাতি বিরক্ত হয়, ত তাদের শুদ্ধ মিলিত উষ্ণনিশ্বাসে মোগলসাম্রাজ্য উড়ে যাবে।

ঔরং। আমি এ বিষয় চিন্তা ক'র্ব্ব, দিলীর খাঁ! আমার মাথা ধ'রেছে। আমি এখন ভাব্‌তে পার্চ্ছি না।

এই বলিয়া সম্রাট্ চলিয়া গেলেন।

দিলীর। ভগবান্ তোমার মতি ফেরান, ঔরংজীব!

আজীম। [স্বগত] আকবর ভারতের ভাবী সম্রাট্!—এ হ'বে না! এ হ'তে পারে না।

দিলীর। [স্বগত] কুমার আজীমের চেহারাটা বড় সুবিধার বোধ হ'চ্ছে না! [প্রকাশ্যে] কি ভাব্‌ছেন, সাহজাদা?

আজীম। সে কথা তোমার সঙ্গে বিচার্য্য নয়, সেনাপতি!—বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

দিলীর। হুঁ!—একটা বিশেষ কিছু হ'য়েছে। এ শুধু দোবারীর পরাজয় নয়—কুমারের মনে একটা বেশ খট্‌কা লেগেছে!

শ্যামসিংহ। তুমি হেরে এলে, দিলীর খাঁ?

দিলীর সহসা শ্যামসিংহের প্রতি ফিরিয়া কহিলেন—"হ্যাঁ—এলাম বৈকি, চাঁদ! হ্যাঁ, চাঁদ, হেরে' এলাম।—আপনার মনে বড় আক্ষেপ হ'য়েছে, মহারাজ! না?—যে, রাজপুতজাত্ শক্তিবলে জেগে উঠ্‌বে? খোসামোদের জোরে নয়—গায়ের জোরে উঠ্‌বে। এটা আপনার সইছে না।—না?

শ্যামসিংহ। না, আমি ব'ল্‌ছিলাম যে—

দিলীর। দরকার কি?—ভগবান্! তোমার অদ্ভুত সৃষ্টি! যে জাতে দুর্গাদাস জন্মায়, সেই জাতেই শ্যামসিং জন্মায়।—এক জাত্?—আচ্ছা সিংহ মহাশয়! আপনার নাম শ্যামসিংহ না হয়ে শ্যামসুজজোহা হলে' ঠিক হোত না?

নেপথ্যে কোলাহল শ্রুত হইল।

শ্যাম। ও কি শব্দ? জয়োল্লাসধ্বনি!—দুর্গাদাস এখানে এসে আমাদের আক্রমণ করেনি ত?

দিলীর। পালাও, মহারাজ! পৈতৃক প্রাণটা রাখো।

শ্যাম। না, ওরা "আল্লা আল্লা হো" বলে' চেঁচাচ্ছে।—ওরা আমাদের সৈন্য।

দিলীর। আপনাদের সৈন্যই বটে। যদি আমাদের সৈন্য হোত

ত—"হর হর ব্যোম" বলে' চেঁচাত।—না? আচ্ছা, মহারাজ! আপনাকে খোসামুদে বিদ্যাটা কে শিখিয়েছিল?

শ্যামসিংহ। কেন?

দিলীর। সে একটা ভারি ওস্তাদ মানুষ হবে। কি কর্ত্তব্যই শিখিয়েছিল!—বাঃ!

সাহজাদা আকবর প্রবেশ করিলেন।

শ্যামসিংহ। এই যে সাহজাদা আকবর!

দিলীর। সত্যই ত! সাহজাদাই ত বটে। বন্দিগি, কুমার—শুন্‌ছিলাম যে যুবরাজ শত্রুহস্তে বন্দী—সে সংবাদ তবে মিথ্যা।

শ্যামসিংহ। আমি জানি—ও মিথ্যা।

দিলীর। হাঁ নিশ্চয় মিথ্যা; মহারাজ যখন ব'লেছেন মিথ্যা, তখন নিশ্চয়ই মিথ্যা—কেমন মহারাজ! হ'চ্ছে কি না?

শ্যামসিং। সাহজাদা নিশ্চয় শত্রুজয় করে' ফিরে এসেছেন?

দিলীর। হাঁ, আমি ত তাই ভাব্‌ছিলাম।—যুবরাজ রাণাকে কি বন্দী করে' এনেছেন?—নৈলে এত জয়োল্লাস-ধ্বনি কেন?

আকবর। না, দিলীর! আমিই রাণার হাতে বন্দী হ'য়েছিলাম।

শ্যামসিংহ। কৌশলে মুক্ত হয়ে এসেছেন?

আকবর। না মহারাজ!—রাণার বদান্যতায়।—দিলীর খাঁ! রাজপুত জাত্‌টা যুদ্ধ ক'র্ত্তে জানে।

দিলীর। বলেন কি, যুবরাজ?

আকবর। শুদ্ধ যুদ্ধ ক'র্ত্তে জানে, তা নয়। ক্ষমা ক'র্ত্তে জানে।

দিলীর। অদ্ভুত আবিষ্কার!

শ্যাম। এখন, মুক্ত হ'লেন কিরূপে?

দুর্গাদাস।

আকবর। দিলীর!—শোন—

দিলীর। মহারাজকে বলুন—উনি বড় ব্যস্ত হয়েছেন।

আকবর। শুনুন, মহারাজ! আমি যখন আরাবলির গিরিসঙ্কটে পিঞ্জরাবদ্ধ, সসৈন্যে অনাহারে মৃতপ্রায়; তখন রাণা তাঁর পুত্র জয়সিংহকে পাঠিয়ে দিলেন—আমাকে বধ ক'র্ত্তে নয়, বন্দী ক'র্ত্তে নয়; আমাকে খাদ্য দিতে, আমাকে মুক্ত ক'র্ত্তে।—আর কি চাও?

দিলীর। রাণা আরও একটা কাজ ক'র্ত্তে পার্ত্তেন, তাঁর এক কন্যার সঙ্গে সাহজাদার বিয়ে দিতে পার্ত্তেন।—যান, এখন ভিতরে যান। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছেন, সেই যথেষ্ট।—চলুন, মহারাজ!—না, মহারাজের এখানে আজ নিমন্ত্রণ আছে?

সকলে বিভিন্নদিকে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—রাজপুতশিবির। কাল—অপরাহ্ণ। রাণা রাজসিংহ ও যশোবন্তের রাণী উপবিষ্ট। সম্মুখে মোগলপতাকা হস্তে দুর্গাদাস ও রাজপুত সামন্তগণ দণ্ডায়মান।

রাজসিংহ। ধন্য, দুর্গাদাস! তুমি মোগলকে মেবার হ'তে প্রতাড়িত ক'রেছো।

রাণী। ধন্য, দুর্গাদাস! তুমি বেগমকে বন্দী ক'রেছো।—আজ প্রতিশোধ নেবো।

দুর্গাদাস।

রাজসিংহ। কি? দুর্গাদাস! তুমি সম্রাটের বেগমকে বন্দী ক'রেছো? কোন্ বেগম?

দুর্গাদাস। কাশ্মীরী বেগম।

রাজ। তাঁকে বন্দী ক'রেছো? তৎক্ষণাৎ তাঁকে মুক্ত ক'রে দাওনি?

দুর্গাদাস। রাণা! আমি সেনাপতি মাত্র। যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে বন্দী কর্ব্বার অধিকার আমার। তাকে মুক্ত কর্ব্বার অধিকার রাজার।

রাজসিংহ। যাও, দুর্গাদাস! বেগমসাহেবকে এক্ষণেই মুক্ত করে' সসম্মানে সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দাও।

রাণী। কেন দিব, রাণা?

রাজসিংহ। নারীর সঙ্গে আমাদের বিবাদ নাই।

রাণী। নাই বটে! তবে আমি এসে আপনার আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছি কেন, মহারাণা? আমাকে বন্দী কর্ব্বার জন্য কি এই প্রকাণ্ড যুদ্ধ নয়? আমি যদি এ যুদ্ধে সম্রাজ্ঞীর বন্দী হ'তাম, সম্রাজ্ঞী কি ক'র্ত্তেন?

রাজসিংহ। মোগলের নীতি আমরা অনুকরণ ক'র্ত্তে বসিনি।

রাণী। না, মহারাণা! আমি এই বেগমকে ছেড়ে দেবো না। আমি প্রতিশোধ নেবো।

রাজসিংহ। প্রতিশোধ? কিসের প্রতিশোধ, মহামায়া?

রাণী। কিসের? কিসের নয় তাই জিজ্ঞাসা করুন! এই কাশ্মীরী বেগমই আমার পতিপুত্রকে হত্যা করিয়েছে! এই কাশ্মীরী বেগমই আমাকে বন্য পশুর মত স্থান হ'তে স্থানান্তরে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে—এর শোধ নেবো, রাণা! আমি তাকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে ছাড়্‌বো না। প্রতিশোধ নেবো!

রাজসিংহ। কি প্রতিশোধ নেবে?

রাণী। তা এখনো ঠিক করে' উঠ্‌তে পারিনি, রাণা। এ বিষয়ে চিন্তা ক'র্ব্ব। ভেবে ব'ার ক'র্ব্ব। তিলে তিলে তাকে পোড়ালে যথেষ্ট হবে না। সর্ব্বাঙ্গে তার সূচীভেদ ক'ল্লে যথেষ্ট হবে না। ভেবে বা'র ক'র্ব্ব। নূতন যন্ত্রণার যন্ত্র আবিষ্কার ক'র্ব্ব। নারীর উচিত শাস্তি নারীই বোঝে।

রাজসিংহ। মহামায়া! পাপের শাস্তি দেবার তুমি আমি কে? যিনি দেবার তিনি দেবেন।

রাণী। [উঠিয়া) তিনি?—কোথায় তিনি? তিনি কোথায়? তিনি হাত গুটিয়ে ব'সে আছেন। আকাশের বজ্র চিরদিন পাপীর শিরেই পড়ে না, মহারাজ! পুণ্যাত্মার শিরেও পড়ে। ভূকম্পে এক পাপীর গৃহই ভগ্ন হয় না, নিরীহ বেচারীর কুঁড়েখানি আগে ভাঙ্গে। প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ক্ষুদ্র শষ্পই ডোবে, বিরাট মহীরুহ তেমনিই মাথা উঁচু করে' থাকে। ঈশ্বরের নিয়ম ধর্ম্ম-অধর্ম্ম বিচার করে না—যেখানে দুর্ব্বল, জীর্ণ, স্থবির পায়, আগে গিয়ে তারই টুটি চেপে ধরে।

রাজসিংহ। রাণী! উদ্ধত হয়ে ঈশ্বরের উপর বিচার ক'র্ত্তে বোসো না। জেনো—তাঁর নিয়মে অন্তিমে অধর্ম্মের পতন হবেই।

রাণী। সে কবে?—আমি ত তা আজ পর্য্যন্ত দেখ্‌লাম না, রাণা! আমি ত আজ পর্য্যন্ত দেখেছি—সারল্য আজীবন শাঠ্যের চরণে পড়ে' ভিক্ষা মেগেছে, শাঠ্য একবার ফিরেও চায়'নি। সত্য চিরকালটা মিথ্যার দাস্য ক'রেছে, মাথা উঠাতে পারে নি। আমি চিরদিন দেখেছি—ন্যায়ের ক্ষেত্রে উড্ডীন অন্যায়ের বিজয় নিশান। আমি চিরদিন শুনে এসেছি—ধর্ম্মের ভগ্ন মন্দিরে আধ্মাত অধর্ম্মের জয়ভেরী। পুণ্যের শ্যামল রাজ্যের উপর দিয়ে পাপের ভৈরব রক্তবন্যার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে; শ্যামলতার চিহ্নমাত্র নাই। উৎকোচে, অত্যাচারে, মিথ্যাবাদিতায় পৃথিবী ভরে'

গেল।—তবু বলেন অন্তিমে ধর্ম্মের জয় হবে!—সে কবে—কবে—কবে?—

রাজসিংহ। ক্ষান্ত হও, মহারাণী! তুমি উত্ত্যক্ত হ'য়েছো! ধৈর্য্য ধর।

রাণী। ধৈর্য্য, রাণা? আপনি যদি নারী হ'তেন, আর আপনার দূরে প্রোষিত ভর্ত্তা বিশ্বাসঘাতকের বিষে প্রাণত্যাগ ক'র্ত্তো; আপনার সরল উদার পুত্রের যদি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা হোত; ক্ষুদ্র নিঃসহায় নিরীহ শিশুকে নিয়ে—আমার মত আপনার যদি প্রতাড়িত হ'য়ে দেশ হ'তে দেশান্তরে পরের দুয়ারে ভিখারী হ'য়ে বেড়াতে হোত, ত বুঝ্‌তেন।—ধৈর্য্য!—না, রাণা—আমি সেই পাপীয়সীকে ছাড়্‌বো না।

রাজসিংহ। দুর্গাদাস! আমি জীবিত থাক্‌তে অবলার প্রতি অত্যাচার দেখ্‌বো না। যাও, তুমি তাঁকে সসম্মানে সম্রাটের করে সমর্পণ কর।

রাণী। দুর্গাদাস! তুমি রাণার ভৃত্য নও। আমার কর্ম্মচারী।

দুর্গাদাস। ক্ষমা ক'র্ব্বেন, মহারাণী! এ যুদ্ধে আমরা সকলেই রাণার ভৃত্য। বেগম আজ মেবারের রাণার বন্দী; মাড়বারের মহিষীর নয়। মহারাণী! আত্মবিস্মৃত হবেন না। আপনারই রক্ষার্থে রাণা এই যুদ্ধে অস্ত্র ধ'রেছেন। রাণার প্রতি রূঢ় হবেন না। তাঁর আজ্ঞার অবাধ্য হবেন না।

রাণী কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন। পরে কহিলেন, "তুমি সত্য কথা ব'লেছো, দুর্গাদাস।"—পরে রাণার সম্মুখে নতজানু হইয়া কহিলেন—"রাণা! মার্জ্জনা করুন। যন্ত্রণায় উত্ত্যক্ত হ'য়ে দুর্ব্বিনীত হ'য়েছি; ক্ষমা করুন! কিন্তু যদি বুঝ্‌তেন, রাণা, এই তীব্র বেদনা, এই নিদারুণ জ্বালা, এই গাঢ় অন্তর্দ্দাহ।—ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়েছি! ক্ষমা করুন!"

রাজসিংহ। ক্ষমা ক'রেছি, মহামায়া! তবে তুমি যে ক্ষমা আমার কাছে চাইলে, সেই ক্ষমা এই সম্রাজ্ঞীর প্রতি দেখাও। তাঁকে তোমার

কাছে বিচারার্থে রেখে যাচ্ছি। তাঁকে ক্ষমা ক'রে তোমার মহত্ত্ব দেখাও! মহামায়া! নারী স্নেহ দয়া ভক্তি ক্ষমা গুণেই পূজ্যা। তাতেই তার শক্তি।—আর যদি শাস্তি দিতে চাও, মা, মনে কর কি মা যে, তোমার অত্যাচারীকে যদি তুমি হাস্যমুখে ক্ষমা কর—সে তার কম শাস্তি?

রাণী। উত্তম! সম্রাজ্ঞীকে নিয়ে এসো, দুর্গাদাস।

দুর্গাদাস প্রস্থান করিলেন।

রাজসিংহ। তবে তোমার দয়ার উপর নির্ভর করে' সম্রাজ্ঞীকে রেখে গেলাম, মহামায়া।—বলিয়া রাণা চলিয়া গেলেন।

রাণী। তাই হোক! আমি তার উপর বিচার ক'র্ব্ব—এই বিচারাসনে বসে'—সেই যথেষ্ট। ভারতের সম্রাজ্ঞী, ঔরংজীবের বেগম, আমার পতিপুত্রহন্ত্রী শত্রু আজ আমার সম্মুখে বন্দী হ'য়ে দাঁড়াবে; আমি সিংহাসনে বসে', নীচুপানে তার মুখের দিকে চেয়ে, তাকে প্রাণভিক্ষা দিব। তাই বা মন্দ কি?—ঐ আসছে। এখনো মুখে সেই দর্প, চাহনীতে সেই দীপ্তি, পদদাপে সেই গর্ব্ব!—জগদীশ্বর! পাপকে এমন উজ্জ্বল করে' তৈইরী ক'রেছিলে!

সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ারসহ দুর্গাদাস পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

রাণী। সেলাম, বেগম সাহেব!

গুলনেয়ার। যশোবন্তসিংহের রাণী?

রাণী। হাঁ! চিন্তে পাচ্ছে'ন না? অথচ আমাকে বন্দী ক'র্ব্বার জন্যই এই বিরাট আয়োজন। আপনি আমার পতিপুত্র খেয়েছেন। তাতেও ও রাক্ষসী-উদর ভরিনি। এখন আমায় আর আমার ছোটছেলেকেও খেতে চান! এর মধ্যে সব ভুলে গেলেন? এত ভুল ক'লে' চ'ল্‌বে কেন, বেগম সাহেব?

দুর্গাদাস।

গুলনেয়ার। তুমিই দুর্গাদাস!

দুর্গাদাস। হাঁ জাঁহাপনা!

গুলনেয়ার। আমাকে এখানে এনেছো কেন?

রাণী। আপনার বিচার হবে।

গুলনেয়ার। আমার বিচার? কার কাছে?

রাণী। আমার কাছে।—কথাটা একটু রূক্ষ ঠেক্‌ছে, না? কি ক'র্ব্বেন বলুন।—চাকা ঘুরে গিয়েছে বেগম সাহেব! কি! দুর্গাদাসের পানে অত চাইছেন যে? ভাব্‌ছেন এতদূর আস্পর্দ্ধা এই কাফেরের যে আপনাকে বন্দী করে! তাই ভাব্‌ছেন—না? এখন কি শাস্তি চান?

গুলনেয়ার। আমি তোমার বন্দী; যা ইচ্ছা হয় কর।

রাণী। যা ইচ্ছা তাই ক'র্ব্ব? সে বড় কঠোর হবে, বেগম সাহেব। আমার যা ইচ্ছা, সে শাস্তি দিলে সৈতে পার্ব্বে না। সে বড় নিদারুণ শাস্তি। নরকের জ্বালা তার কাছে বসন্তবায়ুর মত শীতল, শত বৃশ্চিকের দংশনের যন্ত্রণাও তার কাছে শৈলনির্ঝরবারির মত স্নিগ্ধ! আমার যা ইচ্ছা?—আমার কি ইচ্ছা জানো বেগম সাহেব?—যাক্—তুমি আমাকে বন্দী ক'র্লে কি ক'র্ত্তে, ভারতসম্রাজ্ঞী?

গুলনেয়ার। কি ক'র্ত্তাম? তোমায় আমার পাদোদক খাওয়াতাম। পরে বধ ক'র্ত্তাম।

রাণী। এখনও তেজ যায় নি! বিষদাঁত ভেঙ্গে গিয়েছে, তবু আস্ফালন যায় নি! বেগমসাহেব! বড় আশায় নিরাশ হ'য়েছো। আজ আমি তোমার বন্দী না হ'য়ে, তুমি আমার বন্দী! দেখ, গুলনেয়ার! ভারতসম্রাজ্ঞী! তুমি আজ আমার মুষ্টিগত। ইচ্ছা ক'র্লে তোমায় আমার পাদোদকও খাওয়াতে পারি, বধ ক'র্ত্তেও পারি! কিন্তু তা কিছুই

ক'র্ব্বো না। আমি তোমাকে মুক্ত করে' দিলেম। সেনাপতি! এঁকে রেখে এসো এঁর স্বামীর কাছে।—[গুলনেয়ারকে] যাও—দাঁড়িয়ে রৈলে যে!—আশ্চর্য্য হ'চ্ছো?—এই রাজপুতের প্রতিশোধ।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—দিল্লীর প্রাসাদের বহিঃকক্ষের বারান্দা। কাল—প্রভাত। তাহবর খাঁ ও আকবর দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিলেন।

তাহবর। তাই ত! তোমাদের তা'লে রাজপুতেরা ঠিক্ ইঁদুরের কলে ফেলেছিল?

আকবর। অবিকল! আমরা বরাবর সোজা গিয়ে দেখি যে সে দিকে বেরোবার পথ নাই। ফিরে গিয়ে দেখি সে দিক্‌ও বন্ধ।

তাহবর। আর পাহাড়ের উপর থেকে রাজপুতেরা মজা দেখ্‌ছিল—যে, ঠিক কলের ভিতর ইঁদুরের মত তোমরা একবার এদিক্ একবার 'ওদিক্ ক'রে' বেড়াচ্ছো?

আকবর। আর সে গিরিপথ এমন সংকীর্ণ যে, ১০০জন মানুষ পাশাপাশি হ'য়ে দাঁড়াতে পারে না। আমাদের সৈন্যেরা কে কোথায় আছে, দেখ্‌বার যো নাই—এমনি সংকীর্ণ!

তাহবর। দেখ্‌লে বুঝি—সব পাহাড়ের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে?

আকবর। হাঁ, দস্তুর মত।—এমনি জড়িয়ে গিয়েছে যে—

তাহবর। বোঝা দুষ্কর যে, কোন্‌গুলো পাহাড় আর কোন্‌গুলো সৈন্য?

আকবর। না। তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

তাহবর। যাচ্ছিল না কি?—যুদ্ধ তা'লে হ'লো না?

আকবর। যুদ্ধ ক'র্ব্ব কার সঙ্গে? পাহাড়ের সঙ্গে?—শত্রুরই সন্ধান পেলাম না।

তাহবর। ঐ আমি বরাবর বলে' আস্‌ছি, রাজপুত জাত্‌টা যুদ্ধই জানে না।—একটা প্রথা মেনে চলে না। কেউ কখন শুনেছো যে, না খেতে দিয়ে যুদ্ধে জেতা!

আজীমের প্রবেশ।

তাহবর। বন্দিগি, সাহজাদা!

আজীম। [সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া] আকবর শুনেছো?

আকবর। কি, আজীম?

আজীম। এবার যুদ্ধে তোমার এই পরাজয়ে পিতা বড়ই ক্ষুব্ধ হ'য়েছেন।

আকবর। তা কি ক'র্ব্বো!—আর আজীম, এ যুদ্ধে আমিই একা পরাজিত হই নি। স্বয়ং দিলীর খাঁ—

আজীম। দিলীর খাঁর উপরও পিতা সন্তুষ্ট হন নি।

আকবর। আর সম্রাট্‌ নিজে? আর তুমি? তোমরাই জিতে এসেছো নাকি?

আজীম। আমরা যুদ্ধ ক'রেছিলাম। যুদ্ধে পরাজয় হ'য়েছে।

আকবর। আর আমি?

আজীম। বিলাসে কালহরণ ক'রেছিলে।—অন্ততঃ পিতা তাই বলেন।

আকবর। বলেন কি ক'র্ব্ব?

তাহবর। কুমার যুদ্ধ ক'র্ব্বেন কার সঙ্গে, সাহজাদা?

আজীম। চোপ রও!

দুর্গাদাস।

তাহবর। ওরে বাবা—

আকবর। তা এখন কি কর্ত্তে হবে ?—আমি ভীরু, বিলাসী, নৃত্যগীতপ্রিয়। তা হবে কি ?

আজীম। হবে আর কি ? আকবর! জানো, পিতা তোমাকে অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করে' তোমাকে ফের বঙ্গদেশে পাঠাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে নিরস্ত ক'রেছি—অনেক অনুনয়ের পর। জেনো, পিতা তোমার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন ;—সাবধান! পিতার কাছে এখন বেশী ঘেঁষো না! আমি বন্ধুভাবে ব'ল্‌ছি।

[প্রস্থান।]

তাহবর। কি বলেন, কুমার!—গতিক বড় সুবিধার নয়। আপনি যুদ্ধটা না জিতে বড়ই বেকুবি ক'রেছেন।

আকবর। আমি কি ইচ্ছা করে' হেরেছি নাকি ?

তাহবর। তা বটে! তবে ইচ্ছা না করে'ও হারা উচিত ছিল না। সাম্রাজ্যটা বা যদি কখন পাবার আশা ছিল—তা গেল।

আকবর। তবে সাম্রাজ্য পাবেন কে ?

তাহবর। আজীম। দেখ্‌লেন না, কি রকম আমার পানে ফোঁস করে' উঠ্‌লেন। পেছোনে বিষ না থাক্‌লে অমন 'কুলো পানা' চক্র হয় ? ওঁর তাড়াতে আমি কি রকম মুষড়ে গিয়েছিলাম দেখ্‌লেন না ?

আকবর। আজীম ত নিজে ভারি বীর! উনিই কি জিতে এসেছেন নাকি ?—হেরে—বেগম সাহেবকে পর্য্যন্ত হারিয়ে এসেছেন। রাজপুত উদার জাতি, তাই বেগম সাহেবকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

তাহবর। আজীম হেরে এসেছেন সত্য ; কিন্তু সে হারটা সম্রাটের নিজের কি না! সম্রাট্ কিছু মুখ ফুটে ব'ল্‌তে পারেন না। আজীম

ছিলেন সম্রাটের অধীন কর্ম্মচারী। আর আপনি ছিলেন স্বাধীন সেনাপতি।

আকবর। আজীম সম্রাটের প্রিয়পাত্র—কেন না সে খোসামুদে, গোঁড়া মুসলমান—মদ ছোঁয় না, গান শোনে না, দশবার নেওয়াজ পড়ে।—ভণ্ড!—কেবল সম্রাটকে খুসী রাখ্‌বার ফন্দি।

তাহবর। আপনিও তাই করুন না কেন?

আকবর। তাহবর!—আমি রাজ্য ত্যাগ ক'র্ত্তে প্রস্তুত আছি; সুরা, নারী আর গান ত্যাগ ক'র্ত্তে প্রস্তুত নই। আমি আজীমের মত নীচ নই। দরাজ হাতে জীবন ব্যয় করি।—যত নীচ, ভীরু, কৈতববাদী!

তাহবর। চুপ!—সম্রাট্ আস্‌ছেন—মাথা সামাল!

আকবর বিনাবাক্যে অলক্ষিতভাবে চলিয়া গেলেন। ঔরংজীব ও দিলীর খাঁ প্রবেশ করিলেন।

ঔরংজীব। কি! দুর্গাদাস ঝালোর জয় ক'রেছে? আর পুর-মণ্ডলে সুবলদাস খাঁও রোহিলাকে পরাস্ত ক'রেছে?

দিলীর। হাঁ, জাঁহাপনা!—আরো আছে। দয়াল সাহা মোগল সৈন্যকে মালব থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন সে কাজিদের ধরে' শ্মশ্রু-মুণ্ডন ক'চ্ছে, কোরাণ কূপে নিক্ষেপ ক'চ্ছে, মস্‌জিদ সব ভূমিসাৎ কচ্ছে।

ঔরংজীব। কি! শেষে ধর্ম্মের উপর অত্যাচার!

দিলীর। তা'রা এ জিনিষটা জান্তো না। সম্রাট্ই পথ দেখিয়ে-ছেন। সম্রাট্ হিন্দুর বেদ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন নি? ব্রাহ্মণকে ধরে' কল্মা পড়ান নি? তীর্থ অপবিত্র করেন নি? দেবমন্দির বিচূড় করেন নি?—জনাব! কথা শুনুন! হিন্দুবিদ্বেষ পরিত্যাগ করুন, জীজীয়া কর রদ করুন। হিন্দু মুসলমান এক হোক।

দুর্গাদাস।

ঔরংজীব। কখন না! আমি যত দিন জীবিত আছি, ততদিন মুসলমান মুসলমান, কাফের কাফের।—দিলীর খাঁ! দাক্ষিণাত্য হ'তে মৌজামকে আস্‌তে লিখ্‌ছি। এবার সমস্ত মোগল সৈন্য নিয়ে মাড়বার আক্রমণ ক'র্ব্ব। দেখি কি হয়!—তাহবর খাঁ! সত্তর হাজার সৈন্য নিয়ে মাড়বারের বিপক্ষে যাত্রা কর। আরো সৈন্য আকবরের অধীনে পাঠাচ্ছি; আমি নিজে সসৈন্যে পিছে যাচ্ছি। দেখ—যদি মাড়বার জয় ক'র্ত্তে পারো, এক সাম্রাজ্যখণ্ড তোমায় দিব। যদি না পারো—তোমার পুরস্কার লৌহশৃঙ্খল। [প্রস্থান।]

তাহবর। কি বলেন, খাঁ সাহেব?

দিলীর। আমি একবার দেখ্‌লাম; তুমিও একবার দেখ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—দিল্লীর প্রাসাদের অন্তঃপুরস্থ প্রমোদ উদ্যান। কাল—সায়াহ্ন। সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ার সেই উদ্যানে বিচরণ করিতেছিলেন।

গুলনেয়ার। কি দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ দেহ! কি উচ্চ প্রশস্ত ললাট! কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! কি দৃঢ়নিবদ্ধ বঙ্কিম ওষ্ঠযুগল!—সুন্দর পুরুষ এই দুর্গাদাস! কিন্তু কি আশ্চর্য্য!—সে একবার আমার পানে গদগদভাবে চাহিল না? জগতে এই অতুলনীয় রূপ সে বিস্মিত হ'য়ে দেখিল না? এ চাহনির জ্যোতির ছটায় সে অন্ধ হ'য়ে গেল না? আমার করস্পর্শের তাড়িতপ্রবাহে সে মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়্‌লো না? জগদীশ্বর! তোমার জগতে এ রকম মানুষ আছে!—

গাইতে গাইতে রাজিয়ার প্রবেশ।

গীত।

কেমনে কাটাবো সারা রাতি রে, সে বিনা সই।
—পলক না হেরে যারে বাঁচিনা বাঁচিনা সই!
রাখি' এ হৃদয়পুরে, যারে মনে হয় দূরে,
তারে দূরে রাখি' র'ব কেমনে—জানিনা সই।

রাজিয়া। কি, ঠান্‌দি!—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গিয়েছে। তুমি এখনও এ নির্জ্জন উদ্যানে একা?

গুলনেয়ার। একাই আমার ভালো লাগে!

রাজিয়া। আগে ত লাগ্‌তো না!—ঠানদি! আজকাল তোমাকে এত চিন্তাকুল দেখি কেন?—আগে ত এরকম ছিলে না?

গুলনেয়ার। রাজিয়া, তুই কখন ভালো বেসেছিস্?

রাজিয়া। ওমা, তা আর বাসিনি! গ্রীষ্মে আম আর বর্ষায় খিচুড়ি আমি খুব ভালো বাসি। তার পর উপরে ঐ পুষি মেনিটাকে যে কি ভালোই বাসি, ঠান্‌দি—কেমন "মেউ মেউ মেউ" করে—যদিও সেটা জানিত কোন রাগরাগিণীর সঙ্গে মেলে না।

গুলনেয়ার। দূর্! হাবা মেয়ে! বলি কোন মানুষকে ভালো বেসেছিস্?

রাজিয়া। মানুষ! বেসেছি বৈ কি—তোমায় ভালো বাসি, মাকে ভালো বাসি,—আর একজনকে ভারি ভালো বাস্‌তাম; সে মরে' গিয়েছে।

গুলনেয়ার। কে সে?

রাজিয়া। ঐ আমাদের বুড়ো বাবুর্চি। কি রান্নাই রাঁধ্‌ত, ঠান্‌দি!

দুর্গাদাস।

যেন একেবারে সুরট মল্লার—বলিয় গান ধরিয়া দিল—"পিয়াকে কহিও বর্ষা ঋতু আই"—এটা কিন্তু দেশ! মল্লারেরই কাছাকাছি।

গুলনেয়ার। তুই একটা গান গা, রাজিয়া, আমি শুনি।

রাজিয়া। [সোল্লাসে] শুন্‌বে?—রোস, এস্রাজটা আনি।

[দৌড়িয়া প্রস্থান।

গুলনেয়ার। যা হোক্, আমি আর একবার তা'কে চাই! তা'র দম্ভ চূর্ণ ক'র্ব্ব। কি স্পর্দ্ধা! আমার সম্মুখে একজন পুরুষ সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে চলে' যাবে? লালসায় জরজর হবে না? নতজানু হ'য়ে আমার কৃপাকটাক্ষ ভিক্ষা ক'র্ব্বে না?

রাজিয়ার প্রবেশ।

রাজিয়া এস্রাজ লইয়া বসিয়া কহিল—"কি শুন্‌বে?"

গুলনেয়ার। কাল ছাদের উপর রাত্রে যেটা গাচ্ছিলি!

রাজিয়া। সেটা?—সেটা ত এস্রাজে বাজাতে পার্ব্বোনা।

গুলনেয়ার। বিনি এস্রাজেই গা'।

রাজিয়া এস্রাজ রাখিয়া উঠিয়া গান ধরিল।

গান।

হৃদয় আমার গোপন করে' আর ত লো সই রৈতে নারি।
ভরা গাঙে ঝড় উঠেছে থর থর কাঁপ্‌ছে বারি।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে নৃত্য তুলে ছাপিয়ে উঠে কূলে কূলে,
বাঁধ দিয়ে এ মত্ত তুফান আর কি ধরে' রাখ্‌তে পারি।
মানের মানা শুন্‌বো না আর, মান অভিমান আর কি সাজে,
মানের তরী ভাসিয়ে দিয়ে, ঝাঁপ দেবো এই তুফান মাঝে;
যাবো তার তরঙ্গে চড়ি', দেখ্‌বো গিয়ে কোথায় পড়ি;
জীবন যখন ক'রেছি পণ, মরমের ধার আর কি ধারি!

রাজিয়া। এটা হ'চ্ছে ছায়ানট—ছায়া আর নট—পঞ্চম থেকে একেবারে রেখাব [সুর করিয়া] ভারি সুন্দর! না?

গুলনেয়ার। সত্যই ভরা গাঙে ঝড় উঠেছে! 'বাঁধ দিয়ে এ মত্ত তুফান আর কি ধরে' রাখ্‌তে পারি'? দরকার কি! ধরে' রাখ্‌তেই বা যাবো কেন? ভালবাসার প্রবল উচ্ছ্বাস এসে আমায় গ্রাস করুক; আমায় ছেয়ে ফেলুক। উচ্ছৃঙ্খলেই আমার আনন্দ; বিরাটেই আমার উল্লাস। তবে এই দুর্গাদাসকে আমি চাই। যশোবন্তের রাণী আমার উপলক্ষ্য মাত্র। আমার লক্ষ্য দুর্গাদাস। ঔরংজীব!—মাড়বার আক্রমণ কর। এই দুর্গাদাসকে আমি চাই।

[প্রস্থান।

রাজিয়া। কি রকম! ঠানদি কি বিড়ির বিড়ির ব'কৃতে ব'কৃতে চলে' গেল? এমন ছায়ানট্ বুঝ্‌লে না।—এই বলিয়া রাজিয়া মুখে কৃপাপ্রকাশক ধ্বনি করিয়া ছায়ানট্ ভাঁজিতে ভাঁজিতে চলিয়া গেল।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—মাড়বার পর্ব্বতশ্রেণী। কাল—প্রভাত। দুর্গাদাস ও ভীমসিংহ মুখোমুখি দাঁড়াইয়া। অদূরে গ্রামবাসিগণ কোলাহল করিতেছিল।

দুর্গাদাস। ভীমসিংহ! সম্রাট্ সমস্ত মোগলসৈন্য নিয়ে মাড়বার আক্রমণ ক'রেছেন!—এবার আমাদের জীবন মরণের সমস্যা। এবার রাজপুত জাতির হয় উচ্ছেদ, না হয় উত্থান,—বীর! এই মহাসমরের জন্য প্রস্তুত হও।

দুর্গাদাস।

ভীম। সেই জন্যই পিতা আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আমি এসেছি এই যুদ্ধে প্রাণ দিতে।

দুর্গাদাস। শিশোদীয় বীর! তোমার শৌর্য্য, তোমার স্বার্থত্যাগের কথা অবগত আছি। কিন্তু মেবার যুবরাজ! তুমি মহৎ আছো; তোমায় মহত্তর হ'তে হবে। তুমি বীর; কিন্তু এ যুদ্ধে তোমার বীর্য্যের শিখরে উঠ্‌তে হবে।

ভীম। নিশ্চিন্ত থাকুন, সেনাপতি। এ যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন ক'র্ত্তে এসেছি—কর্ত্তব্যজ্ঞানে। সে কর্ত্তব্য নিজের প্রতি, পিতার প্রতি, রাজপুত জাতির প্রতি। সে কর্ত্তব্যের পথ হ'তে ভীমসিংহ স্খলিত হবে না। আমায় বিশ্বাস করুন।

দুর্গাদাস। ভীমসিংহ! আমরা তোমায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

ভীম। মহারাণী কোথায়?

দুর্গাদাস। তিনি সমস্ত মাড়বারে;—নগরে, গ্রামে, অরণ্যে, পর্ব্বতে। তিনি স্বয়ং সৈন্যসংগ্রহ ক'চ্ছেন—জাতিকে উত্তেজিত ক'চ্ছেন! মাড়বার যশোবন্তসিংহের মৃত্যুতে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে প'ড়েছে! তাই মহারাণী স্বয়ং মাড়বার জাতিকে একত্রিত ক'র্ত্তে বেরিয়েছেন!

ভীম। আমি তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ ক'র্ত্তে চাই।

দুর্গাদাস। আজই সাক্ষাৎ হবে, কুমার! তিনি আজ প্রভাতেই এই গ্রামেই আস্‌বেন। আমি তাঁর উদ্দেশ্যেই এসেছি।

সমরদাসের প্রবেশ।

দুর্গাদাস। সংবাদ পেয়েছো, দাদা?—

সমর। হাঁ, মোগলসেনাপতি তাহবর খাঁ ৭০,০০০ সৈন্য নিয়ে

মাড়বার অভিমুখে আস্‌ছেন! কুমার আকবরের সঙ্গে আরো সৈন্য পিছনে আস্‌ছে।

দুর্গাদাস। আর সম্রাট্‌?

সমর। তিনি সসৈন্যে আজমীরে। তাঁর সঙ্গে লক্ষাধিক সৈন্য।

দুর্গাদাস ভীমসিংহের দিকে চাহিলেন।

ভীম। রাঠোর সৈন্য কত, সেনাপতি?

দুর্গাদাস। ১০০০০। আমাদের লক্ষাধিক সৈন্য ছিল; যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুতে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে গিয়েছে—অনেক সৈন্য যুদ্ধ ছেড়ে ব্যবসা কি কৃষি ধ'রেছে। মহারাণী তাদেরই ডাক্‌তে বেরিয়েছেন। দেখ্‌ছো গ্রামবাসীদের? যেন জীবন নাই। কিন্তু এরাই উত্তেজিত হবে। মহারাণীর মুখে, বক্তৃতায়, উত্তেজনার একটা তাড়িত শক্তি আছে।—তিনি আজ যেন একটা কি স্বর্গীয় প্রেরণায় উদ্দীপিত! তাঁর কথায় আজ হিম পাথরকেও উষ্ণ করে, মেষকেও ক্ষেপিয়ে দেয়।

ভীম। ঐ মহারাণী আস্‌ছেন!

দুর্গাদাস। হাঁ, ঐ আস্‌ছেন। ভীম! স'রে দাঁড়াও।

ভীম। সত্যই ত! এ যে অপূর্ব্ব, সেনাপতি! এ ত কখনও দেখি নহে! কি দানবদলনী মূর্ত্তি! পৃষ্ঠে লুণ্ঠিত ঘন কৃষ্ণ কেশরাশি, দু চারি গাছ উদ্ভাসিত কপোলে এসে প'ড়েছে; চক্ষে কি দিব্য জ্যোতি; ললাটে কি গর্ব্ব; ওষ্ঠে কি বরাভয়প্রদ হাস্য!—আর ভয় নাই, সেনাপতি! স্বয়ং মা জন্মভূমি মানবীমূর্ত্তি ধারণ করে' এসেছেন। আর ভয় নাই!

দুর্গাদাস ও ভীমসিংহের অন্তরালে অবস্থিতি, রাণী ও তৎপশ্চাতে গ্রামবাসীদিগের প্রবেশ

গ্রামবাসিগণ। জয় রাণীমাইর জয়!

প্রথম গ্রামবাসী। মহারাণীকে জায়গা ছেড়ে দাও।

দ্বিতীয় গ্রামবাসী। আমরা মহারাণীকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

রাণী একটি সন্নিহিত উচ্চ প্রস্তরের উপর দাঁড়াইয়া কহিলেন, "গ্রামবাসিগণ—সৈনিকগণ—পুত্রগণ!"

তৃতীয় গ্রামবাসী। আমরা শুন্তে পাচ্ছি না। আমরা শুন্তে পাচ্ছি না।

রাণী। শুনতে পাবে। স্তব্ধ হও।

চতুর্থ গ্রামবাসী। স্তব্ধ হও। স্থির হও।

রাণী। শোন, আমি আজ এখানে এসেছি কেন—শোন—

পঞ্চম গ্রামবাসী। আহা তোমরা স্থির হও না—শুন্তে দাও।

রাণী। আগে আমার পরিচয় দেই! শোন—আমি কে।

ষষ্ঠ গ্রামবাসী। এই চুপ কর! শুন্তে পাচ্ছি না।

রাণী। মাড়বারবাসীগণ! আমি যশোবন্তের রাণী। সম্রাট্‌ ঔরংজীবের কৌশলে হিন্দুকুশের পরপ্রান্তে আফগানিস্থানের তুষার মধ্যে আমার স্বামী—তোমাদের রাজা যশোবন্তের মৃত্যু হয়। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র—তোমাদের যুবরাজ পৃথ্বীসিংহ ঔরংজীবের কৌশলে বিষ-প্রয়োগে প্রাণত্যাগ করে। আমার কনিষ্ঠপুত্র—তোমাদের বর্ত্তমান কুমার অজিতসিংহ ঔরংজীবের গ্রাস হ'তে দূরে নিভৃতে রক্ষিত। আর আমি—তোমাদের রাণী আজ পথের ভিখারিণী!

গ্রামবাসিগণ কোলাহল করিতে লাগিল।

সপ্তম গ্রামবাসী। তা আমরা কি ক'র্ব্ব?

অষ্টম গ্রামবাসী। আমাদের ক্ষমতা কি?

নবম গ্রামবাসী। সম্রাটের এ সব অত্যাচারের কিন্তু একটা প্রতিকার করা উচিত।

দশম গ্রামবাসী। আমাদের ত রাণী বটে! আমরা ক'র্ব্ব না ত কে ক'র্ব্বে?

রাণী। শোন গ্রামবাসিগণ—আমি কিন্তু আজ নিজের দুঃখ জানাতেই তোমাদের কাছে আসিনি। আমি এসেছি আজ—আমাদের সুন্দর মাড়বারের জন্য তোমাদের সাহায্য ভিক্ষা ক'র্ত্তে! সম্রাট্ লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে মাড়বার আক্রমণ ক'র্ত্তে আস্‌ছেন। তোমরা মাড়বারের সন্তান; তোমরা রাজপুত; তোমরা বীর। তোমরা কি নিশ্চিন্ত, উদাসীন ভাবে দাঁড়িয়ে তোমাদের জন্মভূমি পরপদদলিত, নিষ্পেষিত বিধ্বস্ত হ'তে দেখ্‌বে?

একাদশ গ্রামবাসী। লক্ষাধিক সৈন্য! হায় হতভাগ্য মাড়বার!

দ্বাদশ গ্রামবাসী। সেনাপতি ঝালোর আক্রমণ না ক'র্লে এটা হ'তো না।

ত্রয়োদশ গ্রামবাসী। হাঁ। কেন সুপ্ত ব্যাঘ্রকে জাগিয়ে তোলা?

চতুর্দ্দশ গ্রামবাসী। লক্ষ মোগলসৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হীনবীর্য্য মাড়বারের পক্ষে সম্ভব নহে।

পঞ্চদশ গ্রামবাসী। কিছুতেই নয়।

রাণী। সম্ভব নয়? সম্ভব নয়? তবে তোমাদের দূর ক'রে' দলিত ক'রে' মোগল এই তোমাদের স্বর্ণভূমি অধিকার ক'র্ব্বে, তাই তোমরা নির্ব্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে? হা ধিক্! এত তরল কোমল যে জল, তাকে স্থানচ্যুত ক'র্ত্তে গেলে, সেও বাধা দেয়। আর তোমরা নীরবে নিশ্চেষ্ট ভাবে নিজের দেশকে অন্যের হাতে সঁপে দেবে? হিন্দু তোমরা! রাজপুত তোমরা! ক্ষত্রিয় তোমরা!—সম্ভব নয়? যশোবন্ত সিংহ জীবিত থাক্‌লে তাঁর সম্মুখে এ কথা ব'ল্‌তে সাহস ক'র্ত্তে

দুর্গাদাস।

না। তাঁর জন্য সকলে প্রাণ দিতে তোমরা প্রস্তুত ছিলে। যশোবন্ত সিংহের এক চাহনিতে তোমাদের রক্ত উষ্ণ হোত, তাঁর একটি কথাতে দশসহস্র তরবারি পিধান হ'তে বেরিয়ে আস্‌তো; তাঁকে অশ্বারূঢ় দেখ্‌লেই তোমাদের মিলিত জয়ধ্বনি আকাশ ধ্বনিত ক'র্ত্ত। আমি নারী! আমি তাঁর বিধবা পত্নী। আমি আজ পথের ভিখারিণী। আমার কথা শুন্‌বে কেন? আমি ত আর তোমাদের রাণী নই!

গ্রামবাসিগণ। আপনি আমাদের মহারাণী। আপনার কথা শুন্‌বো।

রাণী। শুন্‌বে যদি, তবে তোমাদের গ্রাম, কুটীর ছেড়ে চলে' এসো। তরবারি লও। ওঠ, এই ঔদাসীন্য পরিত্যাগ কর। একবার দৃঢ়পণ করে' ওঠো! ওঠো, যেমন তূরীশব্দে সুপ্ত সিংহ জেগে ওঠে! ওঠো—যেমন ডমরুধ্বনি শুনে সর্প ফণা বিস্তার করে' ওঠে; ওঠো—যেমন বজ্রধ্বনি শুনে পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনি জেগে ওঠে; যেমন ঝঞ্ঝার নিষ্পেষণে সমুদ্রের তরঙ্গকল্লোল ওঠে। ওঠো! রাজস্থান জানুক, ঔরংজীব জানুক যে, তোমাদের শৌর্য্য সুপ্ত ছিল মাত্র, লুপ্ত হয় নাই।

গ্রামবাসিগণ। মহারাণী, আমরা যাবো। কিন্তু এ যুদ্ধে জয়াশা নাই। মৃত্যুই সার হবে।

রাণী। মৃত্যু! গ্রামবাসিগণ,—মৃত্যু কি একদিন আস্‌বে না? সে যখন, বিছানায় এসে তোমার টুটি চেপে ধ'র্ব্বে, সে বড় সুখমৃত্যু নয়। কিন্তু স্বেচ্ছায়, দেশের জন্য, পরের জন্য, কর্ত্তব্যের জন্য মৃত্যুই সুখমৃত্যু।

গ্রামবাসিগণ। আমরা যাবো, মহারাণী! যেখানে আপনি নিয়ে যান, আমরা যাবো।

রাণী। এই ত তোমাদের যোগ্য কথা! শোন—আমি কাউকে

তা'র ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডাকৃছিনা! যদি কারো মাতৃভূমির প্রতি টান থাকে, যদি কারো স্বধর্ম্মের প্রতি সম্মানের জ্ঞান থাকে, যদি কেউ স্বাধীনতার জন্য প্রাণ উৎসর্গ ক'র্ত্তে প্রস্তুত থাকো—সে এসো! সে একাই একশ! ক্ষীণসংকল্প, দ্বিধাসন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে আমি চাই না! একাগ্র দৃঢ় স্থিরপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তিকে আমি চাই। দুই পথ আছে, বেছে নাও!—একদিকে বিলাস, আমোদ, আরাম, আর উপভোগ; আর একদিকে শ্রম, অনাহার, দারিদ্র্য, ও দুঃখ! একদিকে সংসার, গৃহ ও শান্তি; আর একদিকে সমরক্ষেত্র, ক্ষত ও মৃত্যু। একদিকে নিজের সুখ; আর একদিকে দেশের প্রতি কর্ত্তব্য;—বেছে নাও।

সকলে। আমরা কর্ত্তব্য বেছে নিলাম।

রাণী। উত্তম! তবে আজ সব রাঠোর মিলিত হও! তুচ্ছ বিসংবাদ এই মহাব্রতের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর। একবার সকলে এক হ'য়ে জন্মভূমিকে প্রাণ ভ'রে ডাক "মাইজিকি জয়"।

সকলে। মাইজিকি জয়!—

চতুর্থ দৃশ্য।

—)*(—

স্থান—যুদ্ধক্ষেত্রে রাজিয়ার শিবির। কাল—রাত্রি। বৃষ্টি, ঝটিকা, বিদ্যুৎ ও বজ্র। রাজিয়া গাহিতেছিলেন—

ঘন ঘোর মেঘ আই', ঘেরি' গগন,
বহে শীকরস্নিগ্ধ'চ্ছ্বসিত পবন,
নামে গভীর মন্দ্রে, গুরু গুরু গরজন।

ছুটি' উন্মাদিনী ঝঞ্ঝা, এসে
বিশ্বতলে পড়ে—লুণ্ঠিত কেশে
—মুখে হা হা স্বন।
পিঙ্গল দামিনী মুহুর্মুহু চমকে
ধাঁধি নয়ন—কড় কড় কড়কে
বজ্র সঘন।

রাজিয়া। উঃ! বাপ্‌রে! কি কোলাহল! সৈন্যদের চীৎকার! কামানের গর্জ্জন! রণবাদ্যের ধ্বনি!—হঠাৎ এ কি! কাণ ঝালা পালা করে' দিলে! মানুষগুলো সঙ্গীতশাস্ত্র কখন চর্চ্চা ক'রেছে বলে' বোধ হয় না—উঃ! [কর্ণে হস্তপ্রদান]

আকবরের প্রবেশ।

রাজিয়া। কে? বাবা?

আকবর।। হাঁ, রাজিয়া!

রাজিয়া। এঃ! আপাদমস্তক ভিজে গিয়েছে যে, বাবা! বাহিরে এ সব কি? এত কোলাহল?

আকবর। যুদ্ধ হ'চ্ছে। রাজপুত মোগলশিবির আক্রমণ ক'রেছে।

রাজিয়া। তা না হয় ক'রেছে! কিন্তু এত বেসুরো চেঁচায় কেন?

আকবর! বেসুরো কি ব'ল্‌ছিস্, রাজিয়া? ব্যাপার গুরুতর! —উঃ! কি রাশি রাশি মৃত্যু!

রাজিয়া। তা বেশ বুঝ্‌ছি। কিন্তু চেঁচায় কেন?

আকবর। কি ব'ল্‌ছিস্, রাজিয়া—এ সাক্ষাৎ মৃত্যু! মৃত্যুকে এত কাছাকাছি কখন দেখিনি!—উঃ—বাইরে কত লোক ম'চ্ছে জানিস্?

রাজিয়া। মর্চ্ছে! তাই পালিয়ে এসেছো বাবা! ভয় ক'চ্ছে? ভয় কি বাবা!—

আকবর। হয় ত আমাকে আর তোকেও আজ মর্ত্তে হবে।

রাজিয়া। যদি মর্ত্তেই হয় ত গাইতে গাইতে মর্ব্বো! তীরাপহত লহরীর মত গাইতে গাইতে নেমে যাবো!

আকবর। ও কি! বারবার রাজপুতের জয়ধ্বনি!—ঐ আরো নিকটে!

নেপথ্যে। জয় মহারাণীর জয়!

তাহবরের প্রবেশ।

তাহবর। যুবরাজ! পালান পালান।

আকবর। কেন তাহবর খাঁ?

তাহবর। আমাদের পরাজয় হ'য়েছে।

আকবর। আমাদের সৈন্যেরা কি ক'চ্ছে।—সব মরে' গিয়েছে!

তাহবর। না, সব মরেনি। তারা এ রকম অবস্থায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যা করে' থাকে—তাই ক'চ্ছে;—শত্রুকে "পশ্চাদ্ভাগ দেখহ" করে' ছুটেছে।

রাজিয়া। পালাচ্ছে! সে কি! পালাচ্ছে কেন? সেনাপতি! রাজপুতের হাতে পরাজয় মেনে পালাতে লজ্জা হ'চ্ছে না!

তাহবর। তাদের আবার লজ্জা কি! তারা ত স্ত্রীলোক নয়। —পালান সাহজাদা, এখনও সময় আছে।

রাজিয়া। আমি পালাবো না। পালাবো কেন? না হয় মর্ব্বো। বাবা! তুমি মোগল হ'য়ে কোন্ মুখে পালাবে?

তাহবর। যে মুখে যুদ্ধ হ'চ্ছে, তারই ঠিক উল্টো মুখে। পালাতে হয় আবার কোন্ মুখে ?

রাজিয়া। আমি পালাবো না।

তাহবর। তা আপনি যদি না পালান, আমরাই পালাই। আপনি স্ত্রীলোক—একটু লজ্জা হ'চ্ছে হয় ত, আমাদের সে বিষয়ে লজ্জা নাই!—কি বলেন সাহজাদা!

আকবর। উঃ! কি ভীষণ রাত্রি! কি হাহাকার! কি হত্যা!

বাহিরে। "পালাও, পালাও"! "জয় রাণার জয়" "হর হর" ইত্যাদি।

রাজিয়া। উঃ কি কোলাহল!

তাহবর। কি ভাব্‌ছেন যুবরাজ! চলে' আসুন! আপনি দেখ্‌ছি স্ত্রীলোকেরও অধম!

আকবর। উঃ কি হত্যা! এত হত্যা আমি কখন দেখিনি।

তাহবর। তা খাড়া হ'য়ে থাক্‌লে কি হবে।—ঐ—ঐ—শিবিরের দুয়োরে—এই দিকের দরোজা দিয়ে—ঐ শত্রু"—বলিয়া তাহবর পলায়ন করিলেন।

আকবর। চলে' আয় রাজিয়া!—আমরাও পালাই।

রাজিয়া। বাবা!

আকবর। কথা ক'স্‌নে, এই দিক্ দিয়ে—এই দিক্ দিয়ে আয় ব'ল্‌ছি।"—আকবর রাজিয়াকে টানিয়া লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তৎপরক্ষণেই দুইজন রাজপুত সেনানীর প্রবেশ।

১ম সেনানী। কেউ নাই—পালিয়েছে। কোন্ দিকে পালালো!

২য় সেনানী। এই দিক্ দিয়ে—

তাহারা চলিয়া গেল। সমরদাস ও আরো রাজপুত সৈন্য প্রবেশ করিল।

সমর। বল—ভগবান্ একলিঙ্গের জয়।

সকলে। জয় ভগবান্! জয় একলিঙ্গের জয়।

সমর। ভীমসিংহ কোথায়?

১ম সৈনিক। তাঁকে দেখ্‌ছি না।

সমর। যাও, অন্বেষণ কর।

[সমর ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

সমর। উঃ কি রাত্রি! কি যুদ্ধ! কি স্তূপীভূত হত্যা!

পঞ্চম দৃশ্য।

—০:*:০—

স্থান—মেবারের এক গিরিদুর্গ। হ্রদতীরে দুইটি প্রস্তর-নির্ম্মিত বেদী। কাল—জ্যোৎস্না-রাত্রি। কমলা বেদীতে বসিয়া একাকিনী গাহিতেছিলেন—

এস প্রাণসখা এস প্রাণে,
মম দীর্ঘ-বিরহ অবসানে।
কর, তৃষিত প্রাণ অভিষিক্ত, তব, প্রেমসুধারস দানে।
বন, আকুল, বনফুল-গন্ধে, বন, মুখরিত, মর্ম্মর ছন্দে,
বহে, শিহরি পবন মৃদুমন্দ, গাহে, আকুল কোকিল কুহু কুহু তানে।

দুর্গাদাস।

> একি জ্যোৎস্নাগর্ব্বিত শর্ব্বরী ; একি পাণ্ডুর তারাপুঞ্জ ;
> একি সুন্দর নীরব মেদিনী ; একি নীরব নিভৃত নিকুঞ্জ ;
> বসে' আছি পাতি' মম অঞ্চল ; অতি শঙ্কিত কম্পিত চঞ্চল।
> এস হে প্রিয় হে চিরবাঞ্ছিত !—মম প্রাণ অধীর, প্রবোধ না মানে।

জয়সিংহ গানের মধ্যে সে স্থানে উপস্থিত হইয়া সে গীত শুনিতে-ছিলেন।

কমলা। কে !—ও ! তুমি !

জয়। হাঁ আমি।

কমলা। কতক্ষণ এসেছো ?

জয়। অনেকক্ষণ।

কমলা। এতক্ষণ কি ক'র্চ্ছিলে ?

জয়। শুন্‌ছিলাম।

কমলা। কি ?

জয়। বীণার ধ্বনির সঙ্গে মৃদঙ্গ !—কি শুন্‌ছিলাম ? কি শুন্‌ছিলাম, তা ঠিক জানি না ! কিন্তু যা শুন্‌ছিলাম, তা পূর্ব্বে কখন শুনি নাই।

কমলা। বুঝেছি। তুমি আমার গান শুন্‌ছিলে।

জয়সিংহ। হবে। আমি ত এতক্ষণ এ রাজ্যে ছিলাম না। স্বপ্নরাজ্যে ছিলাম। কিন্তু শুন্‌ছিলাম কি ?—না দেখ্‌ছিলাম ? দেখ্‌-ছিলাম বুঝি, যে, কতকগুলি সুন্দর কিশোর স্বর শুভ্রপক্ষ বিস্তার করে' আকাশে বিচরণ ক'চ্ছে। শেষে সে স্বরগুলি আরো গাঢ় হ'য়ে আরো গদগদ হ'য়ে আরো উজ্জ্বল হ'য়ে একটি একটি নক্ষত্রে বিলীন হ'য়ে গেল !

কমলা। না ! তুমি এত বেশী সংস্কৃত ব'ল্লে যে, তার অর্থ বোঝা আমার অসাধ্য। সোজা প্রচলিত ভাষায় বল—বুঝ্‌তে পারি।

জয়। কমলা! তুমি যা গাইলে, প্রাণ থেকে গাইলে কি? না একটা যা মনে এলো তাই গাইলে?

কমলা। কি বোধ হয়?

জয়। জানি না। তবে মাঝে মাঝে মনে হয়, তুমি কোন যাদুকরী, আমাকে যাদু ক'রেছো!

কমলা। যাদু করার দরকার নেই। তুমি নিজেই যাদু আছো।

জয়। আমি যে নিৰ্জ্জীব, নিস্তেজ, অকর্ম্মণ্য হ'য়ে গিয়েছি।—একি ভালবাসা? না মোহ?

কমলা। যাই বল, ফল ত দাঁড়াচ্ছে এক। তুমি ত এই ক'ড়ে আঙ্গুলের চারিদিকে ঘুর্চ্ছো!

জয়। এ যদি ভালবাসা হয়, ত এ ত বড় ভয়ানক!

কমলা। ভয়ানক নাকি?

জয়। ভয়ানক নয়? যে ভালোবাসা সব উৎসাহ তেজ লুপ্ত করে, যে ভালোবাসা মানুষকে অজ্ঞানপ্রায় করে' দেয়, তার চক্ষু হ'তে বিশ্বনিখিলকে নির্ব্বাসিত করে; যাতে মানুষ মনুষ্যত্ব হারায়—সে বড় ভয়ানক অবস্থা!

কমলা। তাও ত বটে! এ ত বড় ভয়ানক! রোগ শক্ত। চিকিৎসা করা দরকার। বড়রাণীকে ডাক্‌বো নাকি? সেই একা তোমার এ রোগ সারাতে পারে। কেমন দুটো ন্যাকা কথা বলে' সেদিন তোমায় যুদ্ধে পাঠিয়েছিল। ডাক্‌বো?

জয়। না কমলা! এ রোগ তার চিকিৎসারও অসাধ্য হ'য়েছে। আর কেউ সারাতে পারে না। শোন কমলা—মাড়বারের সঙ্গে সম্রাট্ ঔরংজীবের যুদ্ধ বেধেছে। পিতা আমায় সেদিন ডেকে পাঠা-

লেন। আমি উপস্থিত হ'লে ব'ল্লেন—"যাও পুত্র! দুর্গাদাসের সাহায্যে যাও"। আমি মাথা হেঁট করে' রৈলাম। তিনি ব'ল্লেন—"কি জয়সিং! নীরব রৈলে যে?" আমি মাথা হেঁট করে' রৈলাম। পরে ব'ল্লেন—"বুঝেছি, আচ্ছা অন্তঃপুরে যাও; আমি ভীমসিংহকে পাঠাচ্ছি।" মাথা হেঁট করে' চলে' এলাম। পরে সরস্বতী এসে ভৎর্সনা ক'র্লে। কথা কৈলাম না। মনে ধিক্কার হ'ল!—আমায় এ কি ক'র্লে কমলা! আমাকে কি মোহে আচ্ছন্ন ক'রেছো! কি নেশায় বিভোর করে' রেখেছো!

কমলা। আমি কিন্তু তোমায় কিছু খাওয়াই নি টাওয়াই নি।—দোহাই ধর্ম্ম!—শেষে যে আমায় দূষ্‌বে, তা হবে না।

জয়। না কমলা, আমি তোমার দোষ দিচ্ছি না!—একদিন জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম 'রূপ কি সুরা!' এখন দেখ্‌ছি যে রূপ—

কমলা। আফিং! আমিও সে দিন ব'লেছিলাম, তুমি বিশ্বাস ক'র্লে না।

জয়। কমলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

কমলা। সে ত অনেকবার ব'লেছো।

জয়। বলে' তৃপ্তি হয় নাই। আবার ব'ল্‌ছি—ভালোবাসি। ব'ল্‌তে বড় ভালো লাগে।

কমলা। তবে যত খুসী বল।—তা মুখে যতই বল, আমি জানি কাজের বেলায় তুমি বড়রাণীগত প্রাণ।

জয়। আমি!

কমলা। নয় ত কি আমি!—আমি তোমার মুখের ভালোবাসা পেয়েছি মাত্র। কিন্তু কাজ গুছিয়ে নিয়েছে বড় রাণী।

জয়। কিসে?

কমলা। বলে' দরকার কি! [সাভিমানে প্রস্থান।

জয়। শোন কমলা!—না। এ নারীর ক্ষণিক অভিমান মাত্র! এই বৃষ্টি আর এই রৌদ্রে কি অপূর্ব্ব জাতিই তৈয়ের ক'রেছিলে পরমেশ!

সরস্বতীর প্রবেশ।

সরস্বতী। নাথ!

জয়। সরস্বতী।

সরস্বতী। মাড়বারে মোগল ও রাজপুতের মধ্যে যুদ্ধের পরিণাম শুনেছো?

জয়। না।

সরস্বতী। শুন্তে চাও? অবকাশ আছে?

জয়। বল শুনি।

সর। সমরে মাড়বার জয়ী হ'য়েছে। কিন্তু—

জয়। কিন্তু?—

সরস্বতী। কিন্তু তোমার ভাই আর নাই।

জয়। কে ভীমসিংহ?

সরস্বতী। হাঁ। তিনি এ যুদ্ধে মাড়বার রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছেন!" – বলিতে বলিতে সরস্বতীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

জয়। মহৎ উদার বীরোত্তম ভাই! তুমি অক্ষয় স্বর্গ লাভ ক'রেছো।

সরস্বতী। আর তুমি?

জয়। বুঝি নরক!

সরস্বতী। হায় নাথ! [প্রস্থান।

জয়। সরস্বতী! আমায় ঘৃণা কোরোনা। আমি অক্ষম!—আমি অক্ষম!—এই যে পিতা আস্‌ছেন। সঙ্গে মাড়বার-মহিষী ও সমরদাস।

দুর্গাদাস।

আমি কূপের ভেক, কূপের মধ্যে যাই। আমি পিতার অবজ্ঞাকরুণ দৃষ্টি সৈতে পার্ব্বো না। [প্রস্থান।

রাজসিংহ, মাহারাণী ও সমরদাসের প্রবেশ।

রাজসিংহ। এইখানে বোসো রাণী! ঘরে অসহ্য রকম উত্তাপ! এই জ্যোৎস্নালোকে বোসো।—এই স্থান ভীমসিংহের বড় প্রিয়স্থান ছিল। সে এখানে এসে ঐ নীল সরোবরের দিকে চেয়ে সমস্ত প্রভাত কাটিয়ে দিত।

সকলে বেদীর উপরে উপবেশন করিলেন।

রাণী। রাণা! ভীমসিংহের শৌর্য্যকাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখ্‌বার জিনিষ।

রাজসিংহ। আমি তাকে হারিইছি—চিরদিনের মত হারিইছি!

রাণী। রাণা! যুদ্ধে মরার চেয়ে ক্ষত্রিয়ের আর অধিক গৌরবের মৃত্যু কি আছে। ভীমসিংহ যদি আমার পুত্র হোত, তা' হ'লে তার অন্যরূপ মৃত্যু আমি কামনা ক'র্ত্তাম না।

রাজসিংহ। তুমি সত্য কথা ব'লেছ মহারাণী।—বল সমরদাস! ভীমসিংহ কিরূপ যুদ্ধ ক'র্লে!

সমর। সে রকম যুদ্ধ আজ পর্য্যন্ত কেহ করে নাই রাণা! শুনুন—সে রাত্রি ঘোর অন্ধকার, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মুষলধারে বৃষ্টি প'ড়্‌ছিল। এরূপ ঘন অন্ধকার যে, সেরূপ অন্ধকার বুঝি আর কখন হয় নাই। কেবল মুহুর্মুহু আকাশব্যাপী বিদ্যুচ্ছটার পিঙ্গল দীপ্তি সেই অন্ধকারকে দীর্ণ ক'চ্ছিল। আর মুহুর্মুহু বজ্রধ্বনি সে ভীষণ রাত্রিকে আরো ভীষণ করে' তুলেছিল। উঃ—কি সে রাত্রি!

রাণী। তারপর?

রাজসিংহ। [উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে] এ রকম রাত্রি!—এ রকম রাত্রি!

সমর। এ হেন রাত্রিকালে আপনার পুত্র আমাদের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও দশ সহস্র মেবার সৈন্য নিয়ে মোগলশিবির আক্রমণ ক'র্‌লে—মোগলসৈন্য লক্ষাধিক হবে!

রাজসিংহ। [উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে] আমি তাকে নির্ব্বাসিত ক'রেছিলাম—তাকে নির্ব্বাসিত ক'রেছিলাম।

রাণী। ধন্য শিশোদীয় কুমার! তারপর?

সমর। তার পর একটা প্রকাণ্ড কল্লোল—সেই বজ্রধ্বনি ছাপিয়ে উঠে আমাদের কামানের বিরাট গর্জ্জন। আর সেই নৈশ বৃষ্টিধারা ছাপিয়ে শত্রুসৈন্যের আর্ত্তধ্বনি!

রাজ। [উদ্‌ভ্রান্তভাবে [আমি নিজের দোষে তাকে হারিয়েছি।—

রাণী। তারপর?

সমর। তখন আমি দশ সহস্র রাঠোর সৈন্য নিয়ে ভীমসিংহের সাহায্যার্থে গেলাম। গিয়ে দেখ্‌লাম—সেই বিদ্যুতের আলোকে কি দৃশ্য দেখ্‌লাম রাণা—তা জীবনে ভুল্‌তে পার্ব্বোনা!

রাজসিংহ। [উদ্‌ভ্রান্তভাবে] সে দিন সে ব'লেছিল—পুত্র সেদিন বলেছিল—যে, যুদ্ধে প্রাণ দিতে যাচ্ছি।

রাণী। বল সমর!—

সমর। মহারাণী! বিদ্যুতের আলোকে দেখ্‌লাম যে, শত্রুসৈন্য বন্দুক তরবারি অস্ত্র নিয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছে। ভীমসিংহের সৈন্য একটা বিশ্বগ্রাসী প্রলয়োচ্ছ্বাসের মত তার উপর গিয়ে প'ড়্‌লো। অমনি বিপক্ষপক্ষের বন্দুক আর কামান অগ্নি উদ্গীরণ কর্ল! কি সে যুদ্ধ!—যে জ্বালামুখীর উদ্গারিত গৈরিক জ্বালার সঙ্গে ঘূর্ণীঝঞ্ঝার যুদ্ধ!

দুর্গাদাস।

রাণী। ধন্য ভীমসিং!—তারপর?

রাজসিংহ। [উদ্‌ভ্রান্তভাবে] অভিমান করে' চলে' গেছে? পিতার প্রতি পুত্র অভিমান করে' চলে' গিয়েছে!

সমর। ভীমসিংহকে বিদ্যুতের আলোকে তখন দেখ্‌তে পেলাম; উন্মত্তের ন্যায়—মূর্ত্তিমান্ প্রলয়ের ন্যায়। যেখানে শত্রুসংখ্যা অধিক, সেখানে ভীমসিংহ! তাঁর দশসহস্র সৈন্য দশলক্ষ বোধ হ'তে লাগ্‌লো—একা ভীমসিংহ একত্রে দশ জায়গায় দশজন, সৈন্যাধ্যক্ষের কাজ ক'র্ত্তে লাগ্‌লো।

রাণী। ভীমসিংহ! ভীমসিংহ! তুমি যদি আমার পুত্র হ'তে!

রাজসিংহ। [দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে] অভিমান করে' চ'লে গিয়েছে!

রাণী। তার পর?

সমর। এই সময় রাঠোর সৈন্য মেবার সৈন্যের সাহায্যে এসে উপস্থিত হ'লো। তাদের আসা মাত্রই শত্রুসৈন্য ছত্রভঙ্গ হ'য়ে উর্দ্ধশ্বাসে পালালো। আমরা তাদের বহুদূর তাড়িয়ে নিয়ে গেলাম!

রাণী। তার পর?

সমর। শিবিরে ফিরে এলাম, ভীমসিংহকে দেখ্‌তে পেলাম না! পরদিন প্রাতঃকালে তার মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে দেখ্‌তে পেলাম।

রাণী। রাণা! আপনার পুত্র আজ স্বদেশ রক্ষা ক'রেছে।

রাজসিংহ। ভীমসিং! ভীমসিং! পুত্র—পুত্র!—" রাণা মূর্চ্ছিত হইলেন।

পট পরিবর্ত্তন।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—:*:—

স্থান—মোগলশিবির। কাল—দ্বিপ্রহর দিবা।—সম্রাট্‌পুত্র আকবর ও মোগল সেনাপতি তাহবর খাঁ।

আকবর। কি বল তাহবর খাঁ! এ যুদ্ধে আমরা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছি।

তাহবর। সম্পূর্ণ! সে বিষয়ে কোনই ভুল নেই।

আকবর। কি বীরত্ব এই রাজপুত জাতির! কামানের গোলাকে বন্ধুর মত আহ্বান করে, তরবারিকে প্রেয়সীর মত আলিঙ্গন করে!

তাহবর। কিন্তু তাদের তরবারিগুলো ঠিক প্রেয়সীর মত এসে যে আমাদের আলিঙ্গন করে, তা ঠিক ব'লতে পারি না সাহজাদা! বরং অনেকটা বারাঙ্গনার মত ফস্ করে' দেখ্‌তে না দেখ্‌তে কণ্ঠদেশে এত শীঘ্র এসে পড়ে যে, বেশ একটা উদ্দেশ্য টের পাওয়া যায়।

আকবর। কি জাত্!—সাহসী বজ্রের মত; স্বচ্ছ আকাশের মত; উদার সমুদ্রের মত;—কি জাত্!

তাহবর। জাত্ ত বেশ! কিন্তু ঐ একটা দোষ সাহজাদা!—ফুর্সৎ দেয় না। বড় বেশী ধাঁ করে' এসে পড়ে। দেখুন সাহজাদা, কা'ল রাতে শিবিরের মধ্যে নিশ্চিন্তভাবে শুয়ে রৈচি। বাহিরে বিপর্য্যয় ঝড় বৃষ্টি! কোন ভদ্রলোক সে সময় ঘর থেকে বেরোয় না। এই রাজপুত জাত্‌টা তা মান্‌লে না! ঐ অন্ধকার ঝড়বৃষ্টি ফুঁড়ে ধাঁ করে' আমাদের শিবিরে এসে প'ড়্‌লো—বন্দুক, বর্শা না নিয়ে এলে হয় ত ভাব্‌তাম—বুঝি তামাসা ক'চ্ছে।

দুর্গাদাস।

আকবর। সোভানাল্লা। কি জাঁকালো রকম আক্রমণই ক'র্লে।

তাহবর। আর আমাদের সৈন্যগুলো কি জাঁকালো রকমই পালালে! সোভানাল্লা! এমনি উল্টো দিকে দৌড়লো যে, ঐ অন্ধকারে হোঁচট্ খেয়ে প'ড়্লো না, এই আশ্চর্য্য!

আকবর। কিন্তু এ পরাজয়ের কথা শুনে পিতা কি ব'ল্বেন?

তাহবর। তা ঠিক জানিনা। তবে যে সন্দেশ খেতে দেবেন না, সেটা নিশ্চিত। আমাকে ত আস্বার আগে বেশ পাক্কল বিশুদ্ধ উর্দ্দুতে বলে' দিয়েছেন যে, আমি যদি এ যুদ্ধে হেরে আসি, ত আমার দুই হাতে দুগাছ লোহার বালা পরিয়ে দেবেন; শাড়ী পরাবেন কি না, সেটা ঠিক করে' বলেন নি। তবে আমায় নাচ্তে হবে না বোধ হয়!

আকবর। এখন উপায়? রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধ করে' জয়ের আশা ত নাই।

তাহবর। তা নাই। আর ও জাতের সঙ্গে যুদ্ধ করাটায় আমার আপত্তি আছে।

আকবর। কি?

তাহবর। ওরা যুদ্ধ জানে না। সেদিন দেখ্লেন ত মেবারে? না খেতে দিয়ে মার্ব্বার ফন্দি বের ক'র্লে। এ কোন্ শাস্ত্রে লেখে? তারপর এখানে যুদ্ধ হবার পূর্ব্বে এসে আক্রমণ ক'র্লে।—কেউ শুনেছে! আরে যুদ্ধ ক'র্ব্বি ত যুদ্ধ কর্। তরোয়াল নে। দুবার এগো, দুবার পেছো; দুটো চক্র দে; বোল ছাড়্। না, ধাঁ করে' এসে একধার থেকে কাট্তে সুরু ক'র্লে! যেন বেটারা মাথাগুলো বেওয়ারিশি মাল পেয়েছে।

আকবর। না তাহবর খাঁ! আমি এ জাত্টাকে যতই দেখ্ছি,

ততই মুগ্ধ হ'চ্ছি।—এদের সাহায্য পেলে আমি পৃথিবী জয় ক'র্ত্তে পারি।

তাহবর। এদের সাহায্য পেলে ত পারেন, না পেলে ত নয়!—আচ্ছা একটা ত কাজ ক'র্ত্তে পারেন!

আকবর। কি?

তাহবর। এঃ—এ যে ভারি সোজা কাজ। এতক্ষণ ত মাথায় ঢুকিনি।—বেজায় সোজা। আঃ এমন কাজ একটা হাতে রয়েছে!

আকবর। কি! কি!

তাহবর। এ যে যতই ভাব্‌ছি, ততই বেশী সোজা বোধ হ'চ্ছে!—শুনুন—আপনি সম্রাট্ হ'তে চান?

আকবর। কি রকম করে'?

তাহবর। কি রকম করে'?—অত এগিয়ে এলে হবে না।—আগে, চান কি না?

আকবর। হাঁ চাই।

তাহবর। সোণার চাঁদ আমার! সম্রাট্ অমনি হ'লেই হ'ল!—প'ড়ে রয়েছে!

আকবর। তুমিই ত প্রস্তাব ক'র্লে!

তাহবর। তা ক'রেছি বটে। তবে শুনুন—এর এক খুব সোজা উপায় রয়েছে!

আকবর। কি! কি!

তাহবর। এই রাজপুত জাতি—হাঃ হাঃ হাঃ—এ যে ভারি সোজা!

আকবর। কি রকম? কৈ? খুব সোজা নাকি!

তাহবর। ভারি সোজা!—বল্‌ছিলেন না সাহজাদা! যে, রাজপুত

ভারি জাত্? ধরুন, তা'রা যদি ঔরংজীবকে নামিয়ে আপনাকে সিংহাসনে চড়িয়ে দেয়। আপত্তি আছে? আমাদের সৈন্য আর রাজপুত সৈন্য এই দুইয়ের যদি যোগ হয়—

আকবর। আমিও ঠিক সেই কথাই ভাবছিলাম।—সোভানাল্লা!

তাহবর। আরে শুনুন। এ বাইজির গান নয়, যে না শুনেই চেঁচিয়ে উঠবেন 'সোভানাল্লা!' শেষ পর্য্যন্ত শুনুন—এখন প্রশ্ন হ'তে পারে এই যে, রাজপুতেরা আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে কি না?—তাদের ত ঘুম হ'চ্চে না!

আকবর। সেটা ত প্রশ্ন হ'তেই পারে বটে!—এঃ আবার ঘুলিয়ে দিলে!

তাহবর। তার যে অত্যন্ত সোজা উত্তর রয়েছে।

আকবর। রয়েছে না কি?

তাহবর। তার উত্তর হ'চ্ছে এই যে—কেন যে দেবে না, তা ত বোঝা যাচ্ছে না।

আকবর। বাঃ খুব সোজা উত্তর ত!

তাহবর। বলি তারা দারার পক্ষ হ'য়ে লড়েনি? সম্রাটের পক্ষ হ'য়ে লড়েনি?

আকবর। আমিও ত তাই ব'লছিলাম।

তাহবর। কিন্তু—

আকবর। আবার কিন্তু কি—আবার সব ঘুলিয়ে দিলে!

তাহবর। কিন্তু সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া দরকার। আমি বলি, একবার রাঠোর সেনাপতির সঙ্গে সেটা যুক্তি করে' দেখ্‌লেই ত বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়।

আকবর। আমিও তাই ব'ল্‌ছিলাম। ব্যস্—তুমি তবে রাঠোর শিবিরে যাও।

তাহবর। সে বিষয়ে আমার একটু আপত্তি আছে। দুর্গাদাস যদি সেই সময়ে তরোয়ালখানা নাকের সাম্‌নে সেই রকম ঘোরায়—আর মাথায় হাত দিয়া মাথাটা খুঁজে না পাই?

আকবর। তা ঘোরাবে না।

তাহবর। যদি ঘোরায়?

আকবর। তখন ব'লো—হাঁ!

তাহবর। তখন হাঁ বল্‌বার ফুর্সৎ পেলাম কৈ! আমার মাথাটাই যদি রৈল আমার পায়ের নীচে প'ড়ে, তবে হাঁ ব'ল্‌বো কি দিয়ে!

আকবর। তবে উপায়?

তাহবর। উপায় এক—রাঠোর সেনাপতিকে এখানে ডাকা। পর্ব্বত যদি মহম্মদের কাছে না যায়, ত মহম্মদ ত পর্ব্বতের কাছে আস্‌তে পারেন।

আকবর। ব্যস্—তাও ত হ'তে পারে। আমিও ত তাই—

তাহবর। তাও যখন হ'তে পারে, তবে তাই হোক না। সব গোল মিটে গেল ত? এখন আমি আসি—একটু নাসিকাধ্বনি করিগে যাই।"—বলিয়া তাহবর অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন।

আকবর। মন্দ কি!—এতদ্ভিন্ন আমার সম্রাট্ হবার উপায় দেখি না। অন্ততঃ আজীম জীবিত থাক্‌তে!—উঃ কি মেঘগর্জ্জন!

রাজিয়ার প্রবেশ।

রাজিয়া। বাবা, বাইরে এসো। শিল প'ড়্‌ছে—শিল প'ড়্‌ছে।

আকবর। তা পড়ুক।

রাজিয়া। দেখসে! [হাত ধরিয়া টানিলেন]

আকবর। যাঃ! তোর লজ্জা নেই। তুই বড় হইচিস্! জানিস্? যাঃ—

বিষণ্ণভাবে রাজিয়া প্রস্থান করিল।

আকবর। দেখি! তীরে বসে ঢেউ গুণে কি হবে? ঝাঁপিয়ে ত পড়ি! পরে যা হয় হবে। এই রমজান—সরাব লে আও, বাইজি লে আও।—উসি তাঁবুমে।

সপ্তম দৃশ্য।

—:*:—

স্থান—মোগলশিবির। কাল—রাত্রি। মুকুটশোভিত আকবর সিংহাসনারূঢ়, মস্তকে রাজচ্ছত্র ও পার্শ্বে চামরধারিণীদ্বয়। সম্মুখে পারিষদবর্গ ও নর্ত্তকীবৃন্দ।

আকবর। আমি সম্রাট্ আকবর নম্বর দোয়েম্।—কি না?

১ পারিষদ। হাঁ।

আকবর। আমার মাথায় রাজচ্ছত্র আছে—কি না?

২ পারিষদ। আছে বলে' আছে!

আকবর। আমার জয়পতাকা উড়্‌ছে—কি না?

৩ পারিষদ। শুধু উড়্‌ছে! একবারে পত পত শব্দে উড়্‌ছে।

আকবর। ব্যস্! আর কিছু চাই না, গাও।

বাজ্‌না বাজিল।

আকবর। দাঁড়াও।—সম্রাট্ বেটা কি ক'চ্ছে ব'ল্‌তে পারো?

১ পারিষদ। সে বেটা পালিয়েছে।

আকবর। উঁহঃ—বেটা পালাবার ছেলে নয়। বেটা যুদ্ধ ক'র্ব্বে। সহজে ছাড়্‌বে?—তা করুক বেটা যুদ্ধ। যখন আমার পক্ষে দুগ্‌গোদাস আছে, আমি কাউকে ডরাই নে।—ওহে জানো বেটা দুগ্‌গোদাস বাবাকে—অর্থাৎ কি না দুগ্‌গোদাসকে বেটা বাবা ভারি ডরায়।

৩ পারিষদ। ডরায় নাকি! হাঃ হাঃ হাঃ!

আকবর। উঃ! সেদিন এক বেটা ছবিওয়ালা শিবজি আর দুগ্‌গোদাসের ছবি এঁকে নিয়ে এসে বাবাকে দেখাচ্ছিল। তা বাবা শিবজির ছবি দেখে ব'ল্লে "এ বেটাকে সাপ্‌টে নিতে পারি—কিন্তু ঐ বেটা—কিনা দুগ্‌গোদাস—জ্বালাবে।"

২ পারিষদ। ছবি দুটো কি রকম এঁকেছিল?

আকবর। শিবজিকে এঁকেছিল—গদিতে বসে' আছে; মাথায় মুকুট, কপালে তিলক। কিন্তু দুগ্‌গোদাস ঘোড়ার উপর চড়ে' বর্ষার আগায় ভুট্টা পোড়াচ্ছে।

২ পারিষদ। ও বাবা! শুনেই আমাদের ভয় পাচ্ছে, তা সম্রাট্,—

আকবর। সম্রাট্ কে?

১ পারিষদ। [দ্বিতীয় পারিষদকে] হাঁ সম্রাট্ কে হে?

আকবর। সম্রাট্ ত আমি।

১ পারিষদ। জাঁহাপনাই ত সম্রাট্, খোদাবন্দ্!

আকবর। ব্যস্—তবে গাও।

বাজনা বাজিল।

আকবর। হাঁ শোন। দুগ্‌গোদাস কোথায় গেল? কেউ জানো?

৩ পারিষদ। কৈ! না

আকবর। হাঁ উদয়পুরে গিয়াছে বটে;—তবে আমার অনুমতি

না নিয়ে গেল কেন? কেন যায়!—আমি সম্রাট্—সে জানে না?—কেন যায়!

২ পারিষদ। হাঁ কেন যায়!

আকবর। ও! রাণা রাজসিংহের পীড়ার খবর পেয়ে গিয়েছে বটে! আচ্ছা এবার তাকে মাফ ক'র্লাম।

২ পারিষদ। হুজুর মা বাপ।

আকবর। আমি সম্রাট্।

১ পারিষদ। হাঁ হুজুরই ত সম্রাট্—আবার কে?

আকবর। ব্যস্ তবে গাও।

গীত।

আহা কি মাধুরী বিরাজে।
নন্দনকানন ভুবন মাঝে॥
উঠে রূপ রঙ্গে, তরঙ্গ ভঙ্গে,
নৃত্য বিঘূর্ণিত শত পেশোয়াজে—
মণ্ডিত মোহন বিচিত্র সাজে।
চরণে কিঙ্কিণী, রিনিনি রিনি ঝিনি,
তালে তালে উঠে—তাজ বে তাজে
বেণু বীণা ঘন মৃদঙ্গ বাজে॥

নৃত্যগীতের মধ্যে রাজিয়া আসিয়া দূরে একটি ত্রিপদীর উপর দক্ষিণ হস্তের কফোণি রাখিয়া ও দক্ষিণ করতলে চিবুক রাখিয়া গান শুনিতেছিল।

আকবর। সোভানাল্লা!—স্বর্গ যদি এই রকম হয় ত স্বর্গ বড় সুখের জায়গা।

রাজিয়া। ভূপালীতে ত কড়িমধ্যম নেই।

আকবর। এই! তুই এখানে কেন?

রাজিয়া। তা হবে মিশ্রভূপালী—বাবা! মা ডাক্‌ছেন।

আকবর। তোর মার ঠাকুর্দ্দার পিণ্ডি! এই কি ডাক্‌বার সময়?—এঃ! সব ঘুলিয়ে দিলে!

পারিষদ। সব ঘুলিয়ে দিলে, জাঁহাপনা, সব ঘুলিয়ে দিলে!

আকবর। যাঃ এখন ভেতরে যা।—তোর লজ্জা নেই।—এখানে এসে উপস্থিত!

রাজিয়া। মা ডাক্‌ছেন; তাঁর অসুখ বড় বেড়েছে।

আকবর। তাই কি!—অসুখ, ত হাকিম ডাক্। আমি কি ক'র্ব্ব!—আমি এখন যাবো না।

রাজিয়া। তিনি মৃত্যু শয্যায়। তিনি ব'ল্লেন "রাজিয়া! তুই তাঁকে গিয়ে বল্ যে, মর্ব্বার আগে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা ক'র্ত্তে চাই।"

আকবর। দেখা! দেখা করে' কি হবে!—সব ঘুলিয়ে দিলে!—মর্ব্বার কি আর সময় পেল না! যাঃ—এই! তোমরা কেউ একে ভেতরে রেখে এসো।—এই! কোন্ হ্যায়?

দৌবারিকের প্রবেশ।

আকবর। একে ভেতরে রেখে আয়। টেনে নিয়ে যা।—দাঁড়িয়ে রৈলি যে!—

দৌবারিক আসিয়া রাজিয়ার হাত ধরিয়া কহিল—"আসুন সাহজাদী!"

রাজিয়া। খবর্দ্দার।—বাবা! আমি তোমার মেয়ে!—একজন চাকর এসে আমার হাত ধরে!

আকবর। আমার হুকুম!

রাজিয়া। তোমার হুকুম!—বাবা!”—বলিয়া অপমানে কাঁদিয়া সেখান হইতে রাজিয়া চলিয়া গেল।

আকবর। সব ঘুলিয়ে দিলে। সব ঘুলিয়ে দিলে!—এই—গাও—নাচো—

আবার বাজনা বাজিল।—

এই সময়ে তাহবর খাঁ শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

আকবর। কে! তাহবর খাঁ? সেনাপতি?

তাহবর। সাহজাদা—

আকবর। এই! সাহজাদা কি?—বল ‘সম্রাট্’—‘জাঁহাপনা’—এ দিকে দেখ্‌ছো না?”—রাজচ্ছত্র দেখাইলেন।

তাহবর। দেখ্‌ছি বৈ কি!—আমি এ দিক্ দেখ্‌ছি। সাহজাদা একবার এসে ওদিক্‌টা দেখুন।

আকবর। কেন! ওদিকে কি হ’য়েছে?

তাহবর। ওদিকে রাজপুত সৈন্য আপনাকে পরিত্যাগ ক’রেছে।

আকবর। পরিত্যাগ ক’রেছে! তাহবর! তুমি কি নেশা ক’রেছো?—ভাং, চণ্ডু, না তাড়ি? পরিত্যাগ ক’রেছে বল কি হে! তা কখন হ’তে পারে?

তাহবর। শুধু হ’তে পারে না। সেই রকম ঠিক হ’য়েছে।—ঘোড়ার কিস্তী, দাবা গেল।

আকবর। দাবা গেল কি?

তাহবর। হাঁ সাহজাদা! রাজপুতদের কে বুঝিয়েছে যে সাহজাদা সম্রাটের সঙ্গে মিলিত হ’য়েছেন।

আকবর।—সম্রাট্ই বা কে আর সাহজাদাই বা কে ?—এঃ সব ঘুলিয়ে দিলে !

তাহবর। সব ঘুলিয়ে দিলে সাহাজাদা! বাহিরে এসে দেখুন—বাহিরে একটিও রাজপুত-শিবির নেই, সব ঘুলিয়ে গিয়েছে।

আকবর। বল কি !—আর আমাদের সৈন্য ?"—বাদ্যকরগণকে কহিলেন—"এই চোপ রও।"

তাহবর। সম্রাটের সঙ্গে মিলিত হ'য়েছে।

আকবর। চক্রান্ত! চক্রান্ত! তাহবর তোমার চক্রান্ত!—

তাহবর। যুবরাজ মদিরা বেশী খেয়েছেন আমার চক্রান্ত! নিজের গর্দ্দান দিয়ে চক্রান্ত। আপাততঃ কিস্তি সাম্‌লান! ঘোড়ার কিস্তি, নাবা গেল!

আকবর। আমি বুঝেছি তোমার চক্রান্ত! পাক্‌ড়ো—এই কোন্ হায়।

তাহবর। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! এখন কে কাকে পাক্‌ড়ায় সাহজাদা! আর আমার গর্দ্দান নিলে আপনার গর্দ্দান বাঁচ্‌বে না!—একটা কথা শুনুন সাহজাদা! আমি একটা উপায় ঠাউরেছি। বিকানীরের মহারাজের কাছে এক পত্র পেয়েছি যে, যদি এখনো সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করি, ত তিনি আমাদের ক্ষমা ক'র্ব্বেন। তাই চেষ্টা করে' দেখা যাক্ না। চলুন সম্রাটের কাছে।

আকবর। পিতার কাছে!

তাহবর। মন্দ কি! আমার এই মাথাটার উপর যে আমার বিশেষ ভক্তি আছে তা নয়। তবে দেখা যাক্ যদি টেনেটুনে রাখ্‌তে পারি। চেষ্টা করা মন্দ কি!

[প্রস্থান।

দুর্গাদাস।

আকবর। কি রকম! রাজপুত জাত বিশ্বাসঘাতক!—তারা পরিত্যাগ ক'র্ব্বে!—সব ঘুলিয়ে দিলে। এই, কে আছো?—কুছ্ পরোয়া নেই—নাচো—গাও—

আবার বাজনা বাজিল—

পট পরিবর্ত্তন।

অষ্টম দৃশ্য।

—*—

স্থান—আজমীরে ঔরংজীবের বহিঃকক্ষ। কাল—প্রহরাধিক রাত্রি। ঔরংজীব অর্দ্ধশয়ান, সম্মুখে দিলীর খাঁ।

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ, রাজপুত-শিবির হ'তে আর কোন সংবাদ পেয়েছো?

দিলীর। সংবাদের মধ্যে তাদের বজ্রনিনাদসম কামানের ধ্বনি শুনেছি—তার বেশী কিছু নয়। ধ্বনি ক্রমেই নিকটতর আর স্পষ্টতর হ'চ্ছে।

ঔরংজীব। উদ্দেশ্য?

দিলীর। উদ্দেশ্য বিশেষ সাধু বলে' বোধ হ'চ্ছে না।

ঔরংজীব। আকবর! আকবর!—আমাকে ঠেলে ফেলে তুমি সম্রাট্ হবে ঠিক ক'রেছো? একদিন সম্রাট্ হ'তে!—তোমার জন্য এত যত্ন, এত শ্রম, এত ব্যয়, সব নিষ্ফল হ'ল!—দিলীর খাঁ! আমি এ কখন ভাবিনি।

দিলীর। কেন যে ভাবেন নি, তা ব'ল্‌তে পারি না! আকবর বাদশাহী চালই চেলেছেন। তবে তিনি মোজাম, আজীম, আর কামবক্স

সম্বন্ধে বাদশাহী নীতি অবলম্বন ক'র্‌বেন কি না, তা এখনও টের পাওয়া যায় নি।

ঔরংজীব। দিলীর! যে হত্যাকাণ্ড দ্বারা আমায় এই সাম্রাজ্য অধিকার ক'র্ত্তে হ'য়েছে, আমার মত নয় যে তার পুনরভিনয় হয়।

দিলীর। সম্রাটের মত এরই মধ্যে অনেক বদ্‌লেছে দেখ্‌ছি—। আহা! সম্রাট্‌ সাহজাহান যদি এসময় বর্ত্তমান থাক্‌তেন! তাঁর দেখেও সুখ হোত!

ঔরংজীব। সাবধান হ'য়ে কথা ক'ও, দিলীর খাঁ!

দিলীর। কি জন্য, সম্রাট্‌? দিলীর সত্য কথা ব'ল্‌তে কখন কারো অপেক্ষা রাখে না! সম্রাট্‌ কি ভাবেন যে, এ কথা স্বপ্নেও আকবরের মনে আস্‌তো যদি সম্রাট্‌ তা'র পথ না দেখাতেন?—জাঁহাপনা! বন্ধুর উপদেশ শুনুন! এখনও পুণ্যকার্য্যে সে হত্যাকাণ্ডের প্রায়শ্চিত্ত করুন। জিজিয়া কর রদ করুন। হিন্দুজাতিকে বন্ধু করুন। আর ব'ল্‌তে হবে কি—সর্ব্ব সর্ব্বনাশের মূল এই কাশ্মীরী বেগমকে দূর করুন। নহিলে এই অন্যায়-পরম্পরার ফলভোগ কর্ব্বার জন্য প্রস্তুত থাকুন।"—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

ঔরংজীব। কথা সত্য! তিক্ত হ'লে কি ক'র্ব্ব? সত্য! তারই পুনরভিনয় হ'চ্ছে, দারা! সরল উদার ভাই দারা! ক্ষমা কোরো। আমি অন্যায়,—ঘোরতর অন্যায় ক'রেছি বটে;—কিন্তু সে এই ইস্‌লাম ধর্ম্মের জন্য।—ঈশ্বর সাক্ষী!

শ্যামসিংহের প্রবেশ।

ঔরংজীব। কি সংবাদ, মহারাজ?

শ্যাম। কার্য্য উদ্ধার হ'য়েছে—জাঁহাপনা, যতদূর আশা করিনি, তা' হয়েছে! রাজপুতরা আকবরকে পরিত্যাগ ক'রেছে!

দুর্গাদাস।

ঔরংজীব বলিলেন—"কিরূপ?"

শ্যাম। তা'রা ঘোড়া ছুটিয়ে রাজ্যের দিকে গিয়েছে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি। কুমার নৃত্যগীতে ব্যস্ত থাকায়, তা লক্ষ্য ক'র্ত্তে অবসর পান নি! তিনি এখনো ঘুমোচ্ছেন।

ঔরংজীব। কি রকম?

শ্যাম। বান্দার পরামর্শে জাঁহাপনা আকবরকে যে পত্র লিখেছিলেন—

ঔরংজীব। কোন্ পত্র?

শ্যাম। এই বলে' যে "কুমার আকবর যে মতলব ক'রেছেন যে, রাজপুতেরা সম্রাট্‌কে যেই আক্রমণ ক'র্ব্বে, আকবর পিছন থেকে রাজপুতদের আক্রমণ ক'র্ব্বেন, এ মতলব অতি সুন্দর"—সে পত্রখান আমি সেনাপতির ভাই সমরদাসের হাতে দিতে ব'লেছিলাম। রাজপুতেরা সে কথা বিশ্বাস ক'রেছে; আর রাজপুতের সঙ্গে আকবরের যোগদান করা সম্রাটের ছল, এইরূপ বুঝে তা'রা আকবরকে পরিত্যাগ ক'রেছে।

ঔরংজীব। সত্য, মহারাজ? সে কথা রাজপুত বিশ্বাস ক'র্ব্বে আমি ভাবি নাই। দুর্গাদাস তাই বিশ্বাস ক'রেছে?

শ্যাম। দুর্গাদাস সেখানে নাই। সে রাজসিংহের পীড়ার সংবাদ শুনে উদয়পুর গিয়েছে।

ঔরংজীব। আর, তাহবর খাঁ?—তার সংবাদ?

শ্যাম। তাহবর খাঁ বন্দী! তাকে আমি পত্র লিখেছিলাম যে—"তুমি এখনও যদি বিদ্রোহীদের পরিত্যাগ করে' তোমার অধীনস্থ সৈন্য নিয়ে এসে সম্রাটের মার্জ্জনা ভিক্ষা কর, তিনি মার্জ্জনা ক'র্ব্বেন।" সেই

পত্রে তিনি বিশ্বাস করে', মোগলশিবিরে এসেছিলেন। কুমার আজীম অমনি তাকে বন্দী ক'রেছেন।

ঔরংজীব। মহারাজ! আপনার কাছে যে আমি কি কৃতজ্ঞ রৈলাম, তা আর কি ব'ল্‌বো।

শ্যাম। সম্রাটের অনুগ্রহ।

ঔরংজীব। ও কিসের গোলোযোগ বাহিরে?

শ্যাম। দেখি!"—বলিয়া শঙ্কিতভাবে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ঔরংজীব। এ কি! কোলাহল যে বাড়্‌ছেই!—অস্ত্রের শব্দ! এ কি! বন্দুকের শব্দ!—দৌবারিক!

রক্তাক্ত কলেবরে তাহবর প্রবেশ করিলেন।

ঔরংজীব। তাহবর খাঁ!

তাহবর। এই সম্রাট্!"—সম্রাটের প্রতি পিস্তল লক্ষ্য করিলেন; এমন সময় দিলীর খাঁ আসিয়া কহিলেন—"খবর্দ্দার!" তাহবর একবার মাত্র ফিরিয়া দেখিলেন, আবার সম্রাটের প্রতি পিস্তল লক্ষ্য করিলে দিলীর খাঁর পিস্তলে ভূপতিত হইলেন।

ঔরংজীব। বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি! নেমকহারাম! কুক্কুর!

দিলীর। মরে' গিয়েছে, জাঁহাপনা! গা'লগুলো একটাও শুন্তে পেলে না।

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ! তুমি আমার প্রাণ রক্ষা ক'রেছ।

দিলীর। জাঁহাপনা! তার আর আশ্চর্য্য কি? আপনার প্রাণরক্ষা কর্ব্বার জন্যই ত মাহিনা খাচ্ছি।

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ! তোমাকে চ্যুত করে' এই পাঠানকে সেনাপতি ক'রেছিলাম।—তার এই ফল। আমাকে ক্ষমা কর, দিলীর!

দুর্গাদাস।

দিলীর। জাঁহাপনা! আমি সামান্য ভৃত্য। আমায় ও কথা!

ঔরংজীব। তুমি ভৃত্য নও। এ রাজ্যে একা তুমিই আমার বন্ধু। কি পুরস্কার চাও, দিলীর?

দিলীর। জাঁহাপনার জীবন রক্ষা ক'র্ত্তে পেরেছি, এই আমার প্রচুর পুরস্কার।—আর কিছু চাহি না।

ঔরংজীব। দিলীর! তুমি মহৎ।

নবম দৃশ্য।

—০—

স্থান—রাজপুত-শিবির। কাল—সন্ধ্যা। দুর্গাদাস, সমরদাস ও রাজপুত সর্দ্দারগণ।

দুর্গাদাস। বিজয় সিং! এবার সত্যই আমরা প্রতারিত হ'য়েছি।

সমর। তুমি এতদিনে মোগলকে চেনো নাই, দুর্গাদাস!

বিজয়। আকবর এত কূট, আমি তা ভাবিনি!

মুকুন্দ। দেখ্‌তে বেশ সরল।

গোপীনাথ। তবে নেহাইৎ অপদার্থ। চব্বিশ ঘণ্টা নৃত্যগীত। কিন্তু ও রকম লোক ত খল হয় না।

সমর। গোপীনাথ! মোগলের সবই সম্ভব।—আমি জলকে বিশ্বাস ক'র্ত্তে পারি, গহ্বরকে বিশ্বাস ক'র্ত্তে পারি, সর্পকে বিশ্বাস ক'র্ত্তে পারি, কিন্তু মোগলকে বিশ্বাস ক'র্ত্তে পারি না! এ তার জাতিগত ধর্ম্ম! ক'র্ব্বে কি?

গোপীনাথ। সেনাপতি! রাণা রাজসিংহের মৃত্যু হ'ল কিসে?

দুর্গাদাস! ঠিক জানা যায় নি। কুমার ভীমসিংহের মৃত্যুসংবাদ শুনে তিনি মূর্চ্ছিত হয়েন, সে মূর্চ্ছা আর ভাঙে নি।

দৌবারিক প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিয়া কহিল—"প্রভু! সম্রাট্‌পুত্র আকবর সপরিবারে দ্বারদেশে উপস্থিত।"

বিজয়। আকবর?

দুর্গাদাস। সপরিবারে!

সমর। সাবধান! এর মধ্যে আরো কিছু আছে। ঢুকৃতে দিও না।

দুর্গাদাস। না, শুনি। বন্ধুর সঙ্গে দুই একবার দেখা না ক'র্লে যায় আসে না, দাদা! কিন্তু শত্রুকে ফেরাতে নাই।—[দৌবারিকে] তাঁদের সসম্মানে নিয়ে এসো, দৌবারিক।

দৌবারিক প্রস্থান করিল।

মুকুন্দ। এর অর্থ?

সমর। আর এক জুয়াচুরী—সাবধান, দুর্গাদাস!

গোপীনাথ। এ যুদ্ধে কি বিস্ময়ের অন্ত নাই?

দুর্গাদাস। সকলে এঁদের যথোচিত সম্মান দেখাবে।

সপরিবারে আকবরের প্রবেশ।

সকলে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন।

দুর্গাদাস। আজ আমাদের এ সম্মান কি হেতু, সাহজাদা?

আকবর। রাঠোর সেনাপতি! আমি প্রতারিত হ'য়েছি?

সমর। আপনি প্রতারিত হ'য়েছেন? না আমরা প্রতারিত হ'য়েছি?

আকবর। হয় ত উভয়েই প্রতারিত। রাজপুতসৈন্য আমার সহায় হয়ে, আমাকে সম্রাট্‌পদে অভিষেক করে', পরে আমি যখন নিশ্চিন্ত,

দুর্গাদাস।

যখন আমি পিতার বিদ্বেষভাজন, তখন রাজপুত আমাকে পরিত্যাগ ক'রেছে।

সমর। মিথ্যা কথা!

রাজিয়া। সৈনিক!—পিতাকে অসম্মান ক'র্ব্বেন না!" বলিয়া রাজিয়া বাষ্পাকুললোচনে দুর্গাদাসের দিকে চাহিলেন।

দুর্গা। একটু চুপ কর, দাদা।—সাহজাদা! রাজপুত বিনাকারণে আপনাকে পরিত্যাগ করে নাই। রাজপুত বিশ্বাসঘাতকের জাত্ নয়। সম্রাটের এই পত্রপাঠে এঁরা বোঝেন যে রাজপুতের সঙ্গে সন্ধি সাহজাদার ছল।—পড়ুন এই পত্র।"—বলিয়া আকবরের হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিলেন।

আকবর পত্রপাঠানন্তর কহিলেন "সেনাপতি! এ মিথ্যা!"

সমর। কি মিথ্যা?—এ সম্রাটের হস্তাক্ষর নয়?

আকবর। হাঁ, তারই হস্তাক্ষর। কিন্তু এ পত্র কপট; আমাদের বিচ্ছিন্ন কর্ব্বার অভিপ্রায়ে লিখিত। এ পত্র আমার নামে বটে; কিন্তু রাজপুত-সেনাপতির উদ্দেশে প্রেরিত; নহিলে এ পত্র আমার হাতে না পড়ে' রাজপুত-সেনাপতির হাতে প'ড়্বে কেন? মোগলদূত কি রাজপুত মোগল চেনে না? যদি এ সত্যকথাই হয়, তবে এ হেন গোপনীয় সংবাদ দূত কি যার তার হাতে দিত?

দুর্গাদাস সকলের প্রতি চাহিলেন—বলিলেন—"কি বল?"

সমর। আমরা শুন্তে চাই না। আমরা বারবার মোগলের দ্বারা প্রতারিত হ'য়েছি। তা'র সঙ্গে কোন সংস্রব রাখ্তে চাই না।

আকবর। রাঠোরবীর! আমার দুকুল নষ্ট করে' আমাকে অতল জলে ভাসিয়ে দেবেন না। আমি আপনার আশ্রয় ভিক্ষা ক'র্চ্ছি।

দুর্গাদাস। সামন্তগণের কি মত?

বিজয়। আমি বলি মোগলের সংস্রবে না থাকাই ভালো।

মুকুন্দ। আমারও সেই মত! মোগলের সঙ্গে সাক্ষাৎ একস্থানেই প্রার্থনীয়—সে সমর-ক্ষেত্রে।

জগৎ। আমিও তাই বলি। মোগলের সঙ্গে বন্ধুত্ব কামনা করি না। আমরা যুদ্ধ ক'র্ত্তে জানি, যুদ্ধই ক'র্ব্ব।

দুর্জ্জন। সেনাপতি! আমারও সেই মত। সাহজাদা, ফিরে যান মোগলের শিবিরে—আপনার পিতার ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি নিশ্চয়ই নিজের পুত্রকে ক্ষমা ক'র্ব্বেন।

আকবর। তবে আপনারা আমার পিতাকে চেনেন না।

সমর। বেশ চিনি। আর অধিক চিন্‌বার প্রয়োজন নাই।—ফিরে যান, যুবরাজ!

আকবর দুর্গাদাসকে কহিলেন "রাঠোরসেনাপতি! আমি আপনার আশ্রয় ভিক্ষা ক'র্চ্ছি।"

দুর্গাদাস। সামন্তগণ! ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আশ্রয় দান করা।

সমর। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম হ'তে পারে না—সর্পকে দুগ্ধ দিয়ে পোষা।

আকবর। আমায় বিশ্বাস করুন, আমি প্রতারিত হইছি।

দুর্জ্জন। সম্ভব। তথাপি এ ব্যাপারের মধ্যে না থাকাই ভালো।

আকবর। এই কি সভার মত? রাজপুতজাতি আশ্রয়দানে অসম্মত?

সকলে নিস্তব্ধ রহিলেন।

দুর্গাদাস। সকলেই অসম্মত?

সকলে। আমরা সকলেই অসম্মত।

আকবর। সেনাপতি! আমি সম্রাটের পুত্র—প্রতারিত, পরিত্যক্ত,

দুর্গাদাস।

নতজানু হয়ে, পুত্রকন্যাসহ আপনার আশ্রয় ভিক্ষা ক'চ্ছি। [পুত্রকন্যা-গণকে] নতজানু হও, সাহজাদা! নতজানু হও, সাহজাদি!

রাজিয়া নতজানু হইয়া সবাষ্পনেত্রে কহিলেন "দুর্গাদাস! পিতাকে রক্ষা কর।"

দুর্গাদাস। সকলেই অসম্মত?

সকলে। আমরা সকলেই অসম্মত।

দুর্গাদাস। উত্তম! তবে আমি একা সম্মত।—সামন্তগণ! দুর্গাদাস আপনাকে ক্ষত্রিয় বলে' পরিচয় দেয়। আশ্রয়প্রার্থীকে সে আশ্রয়-দানে পরাঙ্মুখ হবে না। সামন্তগণ! ইচ্ছা হয় আমাকে পরিত্যাগ কর। আমি আশ্রিতকে পরিত্যাগ ক'র্ব্ব না।—চলে' আসুন, যুবরাজ! যতদিন দুর্গাদাস জীবিত আছে, কারো সাধ্য নাই যে, আপনার একটি কেশও স্পর্শ করে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—দিল্লীর দরবার-কক্ষ। কাল—প্রভাত। সম্রাট্-পুত্র মৌজাম ও সেনাপতি দিলীর খাঁ দণ্ডায়মান।

দিলীর। তা হ'লে দুর্গাদাস আকবরকে নিয়ে দাক্ষিণাত্যে গিয়েছেন?

মৌজাম। হাঁ, সেনাপতি! আকবরকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য তাঁর সামন্তগণ তাঁকে পরিত্যাগ ক'রেছে। এখন তাঁর শম্ভুজীর আশ্রয় গ্রহণ করা ভিন্ন উপায় নাই।

দিলীর। ধন্য, দুর্গাদাস!

মৌজাম। পাঁচ শ মাত্র তাঁর একান্ত অনুগত সৈন্য এ দূরপ্রবাসে তাঁর সহযাত্রী হ'য়েছে। আমি সসৈন্য তাদের ঘেরাও ক'রেছিলাম। দুর্গাদাস একদিন রাত্রিকালে তাঁর পাঁচ শ সৈন্য নিয়ে মোগল কটক ভেদ করে' চলে' গেলেন।—পরে শুন্‌লাম দুর্গাদাস দাক্ষিণাত্যে গিয়েছেন।

দিলীর। ধন্য; ধন্য; দুর্গাদাস!

মৌজাম। সম্রাটের আজ্ঞাক্রমে কুমার আকবরকে ফিরিয়ে দেবার জন্য উৎকোচ স্বরূপ ৪০০০০ স্বর্ণমুদ্রা দুর্গাদাসকে পাঠিয়েছিলাম। দুর্গাদাস সে সমস্ত আকবরকে দিয়েছেন। নিজে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নি।

দিলীর। আবার বলি—ধন্য, দুর্গাদাস!

মোজাম। এখন মাড়বারের সেনাপতি কে?

দিলীর। দুর্গাদাসের ভাই সমরদাস।

মোজাম। আকবরের পরিবার?

দিলীর। তাঁরই আশ্রয়ে। তাঁর বেগমের মৃত্যু হ'য়েছে। তবে সাহজাদী সমরদাসের আশ্রয়ে।

আজীমের প্রবেশ।

আজীম। সেনাপতি! সম্রাটের ইচ্ছা রাজপুতের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করা। এই কথা আপনাকে জানাতে সম্রাট্ আমায় পাঠিয়েছেন।

দিলীর। কি! সন্ধি! সত্য, সাহজাদা?—সম্রাট্ সত্যই কি সন্ধিপ্রার্থী?

আজীম। হাঁ, সেনাপতি!

দিলীর। ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুন।—এখন সন্ধির প্রস্তাবটা ক'র্ব্বে কে? আমি না সম্রাট্ স্বয়ং?

আজীম। রাজপুত ক'র্ব্বে।

দিলীর। রাজপুত! তারা জয়ী হ'য়ে সন্ধির প্রস্তাব ক'র্ত্তে আস্‌বে?

আজীম। পিতা ব'ল্লেন, তিনি সন্ধির প্রস্তাব ক'র্ত্তে পারেন না। তাতে তাঁর মর্য্যাদার হানি হয়।

দিলীর। অতএব তাঁর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য বিজয়ী রাজপুত সন্ধি ভিক্ষা ক'র্ব্বে!—এ বুদ্ধি সম্রাট্‌কে কে দিলে?

আজীম। বিকানীরের মহারাজ শ্যামসিংহ। তিনি ব'ল্লেন যে, সম্রাটের মর্য্যাদা রেখে তিনি সন্ধি স্থাপন করিয়ে দেবেন।

দিলীর। ও!—বুঝেছি। তবে সম্রাটের এ পূর্ব্ববৎ কপট-সন্ধি।

আজীম। সেনাপতি! মুখ সাম্‌লে কথা কইবেন।

দিলীর। হুঁ!—সাপের চেয়ে সাপের ছ্যাঁপের চক্র বড় দেখ্‌ছি।—যান, কুমার আজীম! সম্রাট্‌কে ব'ল্‌বেন গিয়ে যে, যদি সম্রাট্‌ সত্যই রাজপুতের সঙ্গে সন্ধি কর্ত্তে চা'ন, তা'হলে আমি সম্মানকর সর্ত্তে যা'তে সন্ধি হয়, তার ব্যবস্থা ক'র্ব্ব।—আর যদি তাঁর এ কপটসন্ধি হয় ত, তাঁকে বল্‌বেন—এর মধ্যে আমি নাই।"—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

মৌজাম ও আজীম অন্তঃপুরাভিমুখীন হইলেন।

মৌজাম। পিতা হঠাৎ সন্ধি ক'র্ত্তে চান কেন, আজীম!

আজীম। তিনি এখন দাক্ষিণাত্যে যেতে চান। তার জন্য পঞ্চাশ হাজার তাঁবু ফর্ম্মাইজ দিয়েছেন।

মৌজাম। দাক্ষিণাত্যে তিনি যেতে চান কি আকবরের উদ্দেশে?

আজীম। সেই রকম বুজ্‌ছি।—মৌজাম! তুমি আকবরকে বন্দী করে' আন্তে পারোনি—এতে পিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন। এমন কি, তিনি সন্দেহ করেন যে, তুমি ইচ্ছা করে' তাকে পালাতে দিয়েছো।

মৌজাম। সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়, আজীম! পিতার ক্রোধের অগ্নিকুণ্ডে আমার অবোধ সরল দুর্ব্বল ভাইকে আমি প্রাণ ধরে' ফেলে দিতে পারি না। তাঁর চেয়ে আকবর দুর্গাদাসের আশ্রয়ে নিরাপদে আছে।

আজীম। পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তবে তুমি জেনে শুনে কাজ ক'রেছো, মৌজাম?

মৌজাম। হাঁ, আজীম! পিতা পিতা বটে, কিন্তু ভাইও ভাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—যোধপুরের প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—প্রভাত। পট্টবসনপরিহিত মহারাণী মহামায়া একাকিনী।

রাণী। আমার কাজ শেষ হ'য়েছে। আমার মৃত স্বামীর রাজ্য পুনরুদ্ধার হয়েছে। মাড়বার হ'তে মোগল দূরীভূত হয়েছে। যাক্, কাজ শেষ হয়েছে। আজ সতী-ধর্ম্ম প্রতিপালন ক'র্ব্ব। আজ স্বামীর অনুগমন ক'র্ব্ব! আজ জ্বলন্ত চিতায় দেহ বিসর্জ্জন দিব! আজ পুড়ে মর্ব্ব। [জানু পাতিয়া] প্রভু! স্বামী! বল্লভ!—একদিন তুমি যুদ্ধে হেরে এলে, আমি অভিমানে দুর্গদ্বার রুদ্ধ ক'রেছিলাম; যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার মৃত্যু কামনা ক'রেছিলাম। দেখ, নাথ! আমরা তোমাদের যেমন দেশের জন্য মর্ত্তে বলি, আমরাও তেমনি তোমাদের জন্য হাস্য মুখে মর্ত্তে পারি।

"বনে ঠনে কাঁহা চলি, বনে ঠনে"—গাহিতে গাহিতে
রাজিয়ার প্রবেশ।

রাজিয়া। রাণী! আপনি এ কি ক'চ্ছে́ন?

রাণী। আমি যাচ্ছি, রাজিয়া!

রাজিয়া। সে কি! কোথায়?

রাণী। [ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া] ঐখানে—যেখানে আমার স্বামী এতদিন ধরে' আমার অপেক্ষা ক'চ্ছে́ন।

রাজিয়া। আপনার স্বামী অপেক্ষা ক'চ্ছে́ন!—ঐখানে? কৈ? আমি ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না।—

রাণী। সে কি অপরে দেখ্‌তে পায়, মা!

রাজিয়া। আপনি দেখ্‌তে পাচ্ছেন?

রাণী। পাচ্ছি বৈকি, রাজিয়া!

রাজিয়া। আমি বিশ্বাস করি না। আমি দেখ্‌তে পেলাম না আর আপনি দেখ্‌লেন?—হ'তেই পারে না।—

রাণী। সরলা! ঔরংজীবের বংশে তোমার জন্ম!

রাজিয়া। রাজকুমারকে কার কাছে রেখে যাচ্ছেন?

রাণী। তোমাদের কাছে।

রাজিয়া। আমি ওঁকে দেখ্‌তে পার্ব্বো না। আমার দায় প'ড়েছে। আপনার ছেলেকে আপনি ছেড়ে যাবেন—আমরা দেখ্‌বো?—কখন দেখ্‌বো না।

রাণী। আমায় যে যেতে হবে, রাজিয়া—আমার স্বামী ডাক্‌ছেন।

রাজিয়া। আপনার ছেলের চেয়ে আপনার স্বামী বড় হ'ল?

রাণী। সেই আমাদের ধর্ম্ম—সাহজাদী! পতিই সতীর সর্ব্বস্ব, পতিই সতীর সব। এতদিন কাজ বাকি ছিল, তাই তাঁকে ছেড়ে ছিলাম। এখন আমার এখানকার কাজ শেষ হ'য়েছে। আমি তাঁর কাছে যাই।

রাজিয়া। কাজ শেষ হ'য়েছে কি? কাজ কখন শেষ হয়?—না, আপনার ত আমি দেখ্‌ছি কোন মতেই যাওয়া হ'চ্ছে না।

রাণী। সে কি, মা?

সমরদাস প্রবেশ করিলেন।

রাজিয়া। সে কি আবার! তা কখন হয়?—এ ত হ'তে পারে না।—এই যে সেনাপতি! কি বলেন, সেনাপতি, এ কখন হয়?—ও সেনাপতি!

রাণী। কেন হ'তে পারে না, রাজিয়া?

দুর্গাদাস।

রাজিয়া। কেন যে হ'তে পারে না, তা জানি না। তবে এটা যে হ'তে পারে না, তা বেশ বুঝ্‌তে পার্চ্ছি।—সেনাপতি! আপনি বলুন, এ হ'তে পারে?

রাণী। বেশ হ'তে পারে, মা! বিদায় দাও—যাই। অজিত কোথায়, সমর?

সমর। ভিতরে। কাঁদ্‌ছে!—তাকে বোঝাতে পার্লাম না, মা! আর কি ব'লেই বা বোঝাব?

রাণী। সে কি বলে?

সমর। বলে "আমি মাকে যেতে দেবো না।"

রাণী। তাকে নিয়ে এস, সমর!

সমরদাস চলিয়া গেলেন।

রাণী। ভগবান্‌!—আমার সতীধর্ম্ম রক্ষা ক'র্ত্তে হৃদয়ে বল দাও। সকলের চেয়ে কঠিন কাজ এই—ছেলে ছেড়ে যাওয়া।—[বক্ষে হাত দিয়া] ভগবান্‌!—

অজিতকে লইয়া সমরদাস পুনঃ প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে কাশিম।

রাণী। এই যে।—বাছা অজিত!—বাবা!—আমি যাচ্ছি।—বিদায় দাও, বাবা!—

অজিত। মা! তুমি যাচ্ছো—আমাকে ছেড়ে তুমি কোথায় যাচ্ছো, মা?

রাণী। যেখানে সকলেই একদিন যায়।—তবে দুদিন আগে আর দুদিন পিছে। অজিত! বিদায় দাও, বাপ্‌!

অজিত। বিদায় দেবো! বিদায় দেবো! [কম্পিতস্বরে] মা!—

রাণী। কারো মা চিরকাল থাকে না, অজিত!

অজিত। কারো মা নিজে ইচ্ছে করে' সন্তানকে ছেড়ে যায় না, মা!

রাণী। কিন্তু এই যে আমার সতীধর্ম্ম, অজিত!

রাজিয়া। কিন্তু এই কি তোমার মাতৃধর্ম্ম, রাণি?

রাণী। ছি অজিত! কেঁদো না।—আমায় যেতেই হবে।

অজিত। যদি যেতেই হবে ত যাও। যেতে চাও, আমায় ছেড়ে যেতে পারো—যাও! আমি বাধা দিব না।

রাণী। আমায় প্রসন্নমনে বিদায় দাও, বাবা!

অজিত। আমি বিদায় দিব না।

রাণী। সমর! বুঝিয়ে বল।

সমর। অজিত! তোমার মায়ের এই সতীধর্ম্ম! এ ধর্ম্মে বাধা দেওয়া তোমার কর্ত্তব্য নয়।

রাজিয়া। ধর্ম্ম! সেনাপতি!—ছেলে মেয়ে ছেড়ে, তাদের পরের হাতে সঁপে দিয়ে চলে' যাওয়া ধর্ম্ম হ'ল!—একে তুমি ধর্ম্ম বল?—

সমর। ধর্ম্ম আমরা বিচার ক'র্ত্তে বসিনি, সাহজাদি! অনুষ্ঠান ক'র্ত্তে বসিছি। তার কাছে মাথা হেঁট করাই আমাদের শোভা পায়। যাঁরা এ ধর্ম্ম করে' গেছেন, তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়।

অজিত। তবু মা আমাকে ছেড়ে যাবেন—[কম্পিতস্বরে] এ তোমার বেশ লাগ্‌ছে? উচিত বোধ হ'চ্ছে?—কষ্ট হ'চ্ছে না?

সমর। কষ্ট হ'চ্ছে না? [কম্পিতস্বরে] অজিত! তিনি কি তোমারই মা, আমার মা ন'ন? সমস্ত মাড়বারের মা ন'ন?—তবু তাঁকে ছেড়ে দিতে হয় অজিত!—[পুনরায় কতক প্রকৃতিস্থ হইয়া]

এ প্রতিমা বিসর্জ্জন দেওয়া! এ মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠানো।—কষ্ট হ'চ্ছে বলে' কি নিষ্ঠা ভঙ্গ হবে?

অজিত। আমি ওসব বুঝি না। আমি আমার মাকে ছেড়ে দেবো না।

মহারাণী নিরুপায় ভাবিয়া সমরদাসের পানে চাহিলেন।

সমর পুনর্ব্বার কহিলেন—"অজিত! তুমি ক্ষত্রিয়কুমার—তোমার কি এই ক্রন্দন, এই অন্যায় আবদার শোভা পায়?—তোমার বয়সেই বীরবর বাদল চিতোরের জন্য, কর্ত্তব্যের জন্য, সমরে প্রাণপণ ক'রেছিল! আর তুমি শিশুর মত, নারীর মত ক্রন্দন ক'র্ত্তে ব'স্‌লে!—ছিঃ! মাকে প্রণাম কর অজিত!

অজিত নীরবে প্রণাম করিলেন।

রাজিয়া। আহা!—বেচারী!

সমর। এখন যাও।

রাণী। কাশিম! এই আমার সর্ব্বস্বধন পুত্রটিকে দেখো।

কাশিমের সহিত অজিত নীরবে প্রস্থান করিলেন।

রাজিয়া। উঁহুঃ! ঠিক হ'চ্ছে না। ভুল কোন্ জায়গায় বুঝ্‌তে পাচ্ছি না বটে, তবে এটা যে ঠিক হ'চ্ছে না, তা বেশ বুঝেছি। যাই বেচারীকে বোঝাইগে।

রাণী। ভগবান্, ভগবান্! এরই জন্যেই কি নারীজাতিকে তৈয়ের ক'রেছিলে? তাকে বুকভরা স্নেহ দিয়েছিলে—তাকে জর্জ্জরিত কর্ব্বার জন্য? তাকে প্রাণভরা ভালবাসা দিয়েছিলে তাকে দগ্ধ কর্ব্বার জন্য?"—[মস্তক অবনত করিয়া] তবে যাই, সমর—কথা ক'চ্ছ না যে?

সমর। যাও, মা! হিন্দু হয়ে কি রকম করে' বলি যে, স্বামীর অনুগমন ক'রো না? যাও, মা"—বলিয়া প্রণাম করিলেন।

রাণী। দুর্গাদাসকে বোলো, আমার আশীর্ব্বাদ দিও!—

সমরদাস ধীরে ধীরে অধোবদনে বিপরীত দিকে চলিয়া গেলেন।

দৃশ্যান্তর।

জ্বলন্ত চিতা। মহারাণী ও কুলনারীগণ। নারীগণের গীত।

যাও সতি, পতি কাছে—
পতি বিনা সতীর কি গতি আছে, মা!
পৃথিবীর যত দুঃখ শোক দেহসনে পুড়ে ভস্ম হোক্;
—যাও, মা, অক্ষয় স্বর্গলোক মাঝে, মা!
পতি বিনা সতীর গতি কি আছে মা!
দেখ ঐ গগনে দেবগণ করে সবে পুষ্প বরিষণ;
ঐ শুন জয় ভেরী ঘন বাজে, মা!
পতি বিনা সতীর গতি কি আছে, মা!

রাণী সেই অগ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। নারীগণ গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিলেন।—"যাও সতি পতি কাছে"—ইত্যাদি।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—আজমীরে মোগল প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—প্রভাত। ঔরংজীব ও দিলীর খাঁ।

দিলীর। জাঁহাপনা! রাজপুতজাতির সঙ্গে সন্ধি ক'রেছি। রাঠোর সমরদাসকে সন্ধিতে সম্মত করা কঠিন হয়েছিল; তিনি ব'ল্লেন—এ কপট সন্ধি।

ঔরংজীব। কি রকমে শেষে তাকে সম্মত ক'র্‌লে, দিলীর খাঁ?

দিলীর। আমি নিজের পুত্রদ্বয়কে আমাদের প্রতিভূস্বরূপ রাখায় তিনি স্বীকৃত হ'লেন।

ঔরংজীব। কি সর্ত্তে সন্ধি হ'ল?

দিলীর। যে—চিতোর আর তার অধীনস্থ জনপদ রাজপুতকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে; হিন্দুর দেবমন্দিরাদি সব ভবিষ্যতে অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে। যোধপুরের রাজাকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া যাবে; আর রাণা সসৈন্যে সম্রাটের পূর্ব্ববৎ সাহায্য ক'র্ব্বেন।

ঔরংজীব। রাণা সসৈন্যে সম্রাটের সাহায্য ক'র্ব্বেন? রাণা জয়সিংহ তাতে স্বীকৃত হ'য়েছেন?

দিলীর। সম্পূর্ণ স্বীকৃত! তাঁর এ সন্ধিস্থাপনে সকলের চেয়ে আগ্রহ বেশী! সমরদাস তাঁকে "ভীরু! রাজপুত-কুলাঙ্গার! স্ত্রৈণ!" বলে' প্রথমে ত সভা পরিত্যাগ ক'রেই চলে' যান্। অমনি মোগল-সামন্তরা রাণাকে টিট্‌কারী দিতে লাগ্‌লেন। রাণা অধোবদনে রইলেন।

ঔরংজীব। পরে?

দিলীর। পুনর্ব্বার আর এক সভা হয়। তাতে নূতন সর্ত্তে সন্ধিপত্র নূতন করে' লেখা হ'ল! সমরদাস ব'লে উঠ্লেন "মোগলকে বিশ্বাস কি?" পরে আমি নিজের পুত্রদ্বয়কে মোগলের প্রতিভূ রাখায় তাঁকে বহুকষ্টে স্বীকৃত করা গেল।

ঔরংজীব। তুমি নিজের পুত্রদ্বয় রেখে এসেছো?

দিলীর। হাঁ, জাঁহাপনা!

ঔরংজীব। দিলীর! তুমি অতি মহৎ।—আমি এ সন্ধি পালন ক'র্ব্ব।

দিলীর। সম্রাটের জয় হোক!—

শ্যামসিংহের প্রবেশ।

শ্যাম। রাজাধিরাজ বাদশাহ ঔরংজীবের জয় হোক!

ঔরংজীব। কি সংবাদ, মহারাজ!

শ্যাম। কার্য্য উদ্ধার হ'য়েছে, খোদাবন্দ।—আশাতীত রকম উদ্ধার হ'য়েছে।—সাম্রাজ্য নিষ্কণ্টক।

ঔরং। কিরূপ?

শ্যাম। সন্ধির পর কতিপয় ব্রাহ্মণ দিয়ে উদ্ধত সমরদাসকে হত্যা করিয়েছি।

দিলীর। কি?—তাঁকে হত্যা করিয়েছো, মহারাজ! সত্য কথা?—

শ্যাম। হাঁ, সত্য কথা!

দিলীর। তুমি তাঁকে হত্যা করিয়েছো?

শ্যাম। হাঁ, সেনাপতি!

দিলীর। সম্রাট্ ক্ষমা ক'র্ব্বেন [শ্যামসিংহের গলদেশে হস্ত দিয়া ধরিয়া] পামর! পাষণ্ড! রাজপুত-কুলাঙ্গার!—তোমাকে আজ আমি হত্যা ক'র্ব্ব।

শ্যামসিংহ কাতরভাবে সম্রাটের প্রতি চাহিয়া কহিলেন—"জাঁহাপনা!"

ঔরংজীব। ক্ষান্ত হও, দিলীর—ও নিতান্ত ক্ষুদ্র জীব। মশা মেরে হাত কালো কোরো না, দিলীর!

দিলীর। সত্য কথা! তোমাকে মেরে এ হাত কালো ক'র্ব্বনা।—হেয়, কাপুরুষ, নরকের ঘৃণ্য—কীট! তোমায় দেখ্‌লে পাপ!—তোমাকে হস্তে স্পর্শ করা একটা মহাপাতক।—দূর হও" এই বলিয়া তাহাকে ধাক্কা দিয়া দূর করিয়া সম্রাট্‌কে কহিলেন—"হাত ধুয়ে আসি, সম্রাট্!"—এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ! আমার জন্য তুমি নিজের পুত্রদ্বয় হারালে। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সাধু ছিল। এর জন্য আমি দায়ী নই, বন্ধু! এ হত্যা আমার পরামর্শে হয় নাই! এত নীচাশয় আমি নই!

মোজামের প্রবেশ।

মোজাম। পিতা ডেকেছেন?

ঔরংজীব। হাঁ, মোজাম।—দাক্ষিণাত্য যাবার জন্য সমগ্র মোগল সৈন্যকে প্রস্তুত হ'তে আজ্ঞা দাও। তুমিও প্রস্তুত হও।

মোজাম। যে আজ্ঞা।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—দাক্ষিণাত্যে পালিগড় ছুর্গ। কাল—রাত্রি। মারাঠা-অধিপতি শম্ভুজী, ছুর্গাদাস, ও আকবর আসীন।

শম্ভুজী। ছুর্গাদাস, তুমি অসমসাহসিকের কাজ ক'রেছো! ৫০০ মাত্র রাজপুত ঘোড়সোয়ার নিয়ে যোধপুর থেকে পালিগড়ে এসেছো!

আকবর। আমরা এসেছি অনেক দিন। এতদিন মহারাজের দর্শন পাইনি।

শম্ভুজী। সাহজাদা! আমি বিশেষ রাজকাজে ব্যস্ত ছিলাম। তাই বিলম্ব হয়ে গিয়েছে। মাফ্ ক'র্ব্বেন, সাহজাদা! অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হয়নি?

আকবর। না। মহারাজের সামন্তরা আমাকে যথাযথ সমাদর ক'রেছেন। কোন ত্রুটি হয় নি।

শম্ভুজী। সাহজাদার পরিবার?

ছুর্গাদাস। মাড়বাড়ের মহারাণীর কাছে তাদের রেখে আসতে হয়েছে। তাদের প্রতি সম্রাটের আক্রোশ নাই। শুদ্ধ সাহজাদাকে, মহারাজ, আশ্রয় দান করুন।

শম্ভুজী। আপনার আর কোন চিন্তা নাই, সাহজাদা! আপনি এখন মনে ক'র্ত্তে পারেন যে, আপন লৌহছুর্গে আছেন!—ছুর্গাদাস, তোমরা এঁকে সম্রাট্ ক'রেছিলে না?

ছুর্গাদাস। ক'রেছিলাম, মহারাজ!

শম্ভুজী। ব্যস্! আকবরসাহ! আমরা মারাঠা জাতিও আপনাকে সম্রাট্ ব'লে মানি।

আকবর। আমার ভাই মৌজাম সসৈন্যে আমার বিপক্ষে এসেছেন।

দুর্গাদাস। কুমার আজীমও সসৈন্যে আমেদনগরে এসেছেন।

শম্ভুজী। কোন ভয় নাই, সাহজাদা! আমি বহরমপুরে গিয়ে নিজে আপনাকে সম্রাট্ বলে' অভিষেক ক'র্ব্ব।

শম্ভুজীর দুই সৈন্যাধ্যক্ষ শান্তজী ও কেশবের প্রবেশ।

শান্তজী। জিঞ্জিরা দুর্গের পতন হয়েছে, মহারাজ!

শম্ভুজী। উত্তম! সন্তুষ্ট হ'লাম।

কেশব। মহারাজ! কর্ণেল কেরি আর কার্ডিনাণ্ড মহারাজের সাক্ষাৎ প্রার্থী। এখানে নিয়ে আস্‌বো কি?

শম্ভুজী। আনো না—ক্ষতি কি!

[শান্তজী ও কেশবের প্রস্থান।

শম্ভুজী। বিশ্রাম নেই, সাহজাদা—রাজার রাজকার্য্য সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। এই জিঞ্জিরা দুর্গ ইংরেজেরা মাসাধিক হ'ল তৈয়ের ক'রেছিল। তা ভূমিসাৎ হ'ল দেখ্‌লেন!—দুর্গাদাস! রাজপুতেরা যুদ্ধ ক'র্ত্তে জানে?

দুর্গাদাস। তারা দেশের জন্য প্রাণ দিতে জানে।

শম্ভুজী। কিন্তু রাজপুত জাতি ত বার বার যবনের পদ-দলিত হ'য়েছে।

দুর্গাদাস। হ'য়েছে সত্য! কিন্তু মনে করে' দেখুন, মহারাজ! সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে রাজস্থান রেণুকার মত! তবু সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে একা রাজপুতই এই তিন শ বছর মাথা উঁচু করে' আছে।

শম্ভুজী। আর মারাঠা মাথা শুধু উঁচু করে' নেই—মাথা তৈয়ের ক'চ্ছে—কার ক্ষমতা অধিক, দুর্গাদাস?

দুর্গাদাস। মহারাজ! আমি মারাঠা হীন বলি নাই; শুদ্ধ রাজপুত

অসার নয়, তাই ব'ল্‌ছিলাম। আমার এখানে আসার প্রধান উদ্দেশ্য, মহারাজ, এই সাহজাদাকে নিরাপদ্‌ করা।

শম্ভুজী। আচ্ছা, এসেছো—দেখে যাও মারাঠা যুদ্ধ করে কেমন! দেশে গিয়ে গল্প কর্ব্বার একটা বিষয় পাবে।

দুর্গাদাস স্বগত কহিলেন—"এত দম্ভ যার, তার পতন অবশ্যম্ভাবী।"

কেরি ও ফার্ডিনাণ্ডের সহিত কেশবের প্রবেশ।

শম্ভুজী। কেরী সাহেব! তোমাদের জিঞ্জিরা দুর্গের অবস্থা দেখ্‌লে?

কেরি। হাঁ, রাজা!

শম্ভুজী। ঐ অবস্থা তোমাদের বম্বে উপনিবেশের হবে, যদি আমার বিপক্ষ জাহাজ তোমাদের বন্দরে আশ্রয় দাও! আর এলিফ্যাণ্টায় মারাঠা দুর্গ নির্ম্মাণ ক'র্ব্ব।

কেরি। রাজা—

শম্ভুজী। কোন কথা শুন্তে চাই না। যাও—আর পোর্টুগীজ সর্দ্দার সাহেব! তোমরা আমার বারণ শুন্‌লে না। তোমাদের আঙ্কিদ্বীপ দখল ক'র্ত্তে জাহাজ পাঠিইছি। দেখি তোমাদের গোয়ার বাণিজ্য কিসে চলে? এখনো সাবধান—যাও।

কেরি ও ফার্ডিনাণ্ড কুর্নিশ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

শম্ভুজী। এই ফিরিঙ্গিগুলোকে আমি একটু ভয় করি, দুর্গাদাস।—কাব্‌লেস খাঁ!—

নেপথ্যে। হুজুর!—

শম্ভুজী। সরাব আওর অওরৎ—

নেপথ্যে। যো হুকুম, মহারাজ!

দুর্গাদাস।

শম্ভুজী। এই ফিরিঙ্গিগুলো বড্ড সোজা বন্দুক আওয়াজ করে!—আর কখন ছত্রভঙ্গ হয় না। একটা সৈন্য যুদ্ধ করে যেন একটা প্রাণী! এক গতি, এক লক্ষ্য, একদিকে মুখ!—ভারি জমাট!

সরাব হস্তে কাব্‌লেস খাঁর প্রবেশ।

শম্ভুজী। [সরাব লইয়া আকবর ও দুর্গাদাসকে দিয়া] নেও, দুর্গাদাস!

দুর্গা। মাফ্ ক'র্ব্বেন মহারাজ!

শম্ভুজী। সে কি বল?—সরাব খাওনা নেহাইৎ—[অপদার্থের সঙ্কেত করিলেন]—সাহজাদা—

আকবর। মন্দ কি!—

শম্ভুজী। এই ত! তুমি সম্রাট্ হবার উপযুক্ত বটে। আমি তোমায় সম্রাট্ ক'র্ব্ব।

কাবলেস্। অওরৎ?

শম্ভুজী। আলবৎ—আভি—হিঁয়া—

দুর্গাদাস। তবে আমি যাই। একটু বিশ্রাম করিগে যাই।

শম্ভুজী। কেন, তোমার সতীত্ব নষ্ট হবে?—আচ্ছা যাও!—

দুর্গাদাস উঠিতে উঠিতে ভাবিলেন—"এতদূর অসার!—"

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

শম্ভুজী। এই যে! গাও, নাচো। সাহজাদা! মুসলমান জাতটা কি সম্ভোগ বেশ জানে?

আকবর সুরা পান করিতে করিতে কহিলেন—"সুরাপান কিন্তু তার ধর্ম্মে নিষিদ্ধ।"

শম্ভুজী। বটে!—তবে সে ধর্ম্ম আমার জন্য নয়।—এমন সুন্দর

জিনিষ আছে! কেমন শুভ্র, শান্ত, স্থির! কিন্তু ভেতরে গেলেই সংসারটাকে রঙিন্ করে' তোলে—হাঃ হাঃ হাঃ!—সুরা আর রমণী—গাও।

দুর্গাদাস যাইতে যাইতে স্বগত কহিলেন—"এই সুরা আর এই রমণীই তোমার সর্ব্বনাশ ক'র্ব্বে, শম্ভুজী!"—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

শম্ভুজী। দুর্গাদাস কি রকম করে' আমার পানে চাইলে, দেখ্‌লে আকবর! উনি সতীত্ব দেখাচ্ছেন! ভণ্ড!—

আকবর। গাও—

শম্ভুজী। হাঁ, গাও—নাচো—কিসের জন্য যুদ্ধ করে' মরি, সাহজাদা? যদি জীবনটা ভোগ না কর্‌লাম—গাও। একটা সাহজাদার আবাহন-গীতি গাও—ইনি ভারতসম্রাটের পুত্র আকবরসাহ—

নৃত্যগীত।

যদি এসেছো এসেছো দয়া করি বঁধুহে—
কুটীরে আমারি;
আমি কি দিয়ে তুষিব ভূষিব তোমারে
—বুঝিতে না পারি।
আমি যাব কি ও হৃদি'পর ছুটিয়া?
আমি পড়িব কি পদতলে লুটিয়া?
হাসিব, সাধিব, ঢালিব চরণে
—নয়নের বারি?
যদি পেয়েছি তোমায় কুটীরে আমার, আশার অতীত গণি;
আজি আঁধারে, পথের ধূলার মাঝারে, কুড়ায়ে পেয়েছি মণি;
যদি এসেছ দিব হৃদয়াসন পাতি;
দিব গলে নিতি তব প্রেম হার গাঁথি;
রহিব পড়িয়া দিবস রাতি হে
—চরণে তোমারি।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—রাণা জয়সিংহের অন্তঃপুর। কাল—সায়াহ্ন। জয়সিংহ ও তাঁহার ধাত্রী মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছিলেন।

জয়। কি! কমলা আমায় না বলে' চলে' গিয়েছে?

ধাত্রী। গিয়েছে ত গিয়েছে! হ'য়েছে কি? আপদ্ দূর হ'য়েছে!

জয়। বড় রাণী কোথায়?

ধাত্রী। সে ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আছে।

জয়। তাঁকে ডাকো ত। নিশ্চয় তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করে' চলে' গিয়েছে।

ধাত্রী। না গো না! তার মুখে রা-টি নাই। সে মাটির মানুষ! ছোট রাণীই তাকে মাঝে মাঝে এমনি মুখঝামটা দেয়।—বাপ্—যেন তাড়কা রাক্ষসী! ছোট রাণীর মুখ ত নয় যেন তুবড়ি! আবার যখন মান করেন—তখন তোলো"—দেখাইল—"সুন্দর বিচ্ছিরি অমন আমি কখন দেখিনি বাপু!"

জয়। চোপ্! মুখ সাম্‌লে কথা ব'লিস্!

ধাত্রী। ওরে বাবা! যেন কুম্ভকর্ণ! খেতে এলো! কেন? ভয় কিসের? তুই ছোটমাগী বলে' অজ্ঞান, মুই ত আর অজ্ঞান নই! আর সে মোর ইষ্টিদেবতাও নয় যে, মুই তোর মত রাজ্যি ভুলে তার জপে বোস্‌বো!

জয়। ছ্যাথ্, তুই আমায় মানুষ ক'রেছিস্ বলে' অনেক সহ্য করি। বেশী জ্বালাস্‌নে—যা, বড় রাণীকে ডেকে দে!

ধাত্রী। ডেকে দেবো না! নিজে যাওনা তার ঘরে! সে ত আর

মোর মত তোমার কেনা দাসীটি নয়, আর তোমার ঘরে খেটে খেতেও আসি নি—সেও রাজরাজড়া-ঘরের মেয়ে।

জয়। তুই যাবিনে ?

ধাত্রী। ঈঃ—? চোখরাঙানী দেখ—যেন দুর্ব্বস্ মুনি! মার্ব্বা নাকি ? তার আর আশ্চর্য্যিই বা কি! স্বাশকে মোছলমানের হাতে সঁপে দিয়ে, বাড়ী এসে ধাইমাগীর উপর রোখ! নজ্জাও নেই!

জয়। সবাই নিন্দে ক'চ্ছে মানি, কিন্তু ধাইমা তুইও—আমার প্রাণ যে কি ক'চ্ছে তুই জান্‌বি কি ?

ধাত্রী। জান্তে বাকিই বা আছে কি ?—যাদু ক'রেছে গো—যাদু ক'রেছে। পেত্নী হয়ে ঘাড়ে চেপেছে!—নৈলে ছেলি ভালো!—আচ্ছা, যাচ্ছি। বড় রাণীকে ডেকে দিচ্ছি। কিন্তু তাকে যদি রুক্ষি কৈবি, ত এই বঁটি তোর ঘাড়ে বসিয়ে দেবো ; তা মানুষ করে' থাকি আর যাই করে' থাকি—সতীলক্ষ্মীর অপমান সৈবো না।

[প্রস্থান।

জয়। যাদুই ক'রেছে! আমাকে তন্ময় ক'রেছে! আর কিছুই ভালো লাগে না। সে এই নগর ছেড়ে চলে' গিয়েছে—সংসার শূন্য দেখ্‌ছি। চক্ষে অন্ধকার দেখ্‌ছি!

ধীরে ধীরে সরস্বতী প্রবেশ করিলেন।

সরস্বতী। আমায় ডাকৃছিলে ?

জয়। হাঁ—ছোটরাণী কোথায় জানো ?

সরস্বতী। না।

জয়। তোমায় কিছু বলে' যায় নি ?

সরস্বতী। না।

জয়। তোমার সঙ্গে [মস্তক নীচু করিয়া] কোন বচসা হয় নি?

সরস্বতী। না।

জয়সিংহ কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন। পরে কহিলেন—"এই কথা আমায় বিশ্বাস ক'র্ত্তে বল, সরস্বতি?

সরস্বতী। বিশ্বাস কর না কর, তোমার হাত। আমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্লে, তাই ব'ল্লাম।

জয়। এ কারণ জানো কিছু?

সরস্বতী। না, ঠিক জানি না।

জয়। অনুমান ক'রেছো?

সরস্বতী। ক'রেছি।

জয়। কি অনুমান করেছো?

সরস্বতী। ব'ল্‌তে পার্ব্বো না।

জয়। ব'ল্‌তে পার্ব্বে না? না ব'ল্‌বে না?

সরস্বতী। ভালো!—তবে তাই! আমি ব'ল্‌বো না।

জয়। সরস্বতি! এই তোমার পতিভক্তি!—সে যা'ই হোক, আমার কথা শোন। আমি তার জন্যে দেশত্যাগী হ'তে হয় হব।—তা জানো বোধ হয়?

সরস্বতী। বিশেষ জানি। দেশকে ত মুসলমানের পায়ে বিকিয়ে এসেছো। তাকে ছাড়্‌বে—তা'র আশ্চর্য্য কি?

জয়। দেশকে আমি বিকিয়ে আসি নি। সন্ধি ক'রেছি।

সরস্বতী। একে সন্ধি বল, রাণা? মুসলমান জাত পাঁচ শ বছর ধরে' দেশ, জাতি, ধর্ম্মকে পীড়ন ক'র্লে। সেই মুসলমান জাতকে মাড়বার

বীর সমরে পরাস্ত ক'রেছিল—তার সঙ্গে এই সন্ধি!—তুমি রাণাপদের অবমাননা ক'রেছো।

জয়। কা'র জন্য ক'রেছি—নিজের জন্য না জাতির জন্য?

সরস্বতী। ছোটরাণীর জন্য!—তোমার আর কিছু জিজ্ঞাসা কর্ব্বার আছে?

জয়। না।

সরস্বতী। উত্তম—তবে আমি যাই?

জয়। যাও—আমিও যাই।

সরস্বতী। যেরূপ অভিরুচি!—শোন নাথ, এক কথা বলে' যাই—যেখানে যাবে যাও। কিন্তু শান্তি পাবে না। যে উদ্দাম প্রবৃত্তিভরে আজ আমাকে ছেড়ে, পুত্র ছেড়ে, রাজ্য ছেড়ে, চলে' যাচ্ছ, সে প্রেম নয়, সে লালসা। প্রেমের গতি নির্ঝরিণীর মত স্থির, স্বচ্ছ, মন্থর; বারি-প্রপাতের মত উচ্ছ্বসিত, ফেনিল, দ্রুত নয়। আসল প্রেম চকিত বিদ্যুতের মত তীব্র নয়, জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ মধুর।—এই কথা মনে ক'রে' নিয়ে যাও!—মনে রেখো! অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে দেখো।

[প্রস্থান।

জয়সিংহ। জানি সরস্বতি, যে, এ প্রেম নয়, এ লিপ্সা! এ আমায় ধীরে ধীরে রাহুর মত গ্রাস ক'চ্ছে—ব্যাধির বিষের মত সমস্ত শরীর ছেয়ে আস্‌ছে। এ টান আবর্ত্তের টান। সব বুঝ্‌তে পাচ্ছি। কিন্তু উপায় নাই, উপায় নাই।"—বলিয়া উদ্ভ্রান্তভাবে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—*—

স্থান—পুণ্যমালীর দুর্গ। দুর্গাদাসের শয়নকক্ষ। কাল—প্রহর রাত্রি। শয্যার উপরে উপবিষ্ট দুর্গাদাস একখানি পত্র পড়িতেছিলেন।

"এইরূপে আপনার সরল উদার ভ্রাতা সমরসিংহের মৃত্যু হয়। এদিকে আমাদের মহারাণী চিতারোহণে তাঁহার স্বর্গীয় স্বামীর অনুগমন করিয়াছেন। ওদিকে স্ত্রৈণ কাপুরুষ রাণা জয়সিংহ মোগলের সঙ্গে এক অবমাননাকর সন্ধি করিয়া, রাজ্য ছাড়িয়া, দ্বিতীয় মহিষীকে লইয়া জয়সমুদ্রের তীরে গিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার আচরণে, মহারাণীর স্বর্গারোহণে, আর বীর সমরসিংহের মৃত্যুতে রাজস্থান বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।—রাঠোর সেনাপতি! আপনি দেশে ফিরিয়া আসুন। আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমাদের সমবেত মিনতি রক্ষা করুন।"—হুঁ! পত্রে শতাধিক সামন্তের দস্তখৎ।"—এই বলিয়া পত্রখানি মুড়িয়া উপাধান-তলে রাখিয়া দুর্গাদাস অধোবদনে কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগি-লেন। এমন সময় শম্ভুজী কক্ষে প্রবেশ করিয়া মদিরাজড়িত স্বরে কহিলেন—"শুনেছো, দুর্গাদাস!"

দুর্গাদাস চমকিত হইয়া উত্তর করিলেন—"কি, মহারাজ?"

শম্ভুজী। ঔরংজীবকে সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশ হ'তে তাড়িইছি।—এসেছিলেন চাঁদ শম্ভুজীর সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্ত্তে! জানেন না!

দুর্গাদাস। কিন্তু, বিজাপুর আর গোলকুণ্ডার পতন হয়েছে না?

শম্ভুজী। তাতে আমার কোন হানি হয় নি। আমি এদিকে বিজাপুরের পশ্চিম প্রান্ত দখল করে' বসে' আছি! চাঁদ এদিকে এগিয়ে

আস্‌ছেন, পিছনে শম্ভুজীর সৈন্য; ওদিকে পিছিয়ে যাচ্ছেন, পিছনে শম্ভুজীর সৈন্য। ব্যতিব্যস্ত করে' তুলিছি। জানেন না চাঁদ—এ শম্ভুজী! —আর কেউ নয়।

দুর্গাদাস। কিন্তু এ রকম উদ্দেশ্যহীন যুদ্ধে ফল কি? অনুমতি দিউন, মহারাজ! আমি রাজপুত সৈন্য এখানে নিয়ে আসি। আর মারাঠা রাজপুত মিলে ঔরংজীবের বিপক্ষে দাঁড়াই।

শম্ভুজী। রাজপুত! রাজপুত যুদ্ধ ক'র্ত্তে জানে? তাদের সাহায্যে প্রয়োজন নাই, দুর্গাদাস! একদিন মারাঠাই রাজপুত আর মোগলকে সমভাবে পেষণ ক'র্ব্বে।

দুর্গাদাস। মহারাজ! রাজপুতকে পরাজয় করে' মারাঠার গৌরব বাড়্‌বে না। তা'রাও হিন্দু, মারাঠাও হিন্দু।

শম্ভুজী। তা বটে।—দুর্গাদাস, তোমার বিছানা যথেষ্ট নরম হয়েছে ত?

দুর্গাদাস। রাজপুতের পক্ষে এ বিছানা যথেষ্ট নরম। আমাদের অনেক সময় অশ্বপৃষ্ঠই শয্যার কাজ করে।

শম্ভুজী। ঐ ত দুর্গাদাস, ঐ জায়গায়ই তোমার সঙ্গে মেলে না। যুদ্ধও চাই, সঙ্গে সঙ্গে সম্ভোগও চাই।—দুর্গাদাস! জীবনের জন্য সব কঠোর জিনিষে আপত্তি নাই।—কিন্তু বিছানাটি নরম চাই।—কাবলেস্‌ খাঁ—

নেপথ্যে। হুজুর!

শম্ভুজী। সব তৈরি?

নেপথ্যে। হাঁ, হুজুর!

শম্ভুজী। তবে এখন নিদ্রা যাও, দুর্গাদাস। আমি যাই।

[প্রস্থান।

দুর্গাদাস।

দুর্গাদাস। [কক্ষে পাদচারণ করিতে করিতে] যোদ্ধা বটে মারাঠা জাতি!—অদ্ভুত অশ্বচালনা, অদ্ভুত সমরকৌশল, অদ্ভুত সহিষ্ণুতা!—এর সঙ্গে যদি রাজপুত জাতির একাগ্রতা, ত্যাগ আর দৃঢ়তা পেতাম, কি না হ'তে পার্ত্ত? না, তা হবার নয়। ভারতের ভাগ্য সুপ্রসন্ন নয়! হিন্দুজাতি যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে! আর এক হবার নয়।"

এই বলিয়া তিনি কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।—সহসা দূরে আর্ত্তস্বর শ্রুত হইল!—দুর্গাদাস কহিলেন "ওঃ! কি তীব্র আর্ত্তধ্বনি! কি করুণ!—কি অভ্রভেদী! আরো কাছে! আরো কাছে!—একি! আমার দ্বারের বাহিরে যে! এ যে নারীর কাতরোক্তি!—কি হৃদয়-ভেদী—আলুলায়িতকেশী স্রস্তবসনা এক নারী দৌড়িয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

নারী। রক্ষা কর! রক্ষা কর!

দুর্গাদাস। ভয় কি! ভয় কি, মা!—কে তুমি, মা?

তরবারি হস্তে শম্ভুজী ও তৎপশ্চাতে কাব্‌লেস্ খাঁ প্রবেশ করিল।

শম্ভুজী। পিশাচী!—শয়তানী!—তুমি তাকে দরজা খুলে দিয়েছো? তুমি তার পলায়নের পথ পরিষ্কার করে' দিয়েছো?

নারী। সে কুলনারী।

শম্ভুজী। সে কুলনারী; তোর তাতে কি?

নারী ভয়ে ভূপতিত হইলেন। শম্ভুজী তরবারি হস্তে করিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইলেন। দুর্গাদাস সহসা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কহিলেন—

"শম্ভুজি!—মহারাজ!—এ কি! অবলার প্রতি আক্রমণ! এও কি সম্ভব!

শম্ভুজী। চোপ্‌রাও—সরে' যাও—

দুর্গাদাস। কখন না। অবলার প্রতি অত্যাচার দুর্গাদাস আজ পর্য্যন্ত কখন দাঁড়িয়ে দেখে নাই। তরবারি কোষবদ্ধ করুন, মহারাজ!

শম্ভুজী। জানো ও কে?

দুর্গাদাস। উনি যেই হোন—উনি আমার মা।

শম্ভুজী। সরে' দাঁড়াও, দুর্গাদাস!

দুর্গাদাস। প্রকৃতিস্থ হও, মহারাজ! তুমি সুরাপান ক'রেছো! নহিলে এ অবলার প্রতি অত্যাচার তোমার দ্বারা সম্ভব নয়।

শম্ভুজী। এখনো ব'লছি সরে' দাঁড়াও।

দুর্গাদাস। কখন না।

শম্ভুজী। তবে তরবারি নাও। আমি নিরস্ত্র শত্রুকে বধ করি না। তরবারি নাও।

দুর্গাদাস। এটুকু ত জ্ঞান আছে! তবে নারীর প্রতি অত্যাচার কেন?—শোন, মহারাজ!—

শম্ভুজী। তরবারি নাও। [পদাঘাত করিয়া] নাও!—

দুর্গাদাস। তরবারি নেওয়ার প্রয়োজন নাই" এই বলিয়া তিনি শম্ভুজীর গলদেশ ধরিয়া ফেলিয়া দিয়া তরবারি কাড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। পরে তিনি নিজের উষ্ণীষ খুলিয়া, তাঁহার হস্তদ্বয় বন্ধন করিলেন। কাব্‌লেস্ সুযোগ বুঝিয়া পলায়ন করিল।

দুর্গাদাস। "মহারাজ! আপনার আতিথ্য গ্রহণ ক'রেছিলাম। ক্ষমা ক'র্ব্বেন!" এই বলিয়া তিনি নিজের তরবারি লইয়া, পরে সেই নারীকে ক্রোড়ে উঠাইতে গিয়া, আবার ভূমিতলে রাখিয়া কহিলেন—"একি!—বালিকা মরে' গিয়েছে! শুদ্ধ আতঙ্কে মরে' গিয়েছে।—মহারাজ! এই ক্ষুদ্র নিরীহ কপোতীকে মার্ব্বার জন্য তরোয়াল নিয়ে ছুটে-

ছিলে!—তুমি মহাত্মা শিবজির পুত্র!—ধিক্!"—এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

শম্ভুজী। কোন্ হ্যায়—পাক্ড়ো—পাক্ড়ো—

বাহিরে অস্ত্রের শব্দ শ্রুত হইল।

রক্তাক্ত কলেবরে দুর্গাদাস পুনঃপ্রবেশ করিলেন। সঙ্গে কাব্‌লেস্ ও সৈনিকগণ প্রবেশ করিল। কাব্‌লেস শম্ভুজীর বন্ধন মুক্ত করিল।

দুর্গাদাস। সব স্থির থাকো। আমি পালাচ্ছি না। পঞ্চাশ জনের বিপক্ষে একার আত্মরক্ষা সম্ভবে না। আর নিজের প্রাণরক্ষার জন্য স্বজাতীয়ের প্রাণসংহার ক'র্ত্তে চাই না। একজন নারীর ধর্ম্মরক্ষা ক'র্ত্তে পেরেছি, এই যথেষ্ট পুরস্কার—যদিও তার প্রাণরক্ষা ক'র্ত্তে পার্ল্লাম না। ধরা দিচ্ছি; বাঁধো। যে শাস্তি হয়, দাও।"—এই বলিয়া দুর্গাদাস তরবারি ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। হস্ত বাঁধিবার জন্য আগাইয়া দিলেন। শম্ভুজীর ইঙ্গিতে কাব্‌লেস্ তাঁহাকে ভয়ে ভয়ে বাঁধিল।

শম্ভুজী। দুর্গাদাস! বড় স্পর্দ্ধা তোমার!—তোমাকে পোড়াবো না, জীয়ন্তে গোর দিব! কি শাস্তি দিব? কি রকমে মর্ত্তে চাও?

কাব্‌লেস্। মহারাজ! মেহমানকে আপন হাত্‌সে জান লওয়া ঠিক নয়। আমি বলি, একে এর বড় দোস্ত ঔরংজীবের হাতে দিই।—ফল দাঁড়াবে একই। তবে মহারাজের বুরা কামটা ক'র্ত্তে হবে না।

শম্ভুজী। হাঁ তা বটে! সেই ভালো। কাব্‌লেস্! একে ঔরংজীবের হাতে দিয়ে এস। সেখানে দেওয়াও যা, ব্যাঘ্রের বিবরে ছেড়ে দিয়ে আসাও তাই।"—এই বলিয়া অত্যুচ্চ হাস্য করিলেন।

কাবুলেস্। [স্বগত] সঙ্গে সঙ্গে কাবুলেসের কিছু নফা হয়ে যাক্ না। বহুৎ ইনাম পাবো।

দুর্গাদাস। উত্তম!—আমি চ'ল্লাম মর্ত্তে। কিন্তু মনে রেখো, শম্ভুজী! একটা কথা বলে' যাই। তোমারও একদিন এই দশা হবে—এই কাবুলেস্ খাঁরই হাতে। যদি এখনও ভালো চাও—সুরা পরিত্যাগ কর। নারীজাতির সম্মান কর। আর এই কাবুলেস্ খাঁকে বিশ্বাস কোরো না।

[পট পরিবর্ত্তন]

সপ্তম দৃশ্য

—:o:—

স্থান—আমেদনগর-প্রাসাদ; অন্তঃপুর-কক্ষ। কাল—রাত্রি। সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ার একাকিনী সেই কক্ষে পাদচারণ করিতেছিলেন।

গুলনেয়ার। আমরা এসেছি এই দাক্ষিণাত্যে—কার উদ্দেশে? লোকে জানে যে, ঔরংজীব আকবরের উদ্দেশে এসেছেন; বিজাপুর গোলকুণ্ডা জয় ক'র্ত্তে এসেছেন; মারাঠা জাতিকে দমন ক'র্ত্তে এসেছেন।—মূর্খ তা'রা। এ সব ছোট চক্র ঘুচ্ছে বটে; কিন্তু এই ঘূর্ণিতচক্ররাজি ঘোরাচ্ছি—এখানে বসে' আমি! আমি সেদিকে তর্জ্জনী না ফেরালে, শত আকবর, বিজাপুর, শম্ভুজী, দিল্লীর সমগ্র প্রাসাদকে দাক্ষিণাত্যের দিকে টেনে আন্‌তে পার্ত্ত না।—কি প্রভূত শক্তি কি দরাজ হাতে অপব্যয় ক'র্চ্ছি!—বাঁদি! সরাব।—দুর্গাদাস! দুর্গাদাস!—তুমি যদি জান্তে—যদি জান্তে—আমি তোমাকে কি ভালবাসি! যদি জান্তে কি মধুরতিক্ত, উত্তপ্তশীতল,

তীক্ষ্ণকোমল প্রবৃত্তি আমার অন্তরে জাগিয়ে দিয়েছো! যদি জান্তে, তোমার উদ্দেশে সমস্ত মোগল সাম্রাজ্য মাড়বার থেকে দাক্ষিণাত্যে টেনে এনেছি!—আমাকে কি ভালই বাসতে!—বাঁদি! সরাব।”—বাঁদি! আসিয়া তাঁহার হস্তে সরাব দিল। গুলনেয়ার পান করিয়া অবহেলায় দূরে পাত্র নিক্ষেপ করিলেন। “উঃ! কি পিপাসা!—দুর্গাদাস! আমি মদিরা পান ধ’রেছি কেন জান?—দুর্গাদাস! তুমি যদি আমায় আজ দেখ, চিন্তে প্যারো কি না সন্দেহ!—এত শীর্ণ হয়ে গিয়েছি! এ প্রবৃত্তির কি মহা জ্বালা! কি দুর্দ্দমনীয় বেগ! কি মধুর উৎপীড়ন!

ঔরংজীবের প্রবেশ।

ঔরংজীব। গুলনেয়ার!

গুলনেয়ার। জাঁহাপনা! বন্দেগি!

ঔরংজীব। গুলনেয়ার! বড় সুসম্বাদ।—দুর্গাদাস ধরা প’ড়েছে।

গুলনেয়ার। হ্যাঁ!—না পরিহাস?

ঔরংজীব। পরিহাস নয়, প্রিয়ে, সত্য কথা! কাব্‌লেস্‌ খাঁ তাকে ধরে’ এনেছে। তাকে ৩০০০০ আসরফি পুরস্কার দিইছি। আর তাকে ব’লেছি যে, শম্ভুজীকে ধরিয়ে দিতে পার্লে, এর দশগুণ পুরস্কার দিব।

গুলনেয়ার। সত্য কথা?—এতদিনে বুঝলাম, নাথ, তুমি আমায় ভালোবাসো! আমাদের দাক্ষিণাত্যে আসা এতদিনে সার্থক হ’ল!

ঔরংজীব। কিন্তু গুলনেয়ার! তুমি সুরাপান ক’রেছো।

গুলনেয়ার। হাঁ ক’রেছি। এখন আর এক পেয়ালা এই দুর্গাদাসের ধরা উপলক্ষে পান ক’র্ব্ব। বাঁদি—

ঔরংজীব। সে কি, গুলনেয়ার? সুরাপান আমার প্রাসাদ কক্ষে!

গুলনেয়ার সগর্ব্বে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন "তাই, হয়েছে কি সম্রাট্?"

ঔরংজীব। জানো আমি সুরাপানের বিরোধী!

গুলনেয়ার। তুমি হ'তে পারো। আমি নহি।

ঔরংজীব। তুমি নও?—তুমি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হও নি?

গুলনেয়ার। সে আমার মর্জ্জি। আমার মর্জ্জি হ'লে এ ধর্ম্ম ছেড়েও দিতে পারি!—ধর্ম্ম?—ধর্ম্ম আচরণের জন্য আমি তৈইরি হইনি। আমার দিকে চাহ দেখি, সম্রাট্! এই সুগোল কোমল বাহুযুগল দেখ! এই সুদীর্ঘ ঘনকৃষ্ণ কেশদাম দেখ, এই তরল স্বচ্ছ স্বর্ণাভ বর্ণ দেখ। এ রূপ কি মসজিদে গিয়ে মাথা খুঁড়্‌বার জন্য তৈয়ের হয়েছিল?—তুমি বড় ধার্ম্মিক, জাঁহাপনা! তবে আমাকে বিবাহ না করে' এক মোল্লানীকে বিবাহ করনি কেন?

ঔরংজীব। কি বল্‌ছো, গুলনেয়ার—তুমি জানো না।

গুলনেয়ার। বেশ জানি।—শোন!—দুর্গাদাস কোথায়?

ঔরংজীব। দিলীর খাঁর রক্ষণায়।—তাকে কি শাস্তি দিব জানি না। আগে—

গুলনেয়ার। তাকে কোন শাস্তি দিবে না। তাকে মুক্ত করে' দেবে।

ঔরংজীব। সে কি?—সে কি হ'তে পারে?

গুলনেয়ার। হ'তে যে বেশ পারে, তা তুমি নিজেই বুঝ্‌তে পাচ্ছো। শুদ্ধ মুক্ত করে' দেবে না! আমার সঙ্গে কারাগারে যাবে। আমি ব'ল্‌বো দুর্গাদাসকে মুক্ত করে' দাও—আর তুমি স্বহস্তে তাকে মুক্ত করে' দেবে।

ঔরংজীব। তুমি কি ব'ল্‌ছো জানো না, গুলনেয়ার! তুমি প্রকৃতিস্থ

দুর্গাদাস।

হও।—তুমি অত্যধিক সুরা পান ক'রেছো। প্রকৃতিস্থ হও।"—এই বলিয়া সম্রাট্ চলিয়া গেলেন।

গুলনেয়ার। উত্তম! আমি প্রকৃতিস্থ হ'চ্ছি। দুর্গাদাস! তোমাকে আমিই স্বহস্তে মুক্ত ক'র্ব্ব। আমার সে কি গৌরব! আমি তোমাকে স্বহস্তে মুক্ত করে' আমার বুকের কাছে টেনে এনে, আমার প্রেম ভিক্ষাস্বরূপ দেবো! দুর্গাদাস! আমি তোমায় দিল্লীর সিংহাসনে বসাবো; আর আমি তোমার সম্রাজ্ঞী হব। কি সে সম্মান!—আর ঔরংজীব! তুমি ত এই মুঠোর মধ্যে! তোমায় নামাতে কতক্ষণ?—দুর্গাদাস! তোমার সব অপরাধ ক্ষমা ক'র্লাম। এতদিন যে তীব্র লালসার জ্বালায় আমায় জ্বালিয়েছো; আমার হৃদয়ের পিঞ্জরে না এসে, বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, উপত্যকায় উপত্যকায় আমাকে তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়েছ;—সব ক্ষমা ক'র্লাম! দুর্গাদাস! আজ তোমার সব দোষ ক্ষমা ক'র্লাম! উঃ আজ কি আনন্দ!

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—শিবির-কারাগার। কাল—গভীর রাত্রি। শৃঙ্খলাবদ্ধ দুর্গাদাস।

দুর্গাদাস। শেষে এ দশাও হ'ল! যে লাঞ্ছনা এতদিন বিজাতি বিধর্ম্মী শত্রুর কাছে হয় নি, তা আজ স্বজাতি স্বধর্ম্মী হিন্দুর হাতে হ'ল!—

শম্ভুজি! তুমি ভেবেছো যে, মারাঠা একদিন রাজপুত মুসলমানকে এক সঙ্গে পদদলিত ক'র্ব্বে। তা হ'লেও দুঃখ ছিল না। কিন্তু তা' হবে না। দেখ্‌বে যে একদিন মারাঠা, রাজপুত, মোসলমান এক সঙ্গে অন্য কোন জাতির পদতলে এসে লোটাবে। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি আছেই আছে।—কে কারাগারের দরোজা খুল্‌লে না?—কে?

সুসজ্জিত গুলনেয়ার কারাগারে প্রবেশ করিলেন।

দুর্গাদাস। এ কি অপরূপ সজ্জা! এ কি রূপের জ্যোতিঃ!—কে আপনি?

গুলনেয়ার। আমি বেগম গুলনেয়ার!

দুর্গাদাস। বেগম গুলনেয়ার!—

গুলনেয়ার। চিন্তে পাচ্ছো না, দুর্গাদাস? আমাদের পূর্ব্বে একবার দেখা হয়েছিল। সে দিন আমি তোমার হাতে বন্দী হয়েছিলাম। আজ তুমি আমার হাতে বন্দী।

দুর্গাদাস। আপনি আমার শাস্তি বিধান ক'র্ত্তে এসেছেন?

গুলনেয়ার। না, আমি তোমাকে মুক্ত ক'র্ত্তে এসেছি।

দুর্গাদাস। প্রত্যুপকারস্বরূপ?

গুলনেয়ার। না!

দুর্গাদাস। তবে?—সম্রাটের আজ্ঞায়?

গুলনেয়ার। বেগম গুলনেয়ার সম্রাট্ ঔরংজীবের আজ্ঞার অপেক্ষা রাখে না। আমার আজ্ঞাই তিনি এতদিন পালন করে' এসেছেন।

দুর্গাদাস। তবে?

গুলনেয়ার। আমি তোমাকে মুক্ত করে' দিতে এসেছি, কারণ তুমি আমার প্রাণেশ্বর!

দুর্গাদাস।

দুর্গাদাস। এ কি পরিহাস?

গুলনেয়ার। তোমার খুব আশ্চর্য্য বোধ হ'চ্ছে;—যে, আমি স্বয়ং ভারত সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ার; আর তুমি একজন রাজপুত সেনাপতি মাত্র; আমি তোমাকে প্রাণেশ্বর বলে' ডাক্‌ছি? হাঁ, আশ্চর্য্য হবার কথা বটে! তবে আমি সাধারণ নারীর মত কাজ করি না। সম্রাজ্ঞী হয়ে একজন সামান্য সেনাপতিকে "তুমি আমার প্রাণেশ্বর" এ কথা এই ভাবে আমি ছাড়া জগতে আর কেউ ব'ল্‌তে পার্ত্ত? কিন্তু অদ্ভুতেই আমার প্রবৃত্তি। সাধারণ যা, সামান্য যা, তা সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ার করে না! সে যখন ঘোড়া ছুটোয়, রশ্মি ছেড়ে দেয়; সামান্য, সংযত, পরিমিত আনন্দ সে চায় না; অসীমের—উচ্ছৃঙ্খলের রাজত্বে তার বাস!

দুর্গাদাস। কিন্তু—সম্রাজ্ঞী—

গুলনেয়ার। শোন, বাধা দিও না। আমি যাই করি তাই অদ্ভুত। এই প্রকাণ্ড মোগল সাম্রাজ্য একটা প্রকাণ্ড বিস্ময় নয়?—সে বিস্ময় আমার সৃষ্টি! এ সাম্রাজ্য সম্রাটের হস্তাক্ষর বটে, কিন্তু রচনা আমার! আমার তর্জ্জনী-উত্তোলনে সাম্রাজ্যে যুদ্ধ, আমার অভয়দানে সাম্রাজ্যে শান্তি! আমার সহাস্য দৃষ্টিতে এক একটা রাজ্যের উত্থান; আমার ভ্রূক্ষেপে এক একটা রাজ্যের পতন! এতদিন এই হয়ে আস্‌ছে। যে দিন তোমার হাতে বন্দী হয়েছিলাম, সে দিন সে অবস্থা নিয়তির কঠোর বিধান বলে' মেনেছিলাম; কোন মানুষের কাছে মাথা হেঁট করিনি। সেইদিন তোমাকে ভালবেসেছিলাম! কিন্তু সে প্রেম জানাই নি; কেননা, বন্দীভাবে যে তোমার প্রেম ভিক্ষা ক'র্ব্ব, সেরূপ উপাদানে আমার প্রবৃত্তি গঠিত হইনি। আজ তুমি আমার বন্দী। এই আমার প্রেমজ্ঞাপনের উপযুক্ত সময়।—দুর্গাদাস! আমি তোমায় ভালোবাসি!

দুর্গাদাস। বেগমসাহেব! আপনি কি ব'ল্‌ছেন, বোধ হয় আপনি বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না।

গুলনেয়ার। সম্রাট্‌কে ভয় কচ্ছ? এসো! দেখ্‌বে সম্রাট্‌ আমার দাস; আমি তাঁর দাসী নহি। তোমায় দিল্লীর সিংহাসনে বসাবো! —এসো!

দুর্গাদাস। বেগমসাহেব! মাফ্‌ ক'র্বেন! অসদুপায়ে পৃথিবীর সম্রাট্‌ হ'তে চাই না।

গুলনেয়ার। সাম্রাজ্য চাও না?

দুর্গাদাস। না, বেগমসাহেব!—আপনি ফিরে যান।

গুলনেয়ার। কি? তুমি আমাকেও চাও না?

দুর্গাদাস। না। পরদারকে আমরা রাজপুতজাতি মাতা বলে মানি। আপনার মর্য্যাদা আপনি না রাখেন, আমি রাখ্‌বো।

গুলনেয়ার ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া নীরব রহিলেন। তাঁহার আপাদ-মস্তক উষ্ণরক্তস্রোত বহিতে লাগিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে, তিনি আকাশে কি মর্ত্ত্যে। পরে তিনি কহিলেন—"কি দুর্গাদাস! তুমি আমার প্রেম প্রত্যাখ্যান ক'চ্ছ—সম্রাট্‌ ঔরংজীব যার ইঙ্গিতের অপেক্ষায় থাকে?"

দুর্গাদাস। বেগমসাহেব! জগতে সকলেই ঔরংজীব নয়। পৃথিবীতে ঔরংজীবও আছে, দুর্গাদাসও আছে।

গুলনেয়ার। এ কি সম্ভব!—জানো দুর্গাদাস, তোমার পক্ষে এর ফল কি?

দুর্গাদাস। জানি—মৃত্যু।

গুলনেয়ার। না, দুর্গাদাস তুমি পরিহাস ক'চ্ছ।

দুর্গাদাস। জীবনে এর চেয়ে গম্ভীরভাবে কখন কথা কহি নাই।

গুলনেয়ার। কি! আমাকে উপেক্ষা ক'চ্ছ? দুর্গাদাস, পূর্ব্বে ব'লেছি গুলনেয়ার নতজানু হ'য়ে প্রেমভিক্ষা করে না; আশীর্ব্বাদের মত প্রেম বিতরণ করে।—বেছে নাও—বেগম গুলনেয়ার কিম্বা মৃত্যু!

দুর্গাদাস। বেছে নিলাম—মৃত্যু।

গুলনেয়ার। মৃত্যু! তবে তাই হবে—আমি তোমাকে বধ ক'র্ব্ব। গুলনেয়ারের কাছে একটা পাবে—হয় প্রেম, না হয় প্রতিহিংসা! যদি প্রেম না চাও, প্রতিহিংসা নেও—কামবক্স!

গুলনেয়ারের পুত্র কামবক্স প্রবেশ করিলেন।

গুলনেয়ার। কামবক্স!—বধ কর! একে বধ কর! এই মুহূর্ত্তে বধ কর!—চেয়ে রয়েছো যে!—বধ কর!

কামবক্স। কেন, মা?—পিতার বিনা অনুমতি—

গুলনেয়ার। পিতার অনুমতি? আমার আজ্ঞার উপর পিতার অনুমতি? বধ কর এই মুহূর্ত্তে। কি! আমার কথার অবাধ্য তুমি?" —চীৎকার করিয়া কহিলেন—"বধ কর—বধ কর—বধ কর!"

কামবক্স তরবারি বাহির করিতে করিতে কহিলেন—"উত্তম! তবে প্রস্তুত হও, বন্দী!"—

দুর্গাদাস। আমি প্রস্তুত।

কামবক্স দুর্গাদাসের বধার্থে তরবারি উঠাইলেন। এমন সময় দিলীর খাঁ প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"সাবধান, কামবক্স!—নহিলে—" পিস্তল কামবক্সের প্রতি লক্ষ্য করিলেন।

গুলনেয়ার। কে তুমি?

দিলীর। আমি মোগল সেনাপতি দিলীর খাঁ।

গুলনেয়ার। কি! তোমার স্পর্দ্ধা যে, আমার আজ্ঞার বিপক্ষে দাঁড়াও?

দিলীর। দিলীর খাঁ কাউকে ভয় করে না বেগম সাহেব! সে এমন সাধুতার অভেদ্য বর্ম্মে আচ্ছাদিত যে, স্বয়ং ঈশ্বরকে ভয় করে না; তুমি ত তুচ্ছ জীব।—পাপীয়সী! নির্লজ্জা!—মনে কোরো না, আমি কিছু শুনি নাই। সব শুনেছি।"—পরে দুর্গাদাসের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"দুর্গাদাস! বীর! জান্তাম যে তুমি মহৎ! কিন্তু এত মহৎ স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমি স্বহস্তে তোমার বন্ধন মোচন করে' দিচ্ছি। [বন্ধন মুক্ত করিয়া] চলে' এসো বাহিরে—আমার নিজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অশ্ব তোমাকে দিচ্ছি। সঙ্গে পঞ্চশত অশ্বারোহী দিচ্ছি। দেশে ফিরে যাও।—আমার আজ্ঞায় কোন মোগলসেনানী তোমার কেশস্পর্শ ক'র্ব্বে না! চলে' এসো বীর! বন্দেগি বেগম সাহেব!"—দুর্গাদাসের হাত ধরিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

গুলনেয়ার ও কামবক্স প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন।

পঞ্চম অঙ্ক।

—+*+—

প্রথম দৃশ্য।

—*—

স্থান—পাহালার উত্থানচন্দ্রাতপ। কাল—রাত্রি। সিংহাসনারূঢ় আকবর। সম্মুখে নর্ত্তকীগণ।

নৃত্যগীত।

নীল গগন, চন্দ্রকিরণ, তারকাগণ রে!
হের নয়ন—হর্ষমগন চারু ভুবন রে;
নিদ্রিত সব কূজন-রব, নীরব ভব রে!
মোহন নব হেরি বিভব মেদিনী তব রে!
বাহিত ঘন স্নিগ্ধ পবন জ্যোৎস্না-মগন মন রে—
নন্দনবন-তুল্য-ভুবন—মোহিত মন রে।

আকবর। কেয়াবাৎ!—বাহবা!—সোভানাল্লা!—বাহবা বেহাগে কোমল নিখাদ! স্বর্গ যদি এই রকম হয়, তবে স্বর্গ বড় সুখের জায়গা। সোভানাল্লা। আবার নাচো; আবার গাও।

এই সময়ে সহাস্থাননে কাব্‌লেস্ খাঁ প্রবেশ করিল।

আকবর। কে? কাব্‌লেস্ খাঁ! শম্ভুজী কোথায়?

কাব্‌লেস্। আর শম্ভুজী! সাহজাদা! শম্ভুজী—এই”—এই বলিয়া কাব্‌লেস্ পতনের ভঙ্গী দেখাইল।

আকবর। সে কি?

কাব্‌লেস্। কূপোকাৎ!

আকবর। কুয়োয় পড়ে' গিয়েছে? বেশী খেয়েছিল বুঝি?

কাব্‌লেস্। না, সাহজাদা! শম্ভুজী গ্রেপ্তার। চাঁদ এখন তোমার পিতার শিবিরে। হাতে"—এই বলিয়া বন্ধনের অবস্থা দেখাইল।

আকবর। সে কি?—অসম্ভব!

কাব্‌লেস্। অসম্ভব টব নয়, সাহজাদা! একেবারে ঠিক।—এখন আপনার নিজের পথ দেখুন।

আকবর। এ কি সত্য কথা, কাব্‌লেস্?

কাব্‌লেস্ ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"ভারি সত্য, সাহজাদা! মিথ্যা কথা কাব্‌লেস্ খাঁ কদাচিৎ কয়। শম্ভুজী একেবারে গ্রেপ্তার। এখন আপনি কি ক'র্ব্বেন ঠিক ক'রেছেন? আপনার মুখ যে কালীবরণ হ'য়ে গেল!

আকবর নীরব রহিলেন।

কাব্‌লেস্। শুনুন, সাহজাদা! আমার পরামর্শ যদি শুন্তে চান—আপনি আমার সঙ্গে সম্রাটের কাছে আসুন।

আকবর ম্লান হাসি হাসিয়া কহিলেন—"সম্রাটের কাছে? তার চেয়ে ব্যাঘ্রের বিবরে যেতে রাজি আছি।"

কাব্‌লেস্। আমি ব'ল্‌ছি, সাহজাদা—আপনি আমার সঙ্গে চলুন বাদশাহের কাছে। কোন ভয় নাই। তিনি আপনাকে কিছু ব'ল্‌বেন না। বরং কাবাব খেতে দেবেন। আমি জামিন হ'চ্ছি।

আকবর। পিতার কাছে?

কাব্‌লেস্। হাঁ, আকবর! পিতার কাছে। পিতার কাছে।—কি বলেন?

এই সময়ে দুর্গাদাস প্রবেশ করিয়া কাব্‌লেস্ খাঁকে কহিলেন—"বিশ্বাসঘাতক! তোমার ষড়যন্ত্র-জালে নিরীহ আকবরকেও জড়াতে চাও?

দুর্গাদাস।

আকবর। এ কি! এ যে দুর্গাদাস!

কাব্‌লেস্। তাই ত!—এ যে—[কম্পিত]

দুর্গাদাস। কাব্‌লেস্! তোমার অভিলাষ পূর্ণ হয় নি। আমি জীবিতাবস্থায় ফিরে এসেছি। আমায় শত্রুকরে ধরিয়ে দিয়েছিলে, যায় আসে না। আমি তোমার কেহ নই। কিন্তু শেষে তুমি তোমার আপন প্রভু শম্ভুজীকেও ধরিয়ে দিয়েছো।—কৃতঘ্ন! নরপিশাচ!

কাব্‌লেস্। না মশায়—আমি না—মহারাজ—

দুর্গাদাস। তুমি নও? কাব্‌লেস্! মহারাজ শম্ভুজী তোমার পরামর্শে এক নবোঢ়া ব্রাহ্মণ বালিকাকে হরণ ক'র্ত্তে দুর্গের বাহির হ'য়েছিলেন কি না?—সত্য বল; মিথ্যা ব'ল্লে নিস্তার নাই।

কাব্‌লেস্ কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল—"এজ্ঞে"।

দুর্গাদাস। আর তুমি আগেই সে সংবাদ কুমার আজীমকে দিয়াছিলে কি না? তার পরে কুমার আজীম ৫০০ মোগল সেনানী নিয়ে এসে মহারাজকে বন্দী করেন।—কেমন? ঠিক কি না?

কাব্‌লেস্। এজ্ঞে! [পলায়নোদ্যত।]

দুর্গাদাস। "ভগো মাৎ।"—এই বলিয়া দুর্গাদাস কাব্‌লেস্ খাঁর গলা টিপিয়া ধরিয়া কহিলেন—"কাব্‌লেস্ খাঁ! আল্লার নাম করো।"

কাব্‌লেস্। মাফ করো খোদাবন্দ—আমি, আপনার কুত্তা।

এই বলিয়া সেই ভয়বিহ্বল কম্পিতকলেবর কাব্‌লেস্ খাঁ দুর্গাদাসের চরণ ধরিল।

দুর্গাদাস। যাও, তোমায় বধ ক'র্ব্ব না। আমার হাত তোমার হত্যায় কলঙ্কিত ক'র্ব্ব না। তুমি শম্ভুজীর পরকাল খেয়ে শেষে তার ইহকালও খেলে। নরকেও তোমার স্থান নাই—যাও।"—বলিয়া

পদাঘাত করিয়া কাব্‌লেস্‌ খাঁকে দূর করিয়া দিলেন। কাব্‌লেস্‌ চলিয়া গেলে দুর্গাদাস আকবরকে কহিলেন—"সাহজাদা! এক দিন আমি শম্ভুজীকে ব'লেছিলাম যে, 'এই সুরা আর এই নারীই তোমার সর্ব্বনাশ ক'র্ব্বে। আর সে সর্ব্বনাশ সাধন ক'র্ব্বে এই কাব্‌লেস্‌ খাঁ।'—অবিকল তাই হ'ল!—যুবরাজ! এই দৃষ্টান্ত হ'তে শিক্ষা লউন। পূর্ব্বেও অনেক বার ব'লেছি, আজ আবার ব'ল্‌ছি—দিন থাক্‌তে সুরা আর নারী পরিত্যাগ করুন!—বড় ভয়ঙ্কর নেশা এই দুই।

আকবর। বড় অধিক বিলম্ব, দুর্গাদাস!—বড় অধিক বিলম্ব!

দুর্গাদাস। কিছুই বড় অধিক বিলম্ব নয়, কুমার! কেবল প্রবৃত্তি যত অধিক দিন আসন দখল করে' থাকে ততই তাকে তাড়ানো দুষ্কর হয়। আপনি উচ্চবংশজাত, উচ্চশিক্ষিত, উচ্চহৃদয় ব্যক্তি; আপনি চেষ্টা ক'র্লে কি এ পাপ ঝেড়ে ফেলে দিতে পারেন না?

আকবর ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে ধীরে ধীরে কহিলেন—"দুর্গাদাস! তুমি ঠিক ব'লেছো। আমি এ নেশা পরিত্যাগ ক'র্ব্ব। শুধু এই নেশা নয়! সংসারের নেশা পরিত্যাগ ক'র্ব্ব। সব পরিত্যাগ ক'র্ব্ব।

দুর্গাদাস। সে কি, সাহজাদা?

আকবর। হাঁ, বীর! সব পরিত্যাগ ক'র্ব্ব। জীবনে ঘৃণা হ'য়ে গেছে। পরের গলগ্রহ হয়ে বেড়াচ্ছি, তবু বিলাসে মজ্জিত হয়ে আছি। এ কি সাধারণ মানসিক দুরবস্থা! সেটা আজ যেমন অনুভব ক'র্চ্ছি, তেমন আর কখন অনুভব করি নাই।"—বলিয়া মস্তক নত করিলেন।

দুর্গাদাস। শুনুন, সাহজাদা! আমার সঙ্গে মাড়বারে চলুন—আমি জীবিত থাক্‌তে আপনার কোন ভয় নাই।—চলুন।

দুর্গাদাস।

আকবর। না, দুর্গাদাস, আমি মাড়বারে যাবো না। আমি মক্কায় যাবো। অনেক দিন তোমাদের গলগ্রহ হ'য়েছি। তোমায় অনেক ক্লেশ দিয়েছি। ক্ষমা কোরো। আমাকে রক্ষা ক'র্ত্তে তুমি স্বদেশ, স্বজন ছেড়েছো। আমার জন্য তুমি ভ্রাতা হারিয়েছো, নিজে মর্ত্তে ব'সেছিলে।

দুর্গাদাস। সে আমার ধর্ম্ম, কুমার! কর্ত্তব্য মাত্র।

আকবর। কর্ত্তব্য! আমি মক্কায় গিয়ে ঐ রকম কর্ত্তব্য পালন ক'র্ত্তে শিখ্‌বো। অনেক পাপ ক'রেছি; সর্ব্বকার্য্যে অবহেলা ক'রেছি; বিলাসে মজ্জিত হ'য়ে কালক্ষেপ ক'রেছি; পিতার বিদ্রোহী হ'য়েছি; স্ত্রীহন্তা হ'য়েছি; নিজের জন্য জেনে শুনে তোমার সর্ব্বনাশ ক'রেছি; শেষে শম্ভুজীর মৃত্যুর কারণ হ'লাম। যাই, দুর্গাদাস! আমার জন্য এত ক'রেছো, আর একটা কাজ কর। তুমি দেশে ফিরে যাও—আমার রাজিয়াকে দেখো। তাকে দেখো, দুর্গাদাস!—তোমার হাতে তাকে সঁপে দিয়ে গেলাম।—তবে যাই, বিদায় দাও।"—বলিয়া আকবর দুর্গাদাসের কর ধারণ করিলেন।

[পটক্ষেপণ।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—(*)—

স্থান—জয়সমুদ্রের হ্রদতীরে প্রাসাদ। কাল—সায়াহ্ন। জয়সিংহ ও কমলা প্রাসাদের বারান্দায় দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলেন।

জয়সিংহ। কমলা, তুমি বিরূপ হ'য়ো না। তোমার জন্য আমি দেশ ছেড়েছি, রাজ্য ছেড়েছি, পুত্র ছেড়েছি।

কমলা। কে ছাড়্‌তে ব'লেছিল?

জয়। তুমি।

কমলা। কোন জন্মেও নয়। আমি ব'লেছিলাম মাত্র যে, বড়রাণী আর ছোটরাণীর মধ্যে যা'কে চাও, একজনকে বেছে নাও; একত্রে দু'জনকে পাবে না।

জয়। আমি তোমাকে নিইছি। বড়রাণীকে ছেড়েছি।

কমলা। কিন্তু রাজ্য ছাড়্‌তে আমি বলিনি। রাজ্য বড়রাণীর ছেলে অমরসিংহের হাতে সঁপে দিয়ে আস্‌তে বলিনি। আমার পুত্র কি কেউ নয়?

জয়। ও! এই নিয়ে তোমার সঙ্গে বড়রাণীর ঝগড়া! তা এত দিন মুখ ফুটে বলনি কেন, কমলা? বড়রাণী পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায়, কলহের কারণ সেদিন প্রকাশ করে নি। এখন বুঝ্‌তে পার্চ্ছি।—কমলা! রাজ্য অমরসিংহের! কিন্তু আমি তোমার। অমরসিংহ জ্যেষ্ঠপুত্র। শাস্ত্র-অনুসারে জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যের অধিকারী।

কমলা। আমার চেঁয়ে তবে তোমার শাস্ত্র বড়?

জয়। কমলা! একদিন আমার কাছে সব শাস্ত্রের চেয়ে তুমি বড় ছিলে।

কমলা। তবে?—তোমার কি ইচ্ছা যে, তোমার মৃত্যুর পরে আমি অন্নের জন্য বড়রাণীর দুয়োরে ভিখারী হব?

জয়সিংহ স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণেক নীরব রহিলেন; পরে ধীরে ধীরে কহিলেন—"এত ভবিষ্যৎ চিন্তা তোমার কাছে, কমলা? আমি ত তা কখন ভাবিনি—তবে তোমার চিন্তা তোমার পুত্রের জন্য নয়; নিজের জন্য?"

কমলা। নিজের জন্য চিন্তা কি এতই গর্হিত হ'ল, রাণা! কে চিন্তা করে না, মহারাজ?

জয়। কৈ! আমি ত কখন করিনি, রাণী! আমি রাণা রাজসিংহের পুত্র। আমি মনে ক'র্লে কি না হ'তে পার্ত্তাম? যশ, মান, অর্থ, প্রভুত্ব, বিলাস পরিত্যাগ ক'রে—জাতির ধিক্কার নিয়ে আমি তোমার জন্য বনবাসী হ'য়েছি। ভবিষ্যৎ ত দূরের কথা, আমি তোমার জন্য বর্ত্তমান ছেড়েছি।

কমলা। আমার জন্য ছেড়েছো? না আমার রূপের জন্য? তুমি আমায় বিয়ে ক'রেছিলে আমার জন্য নয়, আমার রূপের জন্য। আমি তোমায় বিয়ে ক'রেছিলাম তোমার জন্য নয়, তোমার রাজ্যের জন্য।

জয়। আমার রাজ্যের জন্য? এ কি শুন্‌ছি ঠিক? এতদিন কি তবে স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম! আমি যে ভেবেছিলাম তোমার হৃদয় পেয়েছি! আমি ভেবেছিলাম যে, তোমার এই রূপ-বৈভব তুমি স্বেচ্ছায় আমায় দান ক'রেছো। তোমার সেই দানের মোহতে মুগ্ধ হ'য়েছিলাম। কমলা! আমার বড় সুখস্বপ্ন ভেঙে দিলে!—কমলা! কমলা! জানো না তুমি আমার কি সর্ব্বনাশ ক'র্লে!

কমলা। আমি তোমার সর্ব্বনাশ ক'র্লাম, না তুমি আমার সর্ব্বনাশ ক'র্লে?

জয়। রাণী! তোমার রূপের জন্য তোমায় ভালবাসি? কৈ সে রূপ? আর ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না। কোথা থেকে এক জ্যোতি এসে তোমার মুখে প'ড়েছিল; চলে' গেল! এখন তোমার মুখে সে রূপের কঙ্কাল-মাত্র দেখ্‌ছি। নারী!—রূপ কতক ঈশ্বর দেন, আর কতক রমণী নিজে সৃষ্টি করে। নারীর উজ্জ্বল হৃদয়ের প্রতিভা তার মুখে এসে পড়ে' এক নূতন রাজ্য রচনা করে; বাহিরের রূপ তার কাছে কিছুই না। না রাণী! শুধু তোমার রূপের জন্য তোমায় ভালবাসি নাই, তোমার জন্যই ভালবেসেছিলাম।

কমলা। মিথ্যা কথা।

জয়। রূপ? সংসারে কি রূপের অভাব আছে, নারী? যেখানে অন্ধকার জ্যোৎস্নার ঐন্দ্রজালিক খেলা শস্যক্ষেত্রের তরঙ্গায়িত শ্যামল বৈভব, আকাশের অবাধ নীল প্রসার; যেখানে যেদিকে চাই সেই দিকে সৌন্দর্য্য, সুগন্ধ, সঙ্গীত; যেখানে আকাশের হৃদয় ফেটে সৌন্দর্য্যের বৃষ্টি-ধারা দিবারাত্রি ঝ'রে প'ড়্ছে, পৃথিবী ফুঁড়ে পুষ্পে ঝঙ্কারে সৌরভে সৌন্দ-র্য্যের উৎস উঠ্ছে; সে বিশ্বসংসারে রূপের জন্য তোমার কাছে গিইছি-লাম? কৈ তোমার সে রূপ, কমলা? কোথা থেকে এসেছিল? কোথায় চলে' গেল?

কমলা। এখন তোমার অভিপ্রায় কি?

জয়। অভিপ্রায়! জানি না। মোহ ভেঙ্গে গিয়েছে। কিন্তু বড় অকস্মাৎ—সময় দাও।—রূপ—রূপ! বাহিরের রূপ! হৃদয়হীন নারীর রূপ—

এই সময়ে দৌবারিক প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিয়া কহিল—"মহারাণা! রাজমন্ত্রী সাক্ষাৎ চান।"

জয়। রাজমন্ত্রী!—এখানে!—যাও, এখানেই নিয়ে এসো।

দৌবারিক চলিয়া গেলে জয়সিংহ কমলাকে কহিলেন—"কিন্তু এতদিন, কমলা—কি রকম করে, কি উপায়ে তোমার কদর্য্য চিত্তকে সুন্দর আবরণে ঢেকে রেখেছিলে? ঘুণাক্ষরেও জান্তে পারিনি যে, তুমি এত কুৎসিত। যাও, কমলা, ভিতরে যাও, তোমার প্রতি আমার ক্রোধ নাই। তুমি বড় আশায় নিরাশ হয়েছো, আমিও বড় আশায় নিরাশ হয়েছি। ভিতরে যাও।"

কমলা যাইতে যাইতে ভাবিলেন—"বুঝি যা ছিল তাও হারালাম।"—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

জয়। এরই জন্য সব ছেড়েছি! লক্ষ্মীরূপিণী সরস্বতীকে ছেড়ে

এসেছি! সরস্বতি! এখন বোধ হয় তোমায় কিছু কিছু চিন্তে পার্চ্ছি। সেদিন সত্য ব'লেছিলে—'এ প্রেম নয়, এ মোহ—একদিন ভেঙ্গে যাবে।' সরস্বতি! তুমি সব সময়েই সত্য কথা ব'লেছিলে; কিন্তু এই সত্য সব চেয়ে সত্য।

এই সময়ে মন্ত্রী প্রবেশ করিলেন।

জয়। কি মন্ত্রী! রাজ্যের সংবাদ কি?

মন্ত্রী। মহারাণা! আমি ইস্তফা দিতে এসেছি।

জয়। সে কি! কি হ'য়েছে মন্ত্রী?

মন্ত্রী। কি হ'য়েছে! রাণার পুত্র আমার যথেষ্ট অবমাননা ক'রে-ছেন। আমি রাজসংসারে চাকরি করে' বুড়ো হ'য়ে গেলাম। কিন্তু এমন অপমান আমার কখন হয় নি।

জয়। কি অপমান ক'রেছে?

মন্ত্রী। কুমার অমরসিংহ এক উন্মাদ হস্তী খুলে সহরে ছেড়ে দেন। তাতে কয়েক পুরবাসীর প্রাণনাশ হয়। আমি তাতে তাঁকে তিরস্কার করায়, তিনি আমার মাথা মুড়িয়ে, গাধার পিঠে চড়িয়ে সহর প্রদক্ষিণ করিয়ে এনেছেন।

জয়। এতদূর! অমর জানে যে, আমি তোমায় তার অভিভাবক ক'রে রেখে এসেছি?

মন্ত্রী। তাঁর যে পিতৃভক্তি বিশেষ আছে, তা কোন কাজেই প্রকাশ পায় না।

জয়। চল! কা'ল আমি রাজ্যে ফিরে যাবো। এ বিষয়ে যথাবিহিত করা যাবে। এখন গৃহে চল।—নারী! নারী! এতখানি ভাণ ক'র্ত্তে পারো?—হাঁ, এখন বুঝ্‌তে পার্চ্ছি! এখন সব বুঝ্‌তে পার্চ্ছি!

এই বলিয়া উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—কোয়েলার দুর্গশিখর। কাল—জ্যোৎস্না-রাত্রি।

অজিত ও রাজিয়া একটি বেদীর উপর বসিয়াছিলেন।

রাজিয়া। কি সুন্দর চাঁদ উঠ্‌ছে, দেখ অজিত! ঐ যে দেখ্‌ছো পূর্ব্বদিকে একখানা কালো মেঘের উপর দিয়ে উঠ্‌ছে। মেঘের উপরটার ধারে ধারে কে যেন তরল স্বর্ণরেখা বুলিয়ে দিয়ে গিয়েছে। মেঘখানার নীচে সব গাঢ় কালো। চাঁদের সিকি ভাগ মেঘের উপরে দেখা যাচ্ছে। কি স্নিগ্ধ, কি শান্ত, কি স্থির!—কি সুন্দর দেখ্‌ছো, অজিত!

অজিত। না, আমি কেবল তোমাকে দেখ্‌ছি।

রাজিয়া। তা হ'লে অত্যন্ত ভুল ক'চ্ছ। এ পৃথিবীতে চারিদিকে এত দেখ্‌বার জিনিষ রয়েছে, তা ছেড়ে আমাকে দেখ্‌ছো? কি সুন্দর এই পৃথিবী! আমার মনে হয় যে, এই পৃথিবীটা একটা অশ্রান্ত অনন্ত অবারিত সঙ্গীত। এই নীলিমা তার অনুলোম, এই শ্যামলতা তার বিলোম। আলোকে তার গ্রহ, অন্ধকারে তার সম, পর্ব্বতে পর্ব্বতে তার ন্যাস, তরঙ্গে তরঙ্গে তার মূর্চ্ছনা! কি সুন্দর এই পৃথিবী, অজিত!

অজিত। আমি সব চেয়ে তোমার মুখই সুন্দর দেখি।

রাজিয়া। সব চেয়ে আমার মুখ তুমি সুন্দর দেখ? অপরিস্ফুট গোলাপের ব্রীড়া-রক্তিম চাহনির চেয়ে সুন্দর? বেলাবিলীন লহরী-লীলার চেয়ে সুন্দর? ঐ কৃষ্ণমেঘান্তরিত শরচ্চন্দ্রের চেয়ে সুন্দর?—অজিত! তুমি অত্যন্ত বালক।

দুর্গাদাস।

অজিত। আমি আর বালক নই ব'লেই তোমার মুখ সব চেয়ে সুন্দর দেখি। বুঝেছি এখন, রাজিয়া, যে, জগতের শ্রেষ্ঠ সার সৌন্দর্য্য নারী। আর নারীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য তুমি।

রাজিয়া। আমি! আমি তা বিশ্বাস করি না।

অজিত। রাজিয়া! বিশ্বাস কর না, কারণ, রাজিয়া! তুমি আমায় ভালোবাসো না।

রাজিয়া। ভালোবাসিনা? জানি না ভালোবাসা কাকে বলে, অজিত! তবে যাকে ভালোবাসা যায়, তাকে যদি সর্ব্বদাই দেখ্‌তে ইচ্ছা করে; যদি তাকে দেখ্‌লে, তার স্বর শুন্‌লে, হৃদয়ের তন্ত্রী বেজে ওঠে; তবে আমি তোমায় ভালোবাসি!—অত্যন্ত ভালোবাসি!

অজিত। বাসো, রাজিয়া?—সত্য কথা?—

রাজিয়া। মিথ্যা কথা বল্‌তে ত শিখিনি।—

অজিত। প্রাণাধিকে! [হস্ত ধরিলেন]

রাজিয়া। প্রিয়তম!"—বলিয়া গাহিলেন—

এসো এসো বঁধু বাঁধি বাহু ডোরে, এসো বুকে করে' রাখি।
বুকে ধরে' মোর আধ ঘুমঘোরে সুখে ভোর হয়ে থাকি॥
মুছে যাক্ চক্ষে এ নিখিল সব, প্রাণে প্রাণে আজ করি অনুভব,
মিলিত হৃদির মৃদুগীতিরব—আধ নিমীলিত আঁখি।
বহুক বাহিরে পবন বেগে, করুক গর্জ্জন অশনি মেঘে,
রবি শশী তারা হয়ে যাক্ হারা, আঁধারে ফেলুক ঢাকি;
আমি তোমার বঁধু, তুমি আমার বঁধু, এই শুধু নিয়ে থাকি,
বিশ্ব হ'তে সব লুপ্ত হয়ে যাক্—আর যা রহিল বাকি।

গাহিতে গাহিতে রাজিয়া অজিতের বাহুলীন হইলেন। ঠিক এই সময়ে মুকুন্দদাস প্রবেশ করিলেন।

মুকুন্দ। "মহারাজ"—বলিয়াই অজিতকে রাজিয়ার বাহুলগ্ন দেখিয়া

পশ্চাদ্‌গমন করিতেছিলেন। অজিত তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া ডাকিলেন—"কি মুকুন্দদাস? বিশেষ কোন সম্বাদ আছে?"

মুকুন্দ। হাঁ, মহারাজ! সেনাপতি দুর্গাদাস দাক্ষিণাত্য হ'তে ফিরে এসেছেন।

অজিত। কে? দুর্গাদাস ফিরে এসেছেন? কোথায় তিনি?

মুকুন্দ। বাহিরে।

অজিত। চল!—না, তাঁকে এখানেই নিয়ে এসো।

মুকুন্দ। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

অজিত। যাও, রাজিয়া, এখন নিজের কক্ষে যাও।

রাজিয়া চলিয়া গেলেন।

অজিত। দুর্গাদাস ফিরে এসেছেন! আমার রক্ষক, দেশের ভরসা, দুর্গাদাস ফিরে এসেছেন; এতে একটা উল্লাস না এসে মনে এক খট্‌কা লাগ্‌ছে কেন? এ কি চিন্তা, যাতে আমার চিরসঞ্চিত ভক্তি স্নেহ কৃতজ্ঞতাকে আবিল করে' দিচ্ছে! না, এ অত্যন্ত অনুচিত। না, এ প্রবৃত্তিকে মন থেকে দূর ক'র্ব্ব।

রাজপুতসামন্তদ্বয়, মুকুন্দদাস ও শিবসিংহ সমভিব্যাহারে দুর্গাদাস প্রবেশ করিলেন।

দুর্গাদাস। মহারাজ! ভৃত্য ফিরে এসেছে। বহুদিনের সঞ্চিত আশা আমার—কুমারকে মহারাজ সম্বোধন ক'র্ত্তে কণ্ঠ আনন্দে রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌ছে। মহারাজ, অভিবাদন করি।"—বলিয়া তাঁহার পদচুম্বন করিলেন।

অজিত। ভক্ত বন্ধু! আমার প্রিয়তম সেনাপতি!—কুশল ত?

দুর্গাদাস।

দুর্গাদাস। হাঁ, আপাতকুশল। মহারাজ! তবে আপনি নিজেই সামন্তদের দেখা দিয়েছেন?

অজিত। হাঁ, আমি নিজেই সামন্তদের দেখা দিয়েছি।

মুকুন্দ। প্রভু! আমি বহুদিন ধরে' তাতে সম্মত হইনি; ব'ল্লাম 'প্রভুর বিনা-অনুমতি তা হবে না।' কিন্তু সামন্তরা ছাড়্লে না, ব'ল্লে 'মহারাজকে দেখ্বো। কোন কথা শুন্বো না।'

দুর্গাদাস। তা উত্তম হয়েছে।—তা'রা মহারাজের যথোচিত অভ্যর্থনা ক'রেছে?

মুকুন্দ। অভ্যর্থনা! সে কি অভ্যর্থনা! চৈত্র সংক্রান্তিতে মহারাজ তাঁর সামন্তদের দেখা দিলেন। সেখানে দুর্জ্জনশাল, উদয়সিং, তেজসিংহ, বিজয় পাল, জগৎসিং, কেশরী—আরো বহু সামন্ত উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা মহারাজকে ঘিরে জয়ধ্বনি ক'র্ত্তে লাগ্লেন! গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি, উল্লাস-চীৎকার।—প্রভু! সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

দুর্গাদাস। উত্তম। এ দিকে যুদ্ধের সম্বাদ কি, শিব সিং?

শিব। ঔরংজীব মহম্মদ সাহাকে যশোবন্ত সিংহের এক পুত্র বলে' যোধপুরের রাজা নামে খাড়া ক'রেছিলেন। তার আপনিই মৃত্যু হয়। যোদা হরনাথ সুজায়েৎ খাঁকে কচ পর্য্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। মহারাজ স্বয়ং আজমীরে গিয়ে সেফি খাঁকে পরাস্ত ক'রেছেন।

মুকুন্দ। সব শুভ। সব শুভ, সেনাপতি! তবে সমর সিংহের যে শোচনীয় মৃত্যু হ'য়েছে, তাতে সমস্ত জয় উৎসবহীন হ'য়েছে।

অজিত। সেনাপতি! জয়সিংহের পুত্র অমরসিংহ তার পিতার বিপক্ষে বিদ্রোহ ক'রেছে। জয়সিংহ মাড়বারের সাহায্য প্রার্থনা ক'রেছেন। সেনাপতি! তুমি সসৈন্যে জয়সিংহের সাহায্যে যাও।

দুর্গাদাস। যে আজ্ঞে, মহারাজ। কালই প্রত্যূষে যাবো!—কাশিম কোথায়?

শিব। সে পীড়িত। নহিলে সকলের আগে সে এসে প্রভুর পদ বন্দনা ক'র্ত্ত।

দুর্গাদাস। পীড়িত! কি পীড়া? কোথায় সে?

শিব। ভিতরের ঘরে শুয়ে। বিশেষ কিছু নয়। জ্বর; সামান্য জ্বর।—

দুর্গাদাস। চল—তাকে দেখে আসি—

এই বলিয়া সকলে বাহির হইয়া গেলেন।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—দাক্ষিণাত্যে মোগল শিবির। কাল—প্রভাত। ঔরংজীব ও দিলীর খাঁ দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন।

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ! আকবর তা হলে' পারস্য দেশে চলে' গিয়েছে?

দিলীর। হাঁ, জাঁহাপনা! একখানা ইংরাজ জাহাজ করে' ধোঁয়া উড়িয়ে সেই দিকে চলে' গেলেন।—সেখান থেকে—শুন্তে পেলাম—তিনি মক্কায় যাবেন।

ঔরংজীব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"তার শিক্ষার জন্য এত ব্যয়, যত্ন, শ্রম, সব নিষ্ফল হ'ল!"

দিলীর। না, জনাব! সে শিক্ষার যা কিছু ফল আজ দেখা গেল। শিক্ষা না হ'লে অনুতাপ হোত না।

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ! আমিও মক্কায় যাবো! আমার জীবনের কাজ শেষ হয়েছে। একটা মাত্র বাকি আছে। রাজিয়ার উদ্ধার সাধন করা। তুমি যদি দুর্গাদাসকে মুক্ত করে' না দিতে, হয় ত বা যাবার আগে সে কার্য্য উদ্ধার ক'র্ত্তে পার্ত্তাম।

দিলীর। দুর্গাদাসকে ভয় দেখিয়ে? না, সম্রাট্—তা হোত না। ভয় কাকে বলে, তা সে বীর জানে না। সে রাত্রিকালে কামবক্স যখন দুর্গাদাসের মাথার উপর তরবারি উঠিয়েছিল, তখন দুর্গাদাস যে কি বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল জনাব!—সে দৃশ্য ভুল্‌বো না। হঠাৎ তার মাথা যেন শৈলশিখরের মত সোজা হ'ল। তার বক্ষ আকাশের ন্যায় প্রশস্ত হ'ল।—তাকে এত উচ্চ, এত আয়তবক্ষ আর কখনো দেখিনি, জনাব!

ঔরংজীব। হাঁ, দিলীর! দুর্গাদাস মহৎ। সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু——

দিলীর। জাঁহাপনা! দেখ্‌ছি যে, কর্ত্তব্যের জন্য রাজপুতজাত শুদ্ধ মর্ত্তে ভয় পায় না, তা নয়;—তা'তে যেন সে একটা গর্ব্ব অনুভব করে। আর সেই রাজপুত জাতির মধ্যে সেরা রাজপুত দুর্গাদাস।

ঔরংজীব। স্বীকার করি, দিলীর খাঁ!—তবে রাজিয়াকে পুনঃ প্রাপ্তির আশা দুরাশা?

দিলীর। দুরাশা নয়। আমি সে কাজ উদ্ধার করে' দিতে পারি, জনাব—যদি আমায় সম্রাট্ এ বিষয়ে অবাধ অধিকার দেন।

ঔরংজীব। কি উপায়ে?

দিলীর। জাঁহাপনা! আমি জানি, এই রাজপুত জাতিকে, বিশেষ

এই দুর্গাদাসকে, কি রকম করে' চালাতে হয়। তার আত্মমর্য্যাদার উপর নির্ভর করুন, সে পুষ্পের মত কোমল। তাকে ভয় দেখাতে চান, সে লৌহবৎ দৃঢ়।

ঔরংজীব। উত্তম। তোমার উপর অবাধ ভার দিলাম। আমার মাথার ঠিক নেই। আমি বুদ্ধির দোষে মৌজামকে শত্রু ক'রেছি, আজীমকে লোভী ক'রেছি, আকবরকে বিদ্রোহী ক'রেছি, কামবক্সকে পিশাচ তৈয়ের ক'রেছি! অথচ বুদ্ধির দোষ যে কোন্‌খানে, সেইটে বুঝ্‌তে পারি না।

দিলীর। ঐ ত, জনাব! বুদ্ধির দোষ কোন্‌খানে তাই যদি বোঝা গেল তা হ'লে ত বুদ্ধির দোষ কেটেই গেল।

এই সময়ে কাব্‌লেস্ খাঁ প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল।

ঔরংজীব। কি কাব্‌লেস্ খাঁ?

কাব্‌লেস্। আজ্ঞে! শম্ভুজীকে গাধার পিটে চড়িয়ে সহর ঘুরিয়ে নিয়ে আসা হ'য়েছে। কাফের চেঁচিয়ে ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে এসেছে 'আমায় কেউ বধ কর।' কেউ সাহস করেনি।—তাকে এখন এখানে নিয়ে আস্‌বো, খোদাবন্দ্?

ঔরংজীব। নিয়ে এসো।

কাব্‌লেস্। আমার ইনামটা, খোদাবন্দ্!

ঔরংজীব। দিব, কাব্‌লেস্! দিব, প্রচুর পুরস্কার দিব।

কাব্‌লেস্ সেলাম করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ! জীবনে আর আমার স্পৃহা নাই। আমার উদ্যম গিয়েছে। আমার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছে।”—পরে ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন—“যা কখন ভাবিনি সম্ভব—আমার সম্রাজ্ঞী,

ভারতের অধীশ্বরী—তাকে কি না দিয়েছিলাম? দিলীর! এ কখন ভাবিনি—স্বপ্নেও ভাবিনি।

দিলীর। জাঁহাপনা! আমি বরাবর দেখে এসেছি যে যেটা কখন ভাবা না যায়, সবার আগে সেইটেই ঘটে।

পিঞ্জরাবদ্ধ শম্ভুজীকে লইয়া, আজীম, কাব্‌লেস্‌ ও
প্রহরীরা প্রবেশ করিল।

ঔরংজীব। এই যে মারাঠা বীর! কেমন মহারাজ! কোরাণের আর কুৎসা ক'র্ব্বে? মস্‌জিদ অপবিত্র ক'র্ব্বে? মোল্লার অপমান ক'র্ব্বে? কি? কথা নেই যে?

কাব্‌লেস্‌। হুজুর! ও উত্তর দিবে কেমন করে'? কোরাণের নিন্দে করার দরুণ ওর জিভ কেটে দিয়েছি।

ঔরংজীব। মারাঠা বীর! এখনো বল, কোরাণ গ্রহণ ক'র্ব্বে? এখনও যদি বল, তোমার জীবনদান করি!

শম্ভুজী ঔরংজীবের উদ্দেশে পিঞ্জরের গরাদেতে পদাঘাত করিলেন।

কাব্‌লেস্‌। এই ভাংলো বুঝি! জাঁহাপনা—একে জল্‌দি বধ করুন। একে বধ করুন নহিলে—

ঔরংজীব। যাও, এক্ষণি এর ছিন্ন মুণ্ড আমার সম্মুখে নিয়ে এসো।

শম্ভুজীকে লইয়া আজীম, কাব্‌লেস্‌ ও প্রহরিগণ প্রস্থান করিল।

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ! কথা ক'চ্ছ না যে?

দিলীর। এর পরে আমার আর কিছু কহিবার নাই। বীরের প্রতি বীরের এই যোগ্য ব্যবহারই বটে!

ঔরংজীব। শম্ভুজী যদি কোরাণ গ্রহণ ক'র্ত্ত, আমি তাকে ক্ষমা ক'র্ত্তাম।

দিলীর। যদি শম্ভুজী এই সময়ে মৃত্যুভয়ে কোরাণ গ্রহণ ক'র্ত্তেন,

আমি তাঁকে ঘৃণা ক'র্ত্তাম।—জনাব! আপনি কি ইচ্ছা করেন যে, কেউ তার বিবেকের বিরুদ্ধে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে?

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ, এই ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারের জন্যই এই রাজ্য-ভার নিয়েছি। এরই জন্য পিতাকে কারাগারে রুদ্ধ ক'রেছি, ভ্রাতাকে হত্যা ক'রেছি। খোদা জানেন!

দিলীর। জানি, সম্রাট্! আপনি সরল ধার্ম্মিক মুসলমান বলে' এখনো আমি আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছি। আপনাকে কপট বিবেচনা কর্লে বহুদিন পূর্ব্বে বান্দা বিদায় নিত।—কিন্তু সম্রাট্, বাহুবলে কি ধর্ম্মপ্রচার হয়? তরবারির অগ্রভাগে বিশ্বাস স্থাপিত হয়? পদা-ঘাতে রাজভক্তি তৈয়ের হয়? মহারাজাধিরাজ! এখনো বলি, শেষবার বলি—ফিরুন। এখনো হিন্দুবিদ্বেষ পরিত্যাগ করুন। হিন্দু মুসলমান এক হোক; মন্দিরে মস্‌জিদে স্বাধীনভাবে আল্লার ও ব্রহ্মার নাম নিনাদিত হোক; এক সঙ্গে দামামা শঙ্খধ্বনি উঠুক। হিন্দু মুসলমান একবার জাতিদ্বেষ ভুলে, পরস্পরকে ভাই বলে' আলিঙ্গন করুক, দেখি সম্রাট্! সেদিন হিমালয় হ'তে কুমারিকা পর্য্যন্ত এমন এক সাম্রাজ্য স্থাপিত হবে, যা সংসারে কেহ কখন দেখে নাই।

ঔরংজীব। হিন্দু মুসলমান এক হবে, দিলীর খাঁ?

দিলীর। কেন হবে না, সম্রাট্? তা'রা এতদিন একই আকাশের নীচে, একই বাতাস সেবন করে', একই জল পান করে', একই ভূমি-জাত শস্য খেয়ে আস্‌ছে। এখনো কি তাদের প্রাণ এক হইনি? তা'রা একবার ধর্ম্মভেদ, জাতিভেদ, আচারভেদ ভুলে, নতজানু হয়ে, করযোড়ে ভক্তিবাষ্পগদ্গদস্বরে এই শ্যামলা সুজলা ভারতভূমিকে একবার প্রাণভরে' মা বলে' ডাকুক দেখি, সম্রাট্!

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ! তুমি স্বপ্ন দেখ্ছো।

দিলীর। আমায় মাপ ক'র্ব্বেন, জাঁহাপনা!—আমিই স্বপ্নই দেখ্‌-ছিলাম বটে। কিন্তু বড় সুখের স্বপ্ন।—ভেঙ্গে গেল!

ঔরংজীব স্বগত কহিলেন—"তা যদি হোত। তা যদি হোত।—না, বড় অধিক বিলম্ব। এ বয়সে আর নূতন উদ্দেশ্য নিয়ে—রঙ্গভূমিতে নাম্‌তে পারি না।" পরে প্রকাশ্যে কহিলেন "দিলীর খাঁ, আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না যে, আমি কি ক'চ্ছি—আমি যন্ত্রবৎ কাজ করে' যাচ্ছি। ভাব্‌তে পাচ্ছি না—সব ঝাপ্‌সা দেখ্‌ছি। মাথা ঘুচ্ছে। দিলীর! আমি আর সে ঔরংজীব নই—আমি তার কঙ্কাল মাত্র।

দিলীর। এখন কিছু দেরি আছে, জনাব! এখনো সে কঙ্কালের উপর মাংসটুকু ঝুল্‌ছে; ঝরে' পড়ে নি। তবে তার বড় বেশী দেরিও নাই।

এই সময়ে কাব্‌লেস্‌ শম্ভুজীর ছিন্ন মুণ্ড এক রৌপ্যপাত্রে আনিয়া সম্রাটের পদতলে রাখিল। সঙ্গে রক্তাক্ত আজীম ও প্রহরিগণ।

ঔরংজীব। শম্ভুজীর মুণ্ড!—যাও, নিয়ে যাও।

দিলীর। দারার রক্তে যে রাজত্বের আরম্ভ হ'য়েছিল, এই বীরের রক্তে সেই রাজত্বের শেষ হ'ল!—এই বলিয়া দিলীর খাঁ চলিয়া গেলেন।

কাব্‌লেস্‌। জাঁহাপনা! আমার ইনাম?

ঔরংজীব। তোমার পুরস্কার? এই যে"—প্রহরীদিগকে কহিলেন "বাঁধো।"

কাব্‌লেস্‌। য়্যাঁ—আমাকে"—প্রহরীরা কাব্‌লেস্‌ খাঁকে বন্ধন করিল।

ঔরংজীব। আজীম! একে বাইরে নিয়ে যাও—এর মুণ্ড নিয়ে

এসো।—কাব্লেস্ খাঁ! আমরা অনেক সময়ে বিশ্বাসঘাতকের সাহায্য নিতে বাধ্য হই বটে। কিন্তু অন্তরে তাদের ঘৃণা করি—যাও, যেখানে তোমার মুনিব শম্ভুজী গিয়েছে।

কাব্লেস্। আজ্ঞে, জাঁহাপনা!

ঔরংজীব। যাও।"—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

আজীম। চল্ কুত্তা!

কাব্লেস্। দোহাই সাহজাদা সাহেব! আমায় মার্ব্বেন না। আমি আপনার গোলাম হয়ে থাক্‌বো!—আপনার—

আজীম। চল্ নেমকহারাম"—বলিয়া যষ্টি দিয়া প্রহার করিলেন।

কাব্লেস্। মারো, মারো, মারো—জুতা মারো—লাথি মারো—তার পরে লাথি মেরে তাড়িয়ে দাও—শুধু একেবারে মেরে ফেলো না—দোহাই!

পঞ্চম দৃশ্য।

—০ঃ*ঃ০—

স্থান—যোধপুরের প্রাসাদ। কাল—রাত্রি।

অজিতসিংহ ও শ্যামসিংহ।

শ্যাম। মহারাজ বিবাহ ক'রেছেন তবে রাণার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে?

অজিত। হাঁ, মহারাজ! সেনাপতি দুর্গাদাস সম্প্রতি উদয়পুরে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে এ বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। আমি তাতে স্বীকার হই।

দুর্গাদাস।

শ্যাম। মহারাজ! এ বড় সৌভাগ্য যে, আজ মেবারের ও মাড়বারের ঘর মিলিত হ'ল। গজসিংহের কন্যাটিও শুনিছি পরম রূপবতী।

অজিত। কিন্তু কাঠের পুঁতুল। নেহাইৎ বালিকা।

শ্যাম। ঐ কাঠের পুঁতুলই একদিন রক্তমাংসে গড়ে' আস্‌বে। কিছু ব'ল্‌তে হবে না, মহারাজ!

অজিত। একটা কথাও কৈতে জানে না।

শ্যাম। শিখ্‌বে! মহারাজ, শিখ্‌বে! মেয়েমানুষ টিয়াপাখীর জাত—সীতারাম পড়ান, তাও প'ড়্‌বে; আবার রাধাকৃষ্ণ পড়ান, তাও পড়্‌বে। মহারাজ! রাণা শুন্‌ছি তাঁর ছোটরাণীকে ত্যাগ ক'রেছেন। কথা কি সত্য?

অজিত। হাঁ, মহারাজ। তিনি তাঁকে মাসোয়ারা দিচ্ছেন।

এই সময়ে দুর্গাদাস প্রবেশ করিলেন।

শ্যাম। কি দুর্গাদাস! সাহজাদী কোথায়?

দুর্গাদাস। আমি তাঁকে সেনাপতি সুজায়েৎএর হাতেই দিয়েছি। আপনার হাতে দেওয়ার চেয়ে তাঁর হাতে দেওয়াই শ্রেয় মনে ক'র্লাম।

শ্যাম। কি! আমাকে কি বিশ্বাস হ'লো না?

দুর্গাদাস। মহারাজ! সত্য ব'ল্‌তে কি—বিশ্বাস ঠিক হ'লো না। কিন্তু একই কথা ত। তাঁকে সম্রাটের সমীপে আপনি নিয়ে গেলেও যা, সুজায়েৎ নিয়ে গেলেও তা।

শ্যাম। হাঁ—না—হাঁ—তা বেশ ক'রেছেন। সাহজাদীকে তাঁর হাতে দেওয়াও যা, আমার হাতে দেওয়াও তা।

অজিত। সাহজাদী! কোন্ সাহজাদী? দুর্গাদাস?

দুর্গাদাস। আকবর সাহের কন্যা রাজিয়া উৎ উন্নিসা। তাঁর বিনিময়ে আমি মাড়বারপতির জন্য তিনটী জনপদ বিনা যুদ্ধে লাভ ক'রেছি।

অজিত। কি দুর্গাদাস? তুমি কি ব'ল্‌তে চাও, দুর্গাদাস যে, তুমি আমার—তুমি রাজিয়াকে মোগলের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছো?

দুর্গাদাস। হাঁ, মহারাজ! তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছি।

অজিতসিংহ ক্ষণেক স্তব্ধ রহিলেন; পরে কহিলেন "তাঁকে মোগলের হাতে ফিরিয়ে দেবার তোমার অধিকার কি, সেনাপতি?—রাজা আমি! আমার অনুমতি না নিয়ে—"

শ্যাম। আমিও তাই সেনাপতিকে ব'লেছিলাম, মহারাজ! যে মহারাজের অনুমতি না নিয়ে—"

অজিত। তবে তুমিও এই চক্রান্তের মধ্যে আছো, বিকানীরপতি?

দুর্গাদাস। অনুমতি নেই নাই, কারণ অনুমতি চাইলে পেতাম না, মহারাজ! আর আকবর আর তাঁর পরিবার আমার আশ্রয় নিয়েছিলেন। মহারাজের আশ্রয় নেন নি।

অজিত। তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা দুর্গাদাস!—ভেবেছো"—ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

দুর্গাদাস। শুনুন, মহারাজ! স্পষ্ট কথা কহি। আমি জেনেছি যে, আপনি সাহজাদীর প্রণয়মুগ্ধ। এ কথা আমি যে দিন দাক্ষিণাত্য হ'তে ফিরে আসি, সে দিন মুকুন্দদাসের কাছে শুনি। তার পর নিজেও লক্ষ্য ক'রেছি। এ প্রেম কোন পক্ষেরই শুভ নয়। কারণ আপনাদের বিবাহ হ'তে পারে না। আমি সেই জন্যই উদয়পুরে আপনার বিবাহের প্রস্তাব করি। সেখানেই এই বিকানীরপতি সাহজাদীকে ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাব করেন। আমি তাতে সম্মত হই।

দুর্গাদাস।

অজিত। সম্মত হও! প্রচুর উৎকোচ নিয়েছ বুঝি, সেনাপতি?—

দুর্গাদাস। উৎকোচ মহারাজ! তা যদি নিতাম—না, ক্ষমা কর্ব্বেন মহারাজ! আমি অন্যায় ব'ল্‌তে যাচ্ছিলাম।

অজিত। ক্ষমা!—দুর্গাদাস! এই উৎকোচ নেওয়ার অপরাধে তোমাকে মাড়বার থেকে চিরনির্ব্বাসিত ক'র্লাম।

দুর্গাদাস। যে আজ্ঞা, মহারাজ!—এই বলিয়া দুর্গাদাস সেলাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অজিত। চক্রান্ত—চক্রান্ত—একটা প্রকাণ্ড চক্রান্ত!

শ্যাম। মহারাজ! আমি এর মধ্যে নেই—আমি ব'লেছিলাম!—

অজিত। দূর হও"—বলিয়া শ্যামসিংহকে পদাঘাত করিয়া দূর করিয়া দিলেন।

অজিত। রাজিয়া! তবে তোমায় হারালাম! জন্মের মত হারালাম! আর তোমার জন্য আমি দুর্গাদাসকেও হারালাম!"—বলিয়া সেই কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

কাশিম দ্রুতপদক্ষেপে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

কাশিম। রাজা! মহারাজ দুর্গাদাস কোথায়?

অজিত। তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করে' গিয়েছেন।

কাশিম। তিনি নিজে গিয়েছেন, না তুই তাড়িয়ে দিয়েছিস্—শ্যাম-সিংহের মুখে যা শুন্‌লাম, সত্য?

অজিত। হাঁ আমি তাকে নির্ব্বাসিত করিছি।

কাশিম। তা বুঝেছি। কেন তাড়িয়েছিস্, রাজা?

অজিত। উৎকোচ—ঘুষ নেওয়ার জন্য।

কাশিম। ঘুষ!—মহারাজ দুর্গাদাস ঘুষ নিয়েছে!—ভ্যালারে

ভ্যালা! ওকথা মুখেও আন্‌লি! দুর্গাদাস ঘুষ নিয়েছে! দুর্গাদাস ঘুষ নিলে তোর মত একটা মহারাজা হতি পার্ত্ত না? সে ইচ্ছা ক'র্লে তোকে পায়ে ঠেলে দিয়ে যোধপুরের রাজা হয়ে ব'স্‌তি পার্ত্তো না? দুর্গাদাস ঘুষ নেবে? হাঁরে নেমকহারাম! যে তোরে এতদিন জান দিয়ে বাঁচিয়েছে; ধড়ের রক্ত দিয়ে এই পাঁচিশ বছর স্বাশের জন্য লড়েছে, তার এই বুড়ো বয়সে তুই তাড়িয়ে দিলি—পরের দুয়োরে ভিক্ষে মেগে খাতি'! এই তোর ধর্ম্ম হ'ল রে নেমকহারাম?

অজিত। কাকা—

কাশিম। খবর্দ্দার! আর মোরে কাকা বোলে ডাকিস্ না। মুই এমন নেমকহারামের কাকা নই!—মুই আর তোর রুটি খাতি চাই না। মুইও যাবো। খাটি' খাবো। খাটি' ভিক্ষে মেগে আমার মহারাজ দুর্গাদাসকে খাওয়াবো। তার কিম্মৎ তুই কি বুঝবি রে নেমকহারাম!"—বলিয়া কাশিম চলিয়া গেল।

অজিত কোন কথা না কহিয়া বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

—:*:—

স্থান—ঔরঙ্গাবাদ রাজপ্রাসাদ। কাল—অপরাহ্ণ। গুলনেয়ার একাকিনী দ্বিতলকক্ষের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিলেন।—সম্মুখে রাজভৃত্য।

গুলনেয়ার। কি? সম্রাট্ ব'ল্লেন ফুর্সৎ নাই?

ভৃত্য। হাঁ, বেগম সাহেব! বাদশাহ মক্কায় যাবার আয়োজন ক'চ্ছেন। এখানে আসবার তাঁর ফুর্সৎ নাই।

গুলনেয়ার। আচ্ছা যাও।

ভৃত্য চলিয়া গেলে গুলনেয়ার কহিলেন—"এতদূর! আমি সম্রাট্‌কে আমার পুত্রের বিজাপুর গমন রহিত ক'র্ত্তে ব'ল্লাম—উত্তর এলো "তাকে যেতেই হবে।" সম্রাট্‌কে ডেকে পাঠালাম—উত্তর এলো—"ফুর্সৎ নেই।"—হুঁ মানুষের যখন পতন হয়, এই রকমই হয় বটে! সময় বদ্‌লেছে। কিন্তু আমি একথা আজ নীরব হয়ে শুন্‌লাম!—আশ্চর্য্য! আমি কি সেই গুলনেয়ার? বিশ্বাস হ'চ্ছে না। দেখি"—আয়নায় গিয়া নিজমূর্ত্তি দেখিয়া কহিলেন "একি! সত্যই ত, আমি সে গুলনেয়ার নই। চক্ষু কোটরে সেঁদিয়েছে; গণ্ড ব'সে গিয়েছে; চুল সব পেকে গিয়েছে। আমি ত সে গুলনেয়ার নই!—কে আমি? [চীৎকার করিয়া] কে আমি?

এই সময়ে রাজিয়া প্রবেশ করিয়া ডাকিল—"সম্রাজ্ঞী!"

গুলনেয়ার। কে? রাজিয়া! কি বলে' ডাক্‌লে? সম্রাজ্ঞী? আমি তবে সম্রাজ্ঞী! আমি তবে সেই গুলনেয়ার!

রাজিয়া। ঠান্‌দিদি—

গুলনেয়ার। রাজিয়া! আমার পানে চেয়ে দেখ্ দেখি—সত্য সত্য বল্—আমি সেই গুলনেয়ার কি না?

রাজিয়া। ঠান্‌দিদি! তুমি সেই গুলনেয়ার কি না জানি না। কিন্তু তুমি আমার সেই ঠান্‌দিদি।

গুল। সত্য কি, রাজিয়া? চিন্তে পার্চ্ছিস? সত্য করে' বল্ দেখি—চিন্তে পার্চ্ছিস? সেই একদিন আমায় দেখেছিলি ভারতসম্রাজ্ঞী গুল্‌-নেয়ার—ভারতসম্রাট্ যার কৃপা-কটাক্ষের জন্য লালায়িত হোত; শত রাজ্য জনপদ অলক্ষ্যে যার রোষকুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গ সভয়ে লক্ষ্য ক'র্ত্ত; দৃঢ়মুষ্টি-বদ্ধকৃপাণ দশ লক্ষ সেনানী যার তর্জ্জনীর দিকে ইঙ্গিতের অপেক্ষায়

চেয়ে থাক্‌তো। আর আজ আমি—সম্রাটের উপেক্ষিত, রাজন্যবর্গের ধিক্কৃত, বিশ্বের বর্জ্জিত। আমি সেই গুলনেয়ার কি? চেয়ে দেখ্ ভালো করে'।

রাজিয়া। ঠান্‌দিদি! তুমি আমার সেই ঠান্‌দি। জগৎ তোমায় বর্জ্জন করে, করুক। আমি তোমায় আঁক্‌ড়ে ধরে' থাক্‌বো।

গুলনেয়ার। কেন, রাজিয়া? আমি তোর কবে কি ক'রেছি?

রাজিয়া। কিছু কর নাই। কারণ ঠান্‌দিদি আমরা সমদুঃখিনী। আমিও অভাগিনী—ভালো বেসেছি।

গুলনেয়ার। তুই ভালবেসেছিস্? কাকে, রাজিয়া? কিন্তু আমার মত বেসেছিস্ কি? আমার মত—ভালবাসার তুষানলে জ্বলেছিস্? একটা সাম্রাজ্য তার জন্য বিলিয়ে দিইছিস্? পরে তার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইছিস্?—না, রাজিয়া! তুই এ দাহ কল্পনাও ক'র্ত্তে পারিস্ না।—সেইদিন হ'তে আমার সব শেষ হ'য়েছে। আজ যা দেখ্‌ছিস, সে গুলনেয়ার নয়; তার কঙ্কাল। আর আমি সে গুলনেয়ার নেই—সব গিয়েছে!

এই সময়ে বাঁদি প্রবেশ করিয়া রাজিয়াকে ডাকিল—

"সাহজাদি! আসুন!"

রাজিয়া। দাঁড়া, যাচ্ছি একটু পরে।

বাঁদি। না, সাহজাদি! বাদশাহের হুকুম নেই।

গুলনেয়ার। কি হুকুম নেই, বাঁদি?

বাঁদি। সাহজাদিকে এখানে আস্‌তে দেওয়া"—এই বলিয়া বাঁদি রাজিয়াকে কহিল "চলুন।"

রাজিয়া বাষ্পাকুললোচনে গুলনেয়ারের মুখের দিকে চাহিলেন।

গুলনেয়ার রাজিয়াকে কহিলেন "যাও!"

রাজিয়া চলিয়া গেলেন।

গুলনেয়ার। আমি আজ এতই হেয়! নিজের পৌত্রীর সঙ্গে কথা কহিবারও যোগ্য নহি! একটা বাঁদিও চোখ রাঙিয়ে যায়! না, এর শেষ ক'র্ত্তে হবে! ভৃত্যেরও ধিক্কৃত হয়ে গুলনেয়ার এ রাজ্যের পশ্চাৎকক্ষে বাস ক'র্ব্বে না। এ রাজ্যে সম্রাজ্ঞী হয়ে প্রবেশ ক'রেছিলাম। সম্রাজ্ঞী হয়ে এখান থেকে যাবো।

গাহিতে গাহিতে নৃত্য সহকারে একদল বৈরাগী নীচে রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল।

গীত।

জীবনটা ত দেখা গেল শুধুই কেবল কোলাহল।
এখন যদি সাহস থাকে, মরণটাকে দেখ্‌বি—
ওরে মরণটাকে দেখ্‌বি, ওরে মরণটাকে দেখ্‌বি চল।
প'ড়ে আছে অসীম পাথার, সবাই তাতে দিচ্ছে সাঁতার;
সঙ্গ এলে অবশ হয়ে, সবাই যাবে রসাতল।
উপরে ত গর্জ্জে ঢেউ সে, দণ্ডমাত্র নয় ক স্থির;
নীচে প'ড়ে আছে অগাধ শুদ্ধ সিন্ধুনীর;—
এতদিন ত ঢেউয়ে ভেসে, দিলি সাঁতার উপর দেশে—
ডুব দিয়ে আজ দেখ্‌বো, নীচে কতখানি গভীর জল।

গুলনেয়ার। ঠিক ব'লেছে "ডুব দিয়ে আজ দেখ্‌বো নীচে কতখানি গভীর জল।" ব্যস্! তাই হোক। কিসের ভয়? সেই ভালো। আজ আত্মহত্যা ক'র্ব্ব!

এই সময়ে কামবক্স সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"মা! আমি বিদায় নিতে এসেছি।—এখনি বিজাপুরে যাচ্ছি। পিতার আদেশ।"

গুলনেয়ার। হাঁ, শুনেছি। তোমার পিতার আদেশ। আমি বাধা দিবার কে? যাও।" কামবক্স গুলনেয়ারের চরণ স্পর্শ করিলেন। গুলনেয়ার শুদ্ধ ঈষৎ মস্তক হেঁট করিলেন। পরে কহিলেন "কামবক্স! এই আমাদের শেষ দেখা, পুত্র!"

কাম। কেন মা?

গুলনেয়ার। কেন? কারণ আমি ম'র্ব্ব—আমি ম'র্ব্ব—আমি আত্মহত্যা ক'র্ব্ব!

কাম। সে কি, মা! জানি মা, তোমার মন উত্ত্যক্ত হয়েছে! কিন্তু—

গুলনেয়ার। ম'র্ব্ব কেন? জান্তে চাও? তবে শুন। যতদিন আমি সম্রাজ্ঞী হ'য়েছিলাম—ততদিন বেঁচেছিলাম! যতদিন শাসন করে' এসেছিলাম—বেঁচেছিলাম। যতদিন মাথা উঁচু করে' গর্ব্বে থাক্‌তে পেরেছিলাম;—বেঁচেছিলাম।—আজ সম্রাটের তাচ্ছিল্য নিয়ে, ভৃত্যের ধিক্কার নিয়ে, পুত্র প্রপৌত্রের করুণা নিয়ে, মাটিতে মুখ লুকিয়ে গুলনেয়ার থাক্‌তে চায় না!

কাম। আবার সে দিন আস্‌বে। মা, পিতার মার্জ্জনা ভিক্ষা কর।

গুলনেয়ার। কি, কামবক্স? মার্জ্জনা! আমি মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'র্ব্ব?—আমার পুত্র না তুমি?—কামবক্স! সূর্য্য যে গরিমায় উঠে, সেই গরিমায় অস্ত যায়।—যাও! কিন্তু ফিরে এসে তোমার মাকে আর দেখ্‌তে পাবে না।

কাম। মা—

গুলনেয়ার। চুপ্! কোন কথা নয়। আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ! জেনো, ধ্রুব জেনো, আমাদের ইহজগতে এই শেষ দেখা—যাও—

দুর্গাদাস।

কামবক্স ধীরে অবনত মুখে চলিয়া গেলেন।

গুলনেয়ার। সূর্য্য অস্ত যাবার অধিক বিলম্ব নাই। বাঁদী!—না, কেউ নাই। একটা দাসীও আজ আমার আজ্ঞার অপেক্ষা করে' থাকে না। স্বেচ্ছায় চলে' যায়। গিয়েছে—আমার গরিমা বৈভব সব গিয়েছে। আমিও যাই।"—এই বলিয়া গুলনেয়ার সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ক্ষণপরে ঔরংজীব জনৈক পরিচারিকার সঙ্গে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ঔরংজীব। কৈ, সম্রাজ্ঞী?

বাঁদী। জানি না। এখানেই ত ছিলেন। বোধ হয় ভিতরে গিয়েছেন।

ঔরংজীব। খবর দাও।

বাঁদী চলিয়া গেল।

ঔরংজীব। দুর্গাদাস! আমি তোমার কাছে বাহুবলে পরাজিত হ'য়েছিলাম, কিন্তু তার চেয়ে এই পরাজয় অধিক। তুমি গুলনেয়ারের মত নারীকে মুটোর মধ্যে পেয়ে ফিরিয়ে দিয়েছো, গুলনেয়ারের মত সম্রাজ্ঞীর প্রেম প্রত্যাখ্যান ক'রেছ। তুমি মহৎ! দিলীর খাঁর অনুরোধে, আর তোমার সম্মানে, আজ গুলনেয়ারকে ক্ষমা ক'র্ব্ব—সত্য কথা, দিলীর খাঁ—মক্কায় যাবার আগে এক উগ্র, উচ্ছৃঙ্খল নারীর প্রতি আর ক্রোধ রাখি কেন?

গুলনেয়ার অধিকতর সজ্জিতভাবে প্রবেশ করিলেন।

গুলনেয়ার। কে? কে, সম্রাট্? এত অনুগ্রহ যে?

ঔরংজীব। সম্রাজ্ঞী!

গুলনেয়ার। চুপ্। আর আমি সম্রাজ্ঞী নই। যতদিন তোমার

শাসন ক'রেছিলাম, ততদিন আমি সম্রাজ্ঞী ছিলাম। আজ আর আমি সম্রাজ্ঞী নই। আমি শুদ্ধ গুলনেয়ার।—কি ব'ল্‌বে বল।

ঔরংজীব। একি গুলনেয়ার? এর মধ্যে তোমার এত পরিবর্ত্তন! একি! তোমায় চেনা যাচ্ছে না যে!

গুলনেয়ার। সম্রাট্! আমার গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে আমার রূপেরও সমাধি হ'য়েছে। এখন এখানে কি মনে করে', সম্রাট্? বল? অধিক সময় নাই। আমি মর্ত্তে যাচ্ছি। আমি বিষ পান ক'রেছি!

ঔরংজীব। সে কি? বিষপান ক'রেছো, গুলনেয়ার? কেন?

গুলনেয়ার। কেন? জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ? স্থবির শীর্ণ ঔরংজীব! তোমার তাচ্ছিল্য নিয়ে আমি জীবন ধারণ ক'র্ব্ব মনে ক'রেছিলে? তোমার কৃপা ভিক্ষা ক'রে বেঁচে থাক্‌বো ভেবেছিলে—? ঐ সূর্য্যের পানে তাকাও, তার পরে আমার পানে চাও—বল দেখি, দেখে বোধ হয় না কি যে, আমরা দুই ভাই বোন্? সম্রাজ্ঞী হয়ে দিগন্তরেখায় উঠেছিলাম, সম্রাজ্ঞী হয়ে দিগন্ত রেখায় অস্ত যাচ্ছি!

ঔরংজীব। গুলনেয়ার! আমি এসেছি আজ তোমায় ক্ষমা ক'র্ত্তে। তোমার যা কেড়ে নিয়েছিলাম, সব ফিরিয়ে দিতে।

গুলনেয়ার। ক্ষমা!

ঔরংজীব। তোমায় আর ভালোবাস্‌তে পারি না গুলনেয়ার! তুমি জানো না, গুলনেয়ার! যে তুমি আমার কি সর্ব্বনাশ ক'রেছো। আমার আশা, উদ্যম, প্রেম, বিশ্বাস এক মুহূর্ত্তে এক সঙ্গে ভেঙ্গে দিয়েছো। যৌবনে এ সব ভেঙ্গে গেলে আবার যোড়া লাগে। কিন্তু বার্দ্ধক্যে যা ভাঙ্গে, আর যোড়া লাগে না। আমার সব গিয়েছে।

দুর্গাদাস।

আমিও ম'র্ত্তে যাচ্ছি। এমন তোমায় আর ভাল বাস্‌তে পারি না। আমার সে শক্তি নাই। কিন্তু তোমায় ক্ষমা ক'র্ত্তে পারি।

গুলনেয়ার। ক্ষমা?—সম্রাট্! তুমি আমায় ক্ষমা ক'র্ব্বে?

ঔরংজীব। নীচ শ্রেণীর লোকে কুলটা স্ত্রীর পৃষ্ঠে কুঠার মারে। সাধারণ শিক্ষিত লোক তাকে পরিত্যাগ করে। মহৎ ব্যক্তি ক্ষমা করে।

গুলনেয়ার। [ব্যঙ্গস্বরে] কি মহৎ তুমি! কিন্তু সম্রাট্! গুলনেয়ার কখনো কাউকে ক্ষমা করেনি; সে কারো ক্ষমা চাহেও না।

ঔরংজীব। তুমি ভুল বুঝ্‌ছ, গুলনেয়ার। আমি মহৎ নহি! তবে দিলীর খাঁ মহৎ। আমি এখন যন্ত্রবৎ কাজ করে' যাচ্ছি। দিলীর খাঁ আমায় তোমাকে ক্ষমা ক'র্ত্তে ব'লেছে। তাই তার অনুরোধ আর—

গুলনেয়ার। দিলীর খাঁর অনুরোধে? যাও. সম্রাট্! তোমার ক্ষমা আমি চাই না। আমি নরকে নেমে যাচ্ছি—সঙ্গে হৃদয় পূর্ণ করে' নিয়ে যাচ্ছি—সেই দুর্গাদাসের প্রতি তীব্র অসীম বিরাট ভালবাসা। যদি তাকে পেতাম, আমি তাকে একখণ্ড মেঘের মত, আমার সেই ভালবাসার ঝঞ্ঝা দিয়ে, ঘিরে, টেনে, সঙ্গে করে' নিয়ে যেতাম; তাকে সেই ঈপ্সার জ্বালায় তিলে তিলে তুষানলের মত দগ্ধ ক'র্ত্তাম। তাকে পাচ্ছি না। কিন্তু বুঝি এক-দিন কোথাও পাব। তখন তাকে দেখ্‌বো। ঔরংজীব! বিশ্বসংসারে বুঝি কেহ কেহ আছে, যাদের ভালবাসা প্রতিহিংসার মত—প্রবল, উদ্দাম, জ্বালাময়। জেনো আমি সেই নারী।—আমার মাথা ঘুর্চ্ছে, আর পার্চ্ছি না। আমি মর্চ্ছি। কোন দুঃখ নাই আমার, ঔরংজীব! প'ড়েছি বলে' কোন দুঃখ নাই। উঠেছিলাম—প'ড়েছি। যারা মাটি কাম্‌ড়ে প'ড়ে থাকে, তারা পড়ে না। কোন দুঃখ নাই। যদি নারী হয়ে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলাম, পুরুষকে রেখেছিলাম মুঠোর মধ্যে। যদি সম্রাজ্ঞী

হয়েছিলাম—সাম্রাজ্য শাসন ক'রেছিলাম! যদি ভালবেসেছিলাম—ভালবাসা দান ক'রেছিলাম! ভিক্ষা করিনি।—কোন দুঃখ নাই। একদিন মর্ত্তে হবেই। তবে দিন থাকৃতে মরাই ভালো। ঐ সূর্য্য অস্ত গেল—আমিও যাই।"—বলিয়া ভূপতিত হইলেন।

ঔরংজীব। যাও, গুলনেয়ার! তুমি অনুতপ্ত চিত্তে মর নাই। মরণের পরপারে বোধ হয় তোমার অনুতাপ আরম্ভ হবে। কিন্তু আমার অনুতাপ মৃত্যুর পূর্ব্বেই আরম্ভ হয়েছে।

সপ্তম দৃশ্য।

—)*(—

স্থান—আগ্রার প্রাসাদের যমুনালগ্ন অলিন্দ। কাল—সন্ধ্যা। দিলীর খাঁ এবং একজন কর্ম্মচারী কথা কহিতেছিলেন।

কর্ম্মচারী। সম্রাটের মৃত্যু হয়েছে?

দিলীর। হাঁ, মোবারেক! বড় শোচনীয় মৃত্যু সে। তাঁর শয্যাপার্শ্বে তাঁর একজন পুত্রও ছিল না—তাঁর বেগম ছিল না।—একা আমি! বড় শোচনীয় মৃত্যু!

কর্ম্মচারী। তাঁর মক্কায় যাবার কথা ছিল না?

দিলীর। হাঁ! কিন্তু আর যাওয়া হয় নাই। দৌলতাবাদে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সে দৃশ্য আমি ভুল্‌বো না। অনুতপ্ত হৃদয়ের অর্দ্ধ-সুপ্ত অবস্থায় সেই মর্ম্মভেদী ক্রন্দন "ক্ষমা কর মারাঠা, ক্ষমা কর রাজপুত, ক্ষমা কর পাঠান।" তার পর মর্ব্বার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই সেই ভয়বিহ্বল ভগ্ন উক্তি "ঐ সম্মুখে মৃত্যুর কৃষ্ণ সমুদ্র! তাতে তরী

ভাসিয়ে দিলাম।" শেষে 'হো আল্লা' বলে' সেই মর্ম্মভেদী চীৎকার— সে দৃশ্য ভুল্‌বো না।

কর্ম্মচারী। বড় শোচনীয়!—এখন সম্রাট্ কে হন বলা যায় না!

দিলীর। যুদ্ধ বেধেছে, মৌজাম আর আজীমে। ফল জগদীশ্বর জানেন।

কর্ম্মচারী। আপনি সাহজাদী রাজিয়াকে এখানে নিয়ে এসেছেন?

দিলীর। হাঁ, মোবারেক। সাহজাদীর আজ পিতা নাই, মাতা নাই—কেহ নাই। তাঁর মত দুঃখিনী কে?—এখানে তাঁকে এক বৃদ্ধা পরিচারিকার কাছে রেখে যেতে হ'চ্ছে।

কর্ম্মচারী। আপনি কোথায় যাবেন?

দিলীর। আমি যাবো একবার দুর্গাদাসের উদ্দেশে।

কর্ম্মচারী। কেন?

দিলীর। প্রয়োজন আছে। এখন চল বাহিরে যাই।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

উদ্ভ্রান্তভাবে ধীরে ধীরে সেখানে রাজিয়া প্রবেশ করিলেন।

রাজিয়া। আমি তাকে ভালবেসেছিলাম। তাতে কি অন্যায় হয়েছিল? কে আমাদের বিচ্ছিন্ন ক'র্লে? কেন ক'র্লে?—এত সুখ তাদের সৈল না!

পরিচারিকা প্রবেশ করিয়া ডাকিল—"ওগো সাহজাদি!"

রাজিয়া। সে দিন আমাদের সেই আবুগিরিদুর্গে শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে পর্ব্বতপাদমূলে দেখা হোল—কেন আমাদের দেখা হোল, অজিত?

পরিচারিকা। ঐ সেই আবার বিড়ির বিড়ির ক'রে ব'ক্‌ছে। বলি, ও সাহজাদি!

রাজিয়া। অজিত! অজিত!—তার নামটিও মিষ্ট! অজিত!

পরিচারিকা। "না, ও এখন উত্তর দেবে না। আমি এখন যাই। সাহজাদীদের রকমই আলাদা।"—বলিয়া চলিয়া গেল।

রাজিয়া। সন্ধ্যার বাতাস বইছে—কোকিল ডাকৃছে। নীল-সলিলা যমুনা নদী প্রাসাদমূল বেষ্টন করে' যাচ্ছে। আকাশ কি নির্ম্মল, কি নীল!

গীত।

তবে, আর কেন ব'হে মলয়-পবন, আর কেন পাখী করে গান?
আজি, হৃদয়কুঞ্জে সুখমধুমাস হয়ে গেছে যবে অবসান।
আজি, চলে' গেছে এক সঙ্গীত, ছিল ছেয়ে যা আকাশ ভুবনে—
আমার নয়ন হইতে নিভে গেছে জ্যোতি, হৃদয় হইতে গেছে প্রাণ।

[গাইতে গাইতে প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

—:*:—

স্থান—পেশোলা হ্রদতীরে প্রাসাদ। কাল—মধ্যাহ্ন। দুর্গাদাস একাকী দাঁড়াইয়া সে দৃশ্য দেখিতেছিলেন।

দুর্গাদাস। ব্যর্থ হয়েছি। পার্ল্লেম না এ জাতিকে টেনে তুল্‌তে। মোগল সাম্রাজ্য থাকৃবে না বটে, কিন্তু এ জাতি আর উঠ্‌বে না।

জয়সিংহ ও সরস্বতী আসিয়া পদবন্দনা করিলেন।

সরস্বতী। ভিতরে আসুন, দেব! জল গ্রহণ করুন। দ্বিপ্রহর অতীত হয়েছে।

দুর্গাদাস। যাচ্ছি চল, মা!

দুর্গাদাস।

জয়। এখানে আপনার কোন কষ্ট হ'চ্ছে না ?

দুর্গাদাস। কষ্ট ? রাণার আতিথ্যে আমি পরম সুখে আছি।

জয়। আমার আতিথ্য ব'ল্‌বেন না। সরস্বতীর আতিথ্য। সরস্বতীই এ স্থান পছন্দ করে' দিয়েছে! সরস্বতীই এ স্ফটিক হর্ম্ম্য তৈয়ার করিয়েছে। যে দিন আপনি আমাদের অতিথি হয়ে এক নির্জ্জন স্থানে থাক্‌বার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, সেই দিন সে নিজে এখানে এসে সমস্ত বন্দোবস্ত ক'রেছে। এখানে প্রতিদিন সে আপনার জন্য নিজে পাক করে।

দুর্গাদাস। অসীম অনুগ্রহ মহারাণীর!

সরস্বতী। অনুগ্রহ ? অনুগ্রহ ব'ল্‌বেন না। দেব! এ দীনের অর্ঘ্য, ভক্তের নৈবেদ্য। রাজস্থানে কে আছে, রাঠোর দুর্গাদাসের নামে যার বক্ষ স্ফীত না হয়—শির গর্ব্বে উন্নত না হয় ? যদি একান্ত ভাগ্য-বলে, পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে এই দেবতাকে অতিথি স্বরূপে পেয়েছি, পূজা করে' সাধ মেটাবো।

দৌবারিকের প্রবেশ।

দৌবারিক। মহারাজ! দ্বারে মোগলসেনাপতি দিলীর খাঁ রাঠোর সেনাপতির সাক্ষাৎ চান।

দুর্গাদাস। দিলীর খাঁ! সে কি ? দিলীর খাঁ ?

দৌবারিক। হাঁ, সেই নামই ত ব'ল্লেন।

দুর্গাদাস। যাও, পরম সমাদরে নিয়ে এসো।" সরস্বতীকে কহিলেন—"যাও, মা, ভিতরে যাও। আমরাও আস্‌ছি এখনি।"

মহারাণী সরস্বতী অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন।

দুর্গাদাস। দিলীর খাঁ এখানে? অর্থ কি?

জয়। বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না।

দিলীর খাঁ প্রবেশ করিলেন।

দিলীর। বন্দেগি বীর দুর্গাদাস! আমায় মনে পড়ে?

দুর্গাদাস। আমার জীবনদাতাকে বিস্মৃত হব কিরূপে? আসুন, আমার আজ পরম সৌভাগ্য। কিন্তু এখানে কি অভিপ্রায়ে, সেনাপতি?

দিলীর। তীর্থদর্শনে, দুর্গাদাস। তোমাদের হিন্দুদের মধ্যে কাশী, হরিদ্বার, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, এই সব তীর্থ আছে না? যেখানে যাত্রীরা মাঝে মাঝে গিয়ে ধন্য হয়ে আসে? আমিও মর্ব্বার আগে তোমায় একবার দেখ্‌তে এসেছি।

দুর্গাদাস ক্ষণেক নীরব রহিলেন; পরে কহিলেন, "দিলীর খাঁ! আমি সামান্য মানুষ; সাধ্যমত নিজের কর্ত্তব্য করে' এসেছি মাত্র।"

দিলীর। এ পাপযুগে তাই কয়জন করে, দুর্গাদাস? যে যুগে ভ্রাতাকে তার অংশ হ'তে বঞ্চিত করে' আনন্দ; ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য স্বজাতিদ্রোহ করে' পরিতৃপ্তি; যে যুগে তোষামোদ, পীড়ন, মিথ্যাবাদ, প্রতারণা, চারিদিকে ছেয়ে প'ড়েছে; সে যুগে তোমার মত ত্যাগী দেখে আত্মা শুদ্ধ হয়। যে প্রভুর জন্য প্রাণপণ করে, দেশের পায়ে সর্ব্বস্ব অর্পণ করে, আশ্রিতকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য দেশ ছাড়ে, অপ্সরা সম্রাজ্ঞীর অবৈধ প্রেম প্রত্যাখ্যান করে, প্রপীড়িত অবলার প্রাণরক্ষার্থে নিজের বুক আগিয়ে দেয়, শেষে আশ্রিতা কুমারীর ধর্ম্ম রক্ষার জন্য নির্ব্বাসিত হয়, সেরূপ চরিত্র তোমাদের পুরাণেই কয়টা আছে, দুর্গাদাস?

দুর্গাদাস। পুরাণে কেন, দিলীর খাঁ? তার চেয়ে উচ্চ চরিত্র দেখ্‌তে চাও যদি, নিজের চরিত্রের সম্মুখে দর্পণ ধর।

দুর্গাদাস।

দিলীর। আমার ?

দুর্গাদাস। হাঁ, দিলীর খাঁ, তোমার। আরও দেখ্‌তে পেতে দিলীর, যদি আজ কাশিম এখানে থাক্‌তো—তোমারই জাতভাই কাশিম।

কাশিমের প্রবেশ।

কাশিম। "কৈ! মহারাজ কৈ? এই যে!"—আভূমি প্রণত অভিবাদন করিল।

দুর্গাদাস। এ কাশিম যে? কি আশ্চর্য্য! কাশিম, তুমি এখানে খুঁজে এলে কেমন করে'?

কাশিম। খুঁজে খুঁজে আলাম, মহারাজ! কত জায়গায় তল্লাস ক'রেছি, তার আর কি বল্‌বো, মহারাজ!

দুর্গাদাস। তুমি কাকে মহারাজ ব'ল্‌ছ, কাশিম?

কাশিম। যাকে চিরকাল বলে' আস্‌ছি, মহারাজ!

দুর্গাদাস। না, কাশিম। তোমার আর আমার মহারাজ এখন যোধপুরাধিপতি অজিত সিংহ।

কাশিম। তার নাম কর্ব্বেন না মহারাজ! সে নেমকহারাম—

দুর্গাদাস। কাশিম! তুমি কার কাছে এ কথা ব'ল্‌ছো মনে রেখো।

কাশিম। জানি। মোর হ্যাবতার কাছে কথা ব'ল্‌ছি। তবু বেহক কথা চুপ করে' শুনে যাতি পার্ব্বো না। যাকে আপনি বুকের মদ্দি করে' মানুষ কর্ল্লে, যার কামে বেবাক জানটা দিলে, যাকে তার মা ছাওয়ালের মত দেখ্‌তো, সেই তাকে যে বুড়োবয়সে, মাফ ক'র্ব্বেন মহারাজ,—গলা ধরে' আস্‌ছে, আর ব'ল্‌তে পার্ব্বো না।

জয়সিংহ। কাশিম! ইস্‌লাম ধর্ম্ম ত তোমার মত মানুষও তৈরি করে?

দুর্গাদাস। সব ধর্ম্মেই এক কথা, এক মহানীতি শিক্ষা দেয়, মহারাণা! তবু যদি কেউ মানুষ না হয়, সে—ধর্ম্মের দোষ নয়। মুসলমান ধর্ম্মে কাব্‌লেস্‌ খাঁও আছে, দিলীর খাঁও আছে।

দিলীর। আর হিন্দুধর্ম্মে শ্যামসিংহও তৈরি হয়, দুর্গাদাসও তৈরি হয়।

কাশিম। তবে, হুজুর, মোর এক আর্জ্জি আছে।

দুর্গাদাস। কি, কাশিম?

কাশিম। শুন্‌ছি যে হুজুর আজ রাণার রুটি খায়ে মানুষ। তা ত হতি পারে না।

দুর্গাদাস। কি হ'তে পারে না?

কাশিম। মোর জান থাকৃতি মহারাজ ত আর একজনের দরোজায় যাবে না। তা'তি মুই জান থাকৃতি ছাথ্‌বো না।

জয়। সে কি! তুমি কি ক'র্ত্তে চাও, কাশিম?

কাশিম। কি কর্ত্তি চাই? শোন, রাণা, মুই মহারাজকে খাওয়াবো।

জয়। কেমন করে'?

কাশিম। যেমন করে' পারি। মজুর খেটে খাওয়াবো—ভিক্ষা মেগে খাওয়াবো।

জয়। তুমি কি পাগল হয়েছো, কাশিম! তুমি পাবে কোথা থেকে?

কাশিম। যেখিন থেকে পাই। যদি আজ রাণী বেঁচে থাকৃতো, দুর্গাদাসকে পরের দুয়োরে ভিখিরী হতি হোত না। তিনি নেই, কিন্তু মুই আছি। মুই খেটে খাওয়াবো—খুঁদ কুঁড়ো যা পাই খাওয়াবো—

জয়। তা কি হয়?

কাশিম। হয় না? দেখ, মহারাজ দুর্গাদাস! তোমার যেমন মনে

দুর্গাদাস। .

নেয় করো! বেছে নাও, মহারাজ! রাণার ফেলে-দাওয়া রাজভোগ খাবা? কি মোর পূজোয় দেওয়া খুঁদ কুঁড়ো খাবা? বেছে নাও, রাণার পায়ের তলায় থাক্‌বা? না, মোর মাথায় থাক্‌বা? যেটা নেবা, বেছে নাও।

দুর্গাদাস। "ঠিক ব'লেছো কাশিম! দুর্গাদাস তোমার দেওয়া খুঁদ কুঁড়োই খাবে।" এই বলিয়া দুর্গাদাস উঠিয়া কাশিমকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন "ভাই কাশিম! আজ হ'তে আমরা দুই ভাই।" পরে দিলীরকে কহিলেন "দেখ, দিলীর খাঁ, কি উচ্চ!"

দিলীর। সত্য কথা ব'লেছিলে, দুর্গাদাস! দাঁড়াও তোমরা দুজনেই আজ আমার সম্মুখে দাঁড়াও; একবার নয়নভ'রে দেখি।—ঈশ্বর! তোমার স্বর্গে যাঁরা দেবতা আছেন শুনি, তাঁরা কি এঁদের চেয়েও বড়?

যবনিকা পতন